প্রথম আলো
Prothom Alo North America
22 June 2023, Thursday, 7th Year, Issue 327, 40 Pages
২২ জুন ২০২৩, ৮ আষাঢ় ১৪৩০, ৪ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৩২৭, পৃষ্ঠা: ৪০

হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড পেতে যাচ্ছে ফাতিহা পৃষ্ঠা ২৪

নুসরাত চৌধুরী ফেডারেল আদালতের বিচারক পৃষ্ঠা ২৯

বাংলাদেশ: কারো কাছেই খুব একটা বিকল্প নেই

রাজনীতি

সরকারী দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিএনপি ছাড়াই নির্বাচন করা এবং বিএনপি যাতে নির্বাচনে না আসতে পারে-এর জন্য সব ধরনের উস্কানি বজায় রাখা।

- সরকারের নানা অপকর্মের কথা তুলে ধরে পশ্চিমা মহলে বিএনপি সাফল্য পেয়েছে।
- ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য ওকালতি করবেন এমন চিন্তাকে অসাড় বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

ইব্রাহীম চৌধুরী

বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে দেশে বিদেশে আলোচনার কোন শেষ নেই। কোন পথে যাচ্ছে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যৎ কি সংঘাতময় হয়ে উঠছে ? ক্ষমতায় থাকার জন্য আন্তর্জাতিক বলয়ে বাংলাদেশ কি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে? মার্কিন কোপানলে পড়ে দেশকে ও জনগণকে কতোটা মূল্য দিতে হবে? এসব শত প্রশ্নের উত্তরে ঘুরে ফিরে একই কথা আসছে, কারো কাছেই তেমন কোন বিকল্প নেই। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে বাংলাদেশের এ যাত্রায় কারা জয়ী হবে, এ নিয়েও কোন উত্তর নেই কারো কাছে।

সব প্রশ্নের সূত্রপাত হচ্ছে বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। ক্ষমতাসীন সরকার নির্বাচন করবেই নিজেদের মতো করে। বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠ আওয়ামীলীগ আর আওয়ামীলীগ বিরোধী শিবিরে বিভক্ত। জামাত আর ইসলাম পছন্দ অন্যান্য দলের ভূমিকা এ বিভক্তিকে পুষ্ট বা দুর্বল করার কাজে আগেও ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও এর কোন ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

ক্ষমতাসীন মহল তত্বাবধায়ক সরকার বা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিহীন কোন নির্বাচনে যাবে না। এ নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট এবং বেপরোয়া। এর বাইরে কোন সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী হবে দলটির জন্য। অপরদিকে নেতৃত্বহীন বিএনপি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

৩৭ তম ডালাস ফোবানার প্রস্তুতি চলছে

জুয়েল সাদত

ফোবানা উত্তর আমেরিকার প্রবাসীদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে। ৩৬ টি ফোবানার সফল সমাপ্তির পর ৩৭ তম ডালাস ফোবানার আয়োজন চলছে বিশাল আকারের। বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট) একটি পরীক্ষিত সংগঠন। এর আগেও তিনটি সফল ফোবানা করেছিল বান্ট।

আগামী ১,২ ও ৩ সেপ্টেম্বর টেক্সাসের ডালাসে বসবে তিনদিনের ফোবানা। পুরোদমে রিহার্সাল সহ নানা আয়োজনে যুক্ত রয়েছে হোস্ট কমিটি। গত সপ্তাহে ফোবানার থিম সং রেকর্ডিং হয়েছে।

২০১৯ সালে ডালাসে ফোবানা কোভিডের কারনে হতে না পারায় পুরো ডালাস,অস্টিন, হিউস্টন, প্লানো এর

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

সেন্ট মার্টিন লিজ দিলে ক্ষমতায় থাকতে অসুবিধা নেই

সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

গণভবনে গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ঢাকা অফিস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিলে আওয়ামী লীগ ২০০১ সালেও ক্ষমতায় থাকতে পারত বলে আবারও জানালেন প্রধানমন্ত্রী ও দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, 'গ্যাস বিক্রির মুচলেকা দিলে আমিও ক্ষমতায় আসতে পারতাম। আর এখন যদি বলি, সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বা আমাদের দেশ কারও কাছে লিজ দেব, তাহলে আমার ক্ষমতায় থাকার কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আমার দ্বারা সেটা হবে না।'

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে গতকাল বুধবার সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন শেখ হাসিনা। সুইজারল্যান্ড ও কাতারে তাঁর সাম্প্রতিক সফর নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, '২০০১ সালে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

জালাবাদ এসোসিয়েশনে বহিষ্কার পাল্টা বহিষ্কার

ঐক্য প্রচেষ্টা থেমে নেই

বহিষ্কার এবং পাল্টা বহিষ্কারের মধ্যেও ঐক্যের চেষ্টা চলছে। সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছেন বিভিন্ন ব্যক্তি।

উত্তর আমেরিকা অফিস

সংগঠনের জন্য নিজস্ব ভবন ক্রয়কে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য হওয়া বিরোধে জালালাবাদ এসোসিয়েশন এখন কার্যত দুইভাবে বিভক্ত। সমাধানের চেষ্টা করার পরও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এখন দুই অবস্থানে। উভয়েই নিজেদের শক্তি দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এরমধ্যে যুক্ত হয়ে পড়েছেন সংগঠন ভাঙ্গা গড়ার কিছু কুশীলব। বহিষ্কার এবং পাল্টা বহিষ্কারের মধ্যেও ঐক্য প্রচেষ্টার জন্য শেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নেপথ্যে শেষ প্রয়াস হিসেবে এগিয়ে আসছেন চারজনের এক দল। বড় দুই রাজনৈতিক দলের নেতা, একজন চিকিৎসক অধ্যাপক এবং একজন সাংবাদিক উদ্যোগ নিয়েছেন উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য।

এ প্রক্রিয়ায় জড়িতদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এখনই তাঁরা ঐক্য প্রয়াস নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। তবে দুই পক্ষকে খুঝানো হচ্ছে সংগঠন ভাঙ্গনের ক্রীড়নক হয়ে ইতিহাসে স্থান পাওয়ার চেয়ে ছাড় দিয়ে সমঝোতা করাই হবে প্রকৃত নেতৃত্বের কাজ।

সভাপতি আহুত সাধারণ সভা থেকে সাধারণ সম্পাদককে বহিষ্কারের পর, সহ সভাপতি শাহীন কামালী ও সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম আহুত পাল্টা জরুরী সাধারণ সভায় সভাপতি বদরুল খান ও সহ সাধারণ সম্পাদক রুকন হাকিম-কে বহিষ্কার করা হয়েছে। শাহীন কামালকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মইনুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সংগঠন পরিচালনা করবেন বলে এ পক্ষের সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভায় উপস্থিত লোকজন হাত তুলে এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানান। সর্বশেষ সভায়ও বক্তারা ক্রয়কৃত 'জালালাবাদ ভবন' রক্ষার পাশাপাশি উদ্ভুত সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের প্রস্তাব করেন।

১১ জুন রোববার সভাপতি বদরুল হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ১

২৭ জুন নিউইয়র্ক সিটির প্রাইমারী নির্বাচন

লড়ছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীও

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচন আগামী ২৭ জুন মঙ্গলবার। এই নির্বাচন সামনে রেখে এরই মধ্যে ভোটাররা ভোটাধিকার প্রয়োগ শুরু করেছেন। ১৭ জুন শনিবার থেকে শুরু হয়েছে আগাম ভোট। ভোটারগণ সিটি কাউন্সিল প্রতিনিধি, স্থানীয় বিচারিক দায়িত্ব, জেলা এটর্নির আসনগুলোর জন্য প্রার্থী নির্বাচনে ভোট দেবেন। সিটির মূল নির্বাচনী লড়াই হবে আগামী ৭ নভেম্বর। রি-ডিস্ট্রিক্টিংয়ের কারণে চার বছর মেয়াদের নির্বাচনে এবার ৫১ জন সিটি কাউন্সিল সদস্য পদে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছেন।

নিউইয়র্ক সিটির বোর্ড অব ইলেকশন সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সদস্য ও বিচারক পদের জন্য লড়াইয়ে র‌্যাঙ্কট-চয়েজ ভোটিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে। এই পদ্ধতিতে ভোটাররা পাঁচ জন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পছন্দ করতে পারবেন। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি নির্বাচনের জন্য স্টেটের নির্বাচনী বিধি মেনে চলা হবে। যাতে অবশ্য র‌্যাঙ্কড-চয়েজ পদ্ধতির প্রয়োগ হবে না। সিটি কাউন্সিলের আসন্ন নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী হিসেবে প্রাইমারীতে লড়ছেন এডভোকেট রুবাইয়া রহমান। তার নির্বাচনী ডিস্ট্রিক্ট-২৩। তিনি

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৪

শেখ হাসিনা থাকলে ভোটে যাবে না মানুষ: ফখরুল

ঢাকা অফিস

মির্জা ফখরুল

নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে সমগ্র জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ বলে দাবি করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'আজকে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছে যে তারা পরিবর্তন চায় এবং এই সরকারকে সরাতে চায়। দাবির মধ্যে একটা দাবি পরিষ্কার, শেখ হাসিনা থাকলে কিন্তু নির্বাচনে যাবেন না—এটা সাধারণ

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

নির্বাচনের সঙ্গে ক্ষমতায় থাকার সম্পর্ক নেই: কাদের

ঢাকা অফিস

ওবায়দুল কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। নির্বাচনের সঙ্গে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকা না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জনগণ ভোটাধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন।

গতকাল বুধবার গণমাধ্যমে

এরপর পৃষ্ঠা ৩১ কলাম ৩

ইয়োগা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যুক্তরাষ্ট্র সফরে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের দক্ষিণ আঙ্গিনায় বক্তৃতা করেন। এ উপলক্ষে সেখানে সব দেশের পতাকা দিয়ে সাজানো সামিয়ানার সামনে ইয়োগা করছেন একদল ভারতীয়। ২১ জুন বুধবার। ছবি: সৈয়দ মাসুদুল কবির

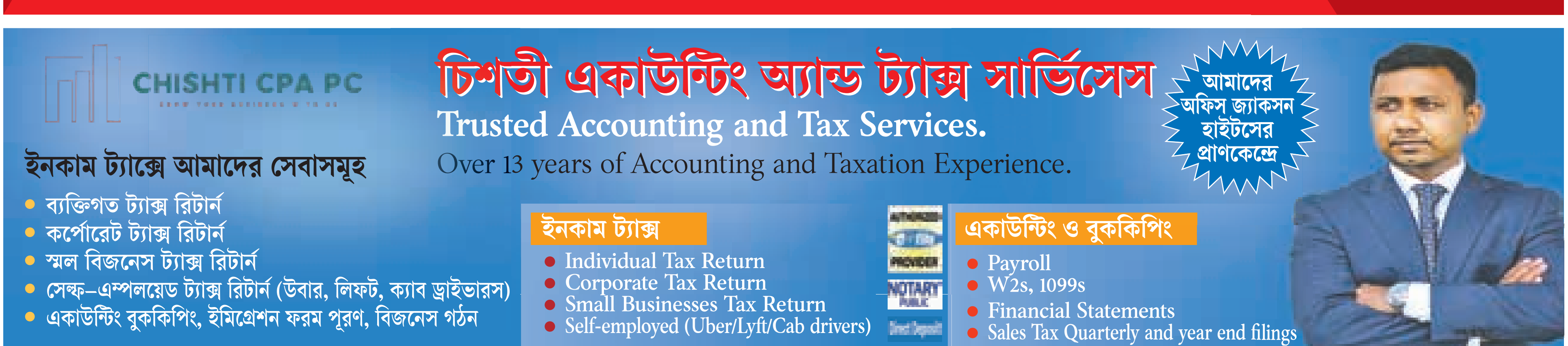

Queens Social Adult Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্‌ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম

- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম

- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic

আমরা নিজস্ব ট্রান্সপোর্টে ফ্রি পিকআপ এবং ড্রপ করে থাকি

আমরা ৭ দিনই খোলা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি

মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ

- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?

- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।

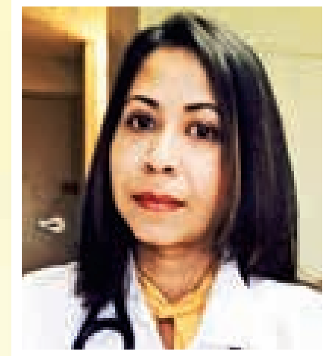

রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC

147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 — TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 — TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 — TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি *চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং

- Do you want apply for a green card?
- Are you having credit card problems?
- Has your bank account been sealed?
- Are you being deported?
- Are you unable to pay your debts?
- Are you getting harrassed by creditors?

আমরা বাংলায় কথা বলি

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

সুরাইয়া রহমান

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

NOLIMITS NYC
HOME CARE

আমাদের সেবা সমূহ

* আমরা এজেন্সী পরিবর্তন এবং নতুন CDPAP
* HHA/ PCA গ্রাহকসেবা দিয়ে থাকি
* আমরা সর্বোচ্চ রেইট দিয়ে থাকি

আমরা কেয়ার গিভারদের সর্বোচ্চ সুবিধা দিয়ে থাকি

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগটি বেছে নিন।

অফিসের সময়সূচী
সোম থেকে শুক্রবার
সকাল ১০টা - বিকেল ৬টা পর্যন্ত

ফ্রী পরামর্শের জন্য সাক্ষাত নিতে এখনই ফোন করুন

Call: 929-655-9195

74-09 37th Avenue, Suite 203 B
Jackson Heights, Ny 11372
Phone: 718-616-8690

Fax: 917-830-6387
Email: Nolimitsnyccorp@gmail.Com
web: www.nolimitsnyc.com

LOVE TO CARE HOME CARE INC

[কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসের আরেকটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান]

সততা এবং বিশ্বস্ততাই আমাদের বৈশিষ্ট্য

WE CARE **YOUR FAMILY** LIKE OURS

NYS Department of Health CDPAP

মেডিকেইড অনুমোদিত **CDPAP** -এর আওতায় আপনার পছন্দসই প্রিয়জনকে **সর্বোচ্চ স্বাস্থ্যসেবা** প্রদানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

Mohammed Hasem, MBA
President and CEO

347-621-6640
Fax: 347-338-6799
hasem@lovetocarehhc.com
info@lovetocarehhc.com

Main Office
167-18 Hillside Avenue, 2nd Fl
Jamaica, NY, 11432

Jackson Heights Branch
37-20 74th Street, 2nd Fl
Jackson Heights, NY, 11372

Buffalo Branch
1114 Walden Avenue
Buffalo, NY, 14211

www.lovetocarehc.com

মার্কিন কংগ্রেসম্যানের বিশেষ সম্মাননা পেলেন মেয়র আরিফ

সিলেট প্রতিনিধি

মার্কিন কংগ্রেসম্যান ক্যারোলিন বি ম্যালোনির বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী।কোভিড-১৯ অতিমারি ও গত বছরের বন্যায় বিশেষ অবদানের জন্য মার্কিন কংগ্রেস মেম্বার ক্যারোলিন বি ম্যালোনি সিসিক মেয়রকে এই সম্মাননা প্রদান করেন।

১৯ জুন সোমবার মার্কিন কংগ্রেস মেম্বার ক্যারোলিন বি ম্যালোনির (Carolyn B Maloney) পক্ষে সিসিক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর হাতে বিশেষ এই সম্মাননা তুলে দেন যুক্তরাষ্টের এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক ও মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব আমেরিকা ইনক এর সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন।বিশেষ এই সম্মাননা গ্রহণ করে প্রতিক্রিয়ায় সিসিক মেয়র

আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারি ও বন্যায় সিলেট নগরবাসীর পাশে মেয়র হিসেবে পাশে থেকে কাজ করেছি। সিটি করপোরেশনের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নগরবাসীর অনেকেই আমাদের সাথে ছিলেন। সাধ্যমত সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। আজকের এই স্বীকৃতি আমি প্রাণপ্রিয় নগরবাসীকে উৎসর্গ করছি।এসময় তিনি মার্কিন কংগ্রেস মেম্বার ক্যারোলিন বি ম্যালোনিসহ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এক কাঁদি কলা ২০ হাজার টাকায় বিক্রি !

সামিল হোসেন

সিলেটের গোলাপগঞ্জে এক কাঁদি কলা নিলামের মাধ্যমে ২০ হাজার টাকা দাম দিয়ে কিনলেন স্হানীয় প্রবাসী জহির উদ্দিন।১৬ জুন শুক্রবার বাদ জুমা উপজেলার বাদেপাশা ইউনিয়নের বাগলা ছালিমকোনা জামে মসজিদে নিলামে এই কলার কাঁদি বিক্রি হয়।

জানা যায়, উপজেলার বাদেপাশার বাগলা ছালিমকোনা মসজিদের কলা গাছ থেকে এক কাঁদি কলা কাটা হয় জুমার নামাজের পর নিলামের জন্য । এরপর নামাজ শেষে নিলামে তোলা হয় সেটি। প্রথমে ২শ টাকা থেকে ডাক শুরু হয়ে একের পর এক দাম উঠে। এক পর্যায়ে ২০ হাজার টাকায় কলার কাঁদি ক্রয় করেন স্থানীয় প্রবাসী জহির উদ্দিন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ওই মসজিদের ইমাম মাওলানা হারিছ উদ্দিন বলেন, প্রায় দেড় মাস আগে

প্রবাস থেকে দেশে আসেন জহির উদ্দিন। শুক্রবার নিলামে তিনি মসজিদ থেকে ২০ হাজার টাকায় এক কাঁদি কলা কিনেন। এ বিষয়ে জানতে প্রবাসী জহির উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

জি এম কাদের বললেন

যে কোনো সময় পতন হতে পারে

ঢাকা ডেস্ক

জি এম কাদের

১৮ জুন রোববার মুন্সিগঞ্জ জেলা জাতীয় পার্টির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জি এম কাদের। বাংলাদেশ এখন এক ভয়াবহ দুরবস্থার মধ্যে আছে, আগে গর্তের মধ্যে ছিল। এখন বিশাল খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। যে কোনো সময় পতন হতে পারে। বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের।

তিনি বলেন, সরকারের কাছে কোনো বিদেশি মুদ্রা নেই। যেটা দেখানো হচ্ছে, সেটা সঠিক নয়। যে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর কথা সরকার বলছে, সেটা যদি সত্যিও হয়, তারচেয়ে অনেক বেশি ঋণ বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হয়েছে। তার সুদ, আসল সব শোধ করতে গেলে এবং ডেফার্ড পেমেন্টে যেসব জিনিসপত্র আনা হয়েছে সেগুলো শোধ করতে গেলে বাংলাদেশ দেউলিয়া হয়ে যাবে। এখন বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করে বাকিতে, অনুনয়-বিনয় করে এনে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।

দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কয়দিন আগে বড় বড় কথা বলেছিলাম। বিশ্বব্যাংক নাকি খারাপ। (এখন) বিশ্বব্যাংকের কাছে যাচ্ছি, আইএমএফ এর কাছে যাচ্ছি। তাদের কাছে দেন দরবার করছি। তারা কিছু অর্থ দিয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে দেবে বলেছে...নইলে সরকার মৃত হয়ে যেতো এতোদিনে। সম্পূর্ণভাবে তারা দেউলিয়া হয়ে গেছে। দেশের মধ্যে দেশীয় মুদ্রাও সরকারের হাতে নেই। দেশের ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে দিয়ে লুণ্ঠন করা হয়েছে, হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এখন ব্যাংকে কোনো টাকা নেই। সরকার গলায় গামছা দিয়েও মানুষের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতে পারছে না।

দেশে বেকারত্ব এখন বড় সমস্যা মন্তব্য করে জি এম কাদের বলেন, মানুষ নিত্যপ্রয়োজনীয় ওষুধ কিনতে পারছে না। সরকার মানুষের দিকে দেখছে না। কিন্তু, নিজেরা ধার করে হলেও ঠিকই খরচ করছে, উন্নয়নের নামে মেগা প্রজেক্ট করছে। তারা বলে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকাতেই নাকি দেশ স্থিতিশীল আছে,

!! জব জবহেল্প জব !!
JOB HELP & APPLICATION PROCESSING SERVICES

সরকারি জব
১. পোস্টাল জব
২. সিটি জব
৩.সিভিল সার্ভিস জব
৪.ইউ, এস, এ জব
৫.এম, টি , এ জব
৬. আই .টি ইঞ্জিনিয়ার

বেসরকারি জব
১.কাস্টমার সার্ভিস
২.অফিস অ্যাডমিন
৩.ম্যানুফ্যাকচারিং জব
৪. ডেলিভারি জব
৫. রেস্টুরেন্ট জব
৬. ট্রান্সপোর্টেশন জব

এপ্লিকেশন প্রসেসিং
১.নিউ পাসপোর্ট/নবায়ন
২. ডুয়েল সিটিজেনশিপ
৩.পাসপোর্ট কারেকশন
৪. ফুড স্ট্যাম্প
৫.NYC হাউজিং /এফোর্ডএবল
৬. রেইক রেজুমি /কভার লেটার

ট্রেনিং প্রোগ্রাম :
১: পোস্টাল জব (USPS)---------(শনিবার-বৃহস্প তিবার)-----------(সঃ১০টা --বিঃ ৬টা)
২: ট্রাফিক এম.এজেন্ট ---------------------রবিবার -----------(বিঃ ২টা --বিঃ ৪টা)
৩: স্কুল সেফটি এজেন্ট ---------------------মঙ্গলবার -----------(দু ১২টা --বিঃ ২টা)
৪: বেসিক কম্পিউটার ---------------------শনিবার-------------(বিঃ৩ টা ---বিঃ ৫টা
৬: ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস --(ম্যানহাটন/W .DC /PA/নিউ ইয়র্ক এর ২০ টি স্থানে ১ দিনের ভ্রমণ)

POSTAL JOB : (করণীয়):

Job Help –Mob: 917-500-3937 Off: PH/FAX: 917-300-6160
148-45, Hillside Ave(2nd FL), Suite 203(A), Jamaica, NY 11435 By 'F' Train or BusQQ40,Q43,Q44,Q20A,Q20B to Sutphin Blvd.

GLORIOUS HOME CARE LLC
Your Helping Hand

PCA
HHA
CDPAP
MD Riaz Morshed (CEO)

ঘন্টা প্রতি সর্বোচ্চ আয়ের নিশ্চয়তা
সার্টিফিকেট এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই
নতুন গ্রাহক এবং এজেন্সি ট্রান্সফার গ্রহন করছি
Weekly Payment
Direct Deposit
401K, INSURANCE
347-476-7522
37-22 73rd St. Suite # 1 D, Jackson Heights, NY 11372

EASY WAY TRAVELS & MULTI SERVICES CORP.
Focus on Global Connectivity

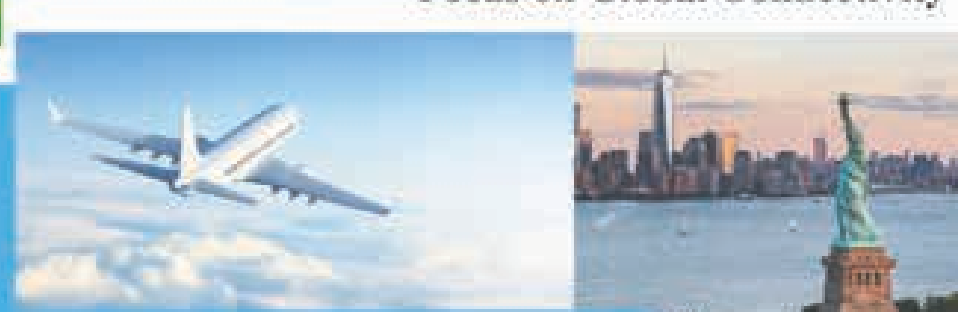

সবচেয়ে কম রেটে এয়ার টিকিট ।
যাবতীয় ইমিগ্রেশন সেবা সহায়তা।
স্বল্প খরচে ওমরাহ্ ভিসা ও প্যাকেজ
ইউএস ও বাংলাদেশি পাসপোর্ট নবায়ন সহায়তা।
USA, Canada, UK, Schengen সহ সকল প্রকার ভ্রমন ভিসা সহায়তা করে থাকি।
Emirates ETIHAD Biman QATAR SAUDIA KUWAIT TURKISH AIRLINES
MD Riaz Morshed (CEO)
347-507-1209
37-22 73rd St. Suite # 1 D, Jackson Heights, NY 11372

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

ভূরাজনীতিতে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে!

জাতীয় নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি। দেশ-বিদেশে আলোচনা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা বিশ্বের প্রবল চাপ। র‍্যাবের সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ভিসা নীতি ঘোষণা। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকারের কড়া জবাব। সরকারের অবস্থানে চীনের সমর্থন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন পুরো বিশ্বের নজরে। স্পটলাইটে। চলছে নানা হিসাবনিকাশ। আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক নানা ভূ-সমীকরণ।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মান, নির্বাচন, মানবাধিকার পরিস্থিতিসহ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে বরাবরই নীরবতা অবলম্বনের কৌশল অনুসরণ করে এসেছে চীন, রাশিয়া, জাপানসহ সামরিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি দেশগুলো। নীরবতা ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র জাপান সম্প্রতি নির্বাচন নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কথা বলছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত মাসে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অবস্থায় ভূরাজনীতিতে দেশটির প্রতিদ্বন্দ্বী চীন এবং রাশিয়াও এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে।

রাজনীতিতে নতুন যে মেরুকরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেখানে চীন একটা মেরুর কেন্দ্রবিন্দুতে। এখন রাষ্ট্র হিসেবে চীনের যে বৈশিষ্ট্য, তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা কিন্তু নেই। কমিউনিস্ট পার্টির শাসন এবং তাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আছে। মূলত পশ্চিমা দেশগুলোর নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেক্ষেত্রে চীনের রাষ্ট্রগত বৈশিষ্ট্যের দুর্বলতা, অর্থাৎ পার্টি শাসিত রাষ্ট্র কিংবা অন্য অর্থে স্বৈরশাসন; ঠিক একইভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা আছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন আদায়ের জন্য তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে মানবাধিকার ইস্যুটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। সেটার প্রকাশ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশেষ করে ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই পরাশক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ একটা ক্ষেত্র বা মঞ্চে পরিণত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে অর্থনৈতিক শক্তি যেহেতু আগের অবস্থায় নেই। আর চীন বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করছে। চীনের এই প্রভাব বিস্তারকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুবই স্পর্শকাতর। সেজন্যই চীনের এই দুর্বল বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে তারা তাদের পররাষ্ট্রনীতিটা বাস্তবায়ন করতে চাইছে। যেটার প্রকাশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঘটছে।

বাংলাদেশের সামনের নির্বাচন অবাধ হওয়ার ক্ষেত্রে একটা চাপ নিশ্চয়ই তৈরি হচ্ছে। যার উদাহরণ আমরা গাজীপুর সিটি নির্বাচনে দেখলাম। যদিও সরকারি দলেরই আরেকটি অংশকে আমরা নির্বাচিত হতে দেখেছি। এটিকে সরকার দেখাতে চেয়েছে অবাধ নির্বাচনের সফলতা হিসেবে। কিন্তু নির্বাচন তো আসলে এভাবে সাফল্য দেখানোর বিষয় না। অবাধ নির্বাচনটা নির্ভর করবে আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের মধ্যে যে আস্থার সংকট, সেই সংকট কাটাতে পারলাম কিনা। আর আস্থার সংকট কাটাতে না পারলে, বিশেষ করে সরকারি দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় যে নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে, ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতায় রেখে সেই জায়গাটাতে ফিরে আসা সম্ভব না।

বিশেষ করে '৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত অনাস্থার কারণেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার এসেছিল। কিন্তু সংবিধান থেকে সেটি বাদ দিয়ে পরবর্তীতে আস্থার পরিবেশ তৈরির পরিবর্তে অনাস্থার জায়গাটা আরও শক্তিশালী করেছে। অনাস্থাটা চরমে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অনাস্থার পরিবেশ টিকিয়ে রেখে অবাধ নির্বাচন সম্ভব কিনা সেটি নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

এখন চীনের সমর্থনের মধ্যদিয়ে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার মাঝখানে আমরা চাপে পড়েছি। এটার মধ্যদিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কিন্তু আরেকটি প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ফলে এই সংকট কাটার চাইতে বরং সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমর্থন সহায়ক হয়ে উঠছে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে এবং আওয়ামী লীগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হিসেবে দেখছে। গত জানুয়ারিতে ভারতের ক্ষমতাসীন দলের সাবেক এক মন্ত্রী ঢাকায় বলেছিলেন, 'শেখ হাসিনা সম্পর্কে ভারতের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।' শেখ হাসিনা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। ফেব্রুয়ারিতে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব শেখ হাসিনাকে বলেছিলেন, 'আপনার এবং আপনার নেতৃত্বের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর ঢাকায় জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি এক অনুষ্ঠানে বলেন, তিনি (২০১৮ সালের নির্বাচনে) ভোটের দিন 'ব্যালট বাক্স ভর্তি' করার কথা শুনেছেন। কিন্তু 'আগের রাতে কিছু পুলিশ ব্যালট বাক্স ভর্তি করে দিয়েছে, যা তিনি অন্য কোনো দেশে কখনো শোনেননি।'

৮ জুন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মন্টিটস্কি বলেছেন, তাঁর দেশ আশা করে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। চট্টগ্রামে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তৃতায় এই মন্তব্য করে তিনি বলেন, নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। রাশিয়া অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।

অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক পরিপক্কতা, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশের। বঙ্গোপসাগর তথা বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। আবার এ অঞ্চলের তিনটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের সমীকরণ এবং ঐ তিন বৃহৎ শক্তির নিজেদের মধ্যকার জটিল মাঝখানে রয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও বিশেষ সম্পর্ক, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অধিকারভিত্তিক ইস্যুতে অস্বস্তিকর সম্পর্ক এবং চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আসন্ন আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিন বৃহৎ শক্তির অবস্থান ক্রমশই প্রকাশিত হচ্ছে। পরিবর্তীত বাস্তবতায় বাংলাদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখে আগামী দিনে কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে, এদিকে তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের মানুষ।

মার্কিন ভিসা নীতি, নির্বাচন এবং নানা মত

মো. রাকিবুল ইসলাম

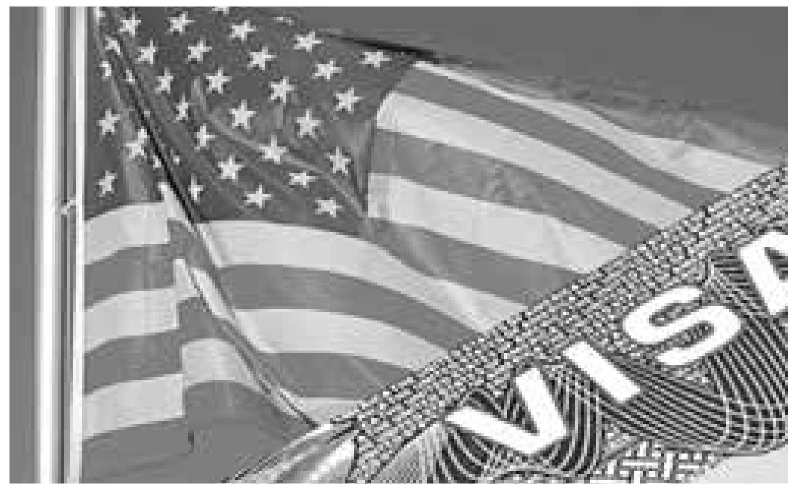

কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে ও রাজনীতিসচেতন সর্বসাধারণের মাঝে বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমেরিকার ঘোষিত নতুন ভিসা নীতি বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। গত ২৪ মে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এক টুইট বার্তায় বলেন, 'অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনকে উৎসাহিত করতে আজ আমি একটি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করছি। এই নীতির আওতায় বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কেউ নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করলে কিংবা দায়ী থাকলে তাকে ও তার পরিবারকে আমরা ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করতে পারি।' এই নীতির ব্যাখ্যায় মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট ডোনাল্ড লু আরও বলেন, 'আমরা কাউকে নিষেধাজ্ঞা দিইনি। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছেন, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধাদানকারী যে কাউকে ভিসার নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে।

এটা হতে পারে সরকারের কোনো সদস্য, হতে পারে বিচার বিভাগীয় কেউ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কেউ অথবা বিরোধীদলীয় কোনো সদস্যও হতে পারে।' অর্থাৎ মার্কিন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট ডোনাল্ড লুর কথা থেকে এটা অন্তত পরিষ্কার যে বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব একটি আশঙ্কাজনক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং সেটি এই ভিসা নীতি যুক্ত করা থেকে একটি সুস্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। সবচেয়ে বিব্রতকর বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো এই ভিসা নীতিকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করছে এবং এই ভিসা নীতি পরবর্তী নির্বাচনে নিজ দলকে কীভাবে সুবিধা দেবে ও অন্য পক্ষকে কীভাবে অসুবিধায় ফেলবে, সেটা নিজেদের মতো করে মনগড়া ব্যাখ্যা করছে। এ যেন ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার মতো ব্যাপার।

মূল সংকট সমাধানে না গিয়ে চলছে কথার রাজনীতি। যেমন আওয়ামী লীগের নেতাদের দাবি, বিএনপির বিরুদ্ধেই মার্কিন ভিসা নীতি হয়েছে। আবার বিএনপির নেতারা দাবি করছেন, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই এবং যারা আগে সরকারের অন্যায় আদেশ পালন করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এদিকে জাতীয় পার্টির মহাসচিব বলেছেন, যারা নির্বাচনে জোরজবরদস্তি করবে, মার্কিন সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে—এটা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিষয়। এ বিষয়ে তাদের আপত্তি নেই। এখান থেকে বোঝাই যাচ্ছে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এখনো পরস্পরকে দোষারোপ করছে, যদিও ডোনাল্ড লু পরিষ্কার বলেছেন যে এই নীতি সুস্পষ্ট কারও বিরুদ্ধে নয়। এটা সরকারি অথবা বিরোধী দল যে কারও জন্য প্রযোজ্য হতে পারে। তাই কোনো দলেরই মনে মনে সুখী হওয়ার কোনো সংগত কারণ নেই। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো সংকটের মূলে যাওয়ার চেষ্টা করছে না।

আমাদের নির্বাচন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের সংকট আগে থেকেই ছিল। আশি ও নব্বইয়ের দশকের সামরিক সরকারের অধীনের নির্বাচনগুলো, ১৯৯৪ সালে বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মাগুরা-২ আসনের উপনির্বাচন, দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচন আমাদের নির্বাচনব্যবস্থা এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি বিশ্বাসের সংকট জন্ম দিয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগসহ রাজনৈতিক দলগুলো পর্যন্ত এখন আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। সর্বশেষ মার্কিন ভিসা নীতি যার প্রমাণ। প্রতিষ্ঠানের প্রতি ব্যক্তির আস্থা গড়ে ওঠে মূলত চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। অতীত অভিজ্ঞতা, কর্তব্য পালনে সুনাম, কর্তব্য পালনের

> বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি শঙ্কা ও সংকট তৈরি হয়েছে। তবে আমাদের নিজেদের সংকট নিজেদেরই মোচন করতে হবে।

ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের আচরণ এবং প্রতিশ্রুত কথা ও কাজের মধ্যে মিল। আমরা যদি আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলোকে এই চারটি সূচকে মূল্যায়ন করি, তাহলে আমরা কী পাই? সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের ব্যাপারে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। সর্বশেষ কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনও যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল।

নির্বাচন কমিশনের মূল কর্তব্য হচ্ছে, একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আয়োজন করা, রয়েছে সেখানেও অস্বস্তি। বাংলাদেশের কোনো নির্বাচন কমিশনই ভারতের টি এন সেশনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের মতো সর্বজনের সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, চতুর্থ সূচক কথা ও কাজের সম্মিলন; সেখানেও নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাতে পারেনি। জাতীয় নির্বাচন ইভিএম নাকি ব্যালটে হবে, এ বিষয়ে কমিশন নিজের কথা রাখতে পারেনি। ফলে প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বহু বছর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি গ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বারবার। এর সর্বশেষ সংস্করণ মার্কিন ভিসা নীতি। অপরদিকে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোও জনগণের আস্থা হারাচ্ছে।

ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস তলানিতে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট নয়। তাই লক্ষ করলে দেখা যাবে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী বাদে সাধারণের সম্পৃক্ততা নেই বললেই চলে। বিএনপি ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল মূল্যস্ফীতি, পরিবেশ বিপর্যয়, ডলার-সংকট, অর্থ পাচার কিংবা দুর্নীতি দমনের মতো জনসম্পৃক্ত ইস্যুগুলো বাদ দিয়ে মূলত তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনর্বহাল, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবি ও অন্যান্য ইস্যুতে বেশি সরব ছিল।

আবার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ অর্থ পাচার, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও ব্যাংকিং খাতে বিপর্যয়ে নিজ দলের নেতা-কর্মীদের সম্পৃক্ততায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে বারবার। এভাবে সরকারি ও বিরোধী দল দুপক্ষই সাধারণের আস্থা হারিয়েছে। জনসাধারণের কথা চিন্তা করে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাসের মাধ্যমে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের উপায় সৃষ্টি করা দরকার ছিল, সেটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি শঙ্কা ও সংকট তৈরি হয়েছে। তবে আমাদের নিজেদের সংকট নিজেদেরই মোচন করতে হবে। একটা কথা বলে রাখা দরকার, যুক্তরাষ্ট্রসহ এই অঞ্চলে যাদের স্বার্থ রয়েছে এমন প্রাসঙ্গিক শক্তিশালী দেশগুলোর দূতাবাস মারফত বারবার তারা বাংলাদেশে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বজায় থাকুক দেখতে চায়, এ কথা ব্যক্ত করছে; তবে কী উপায়ে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পরিচালন-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়, এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেনি কিংবা কোনো ইঙ্গিত করেনি। এখন এই পরিস্থিতিতে যদি রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন-প্রক্রিয়া নিয়ে নিজেরা সমঝোতায় না আসতে পারে, তবে নতুন কোনো সংকট তৈরি হলে দেশের অর্থনীতি ও জনসাধারণ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তার দায় কে নেবে?

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না। কোনো দল বা গোষ্ঠী যদি মনে করে পশ্চিমা দেশগুলোর গৃহীত পদক্ষেপ কেবলমাত্র সরকারি দল কিংবা কেবলমাত্র বিরোধী দলগুলোকে আক্রান্ত করবে, তবে সেটা হবে চরম ভুল। অর্থনৈতিক অবস্থা, ভূরাজনীতি এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি মিলিয়ে আমরা একটি জাতীয় সংকটের মুখোমুখি। এই সংকটকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করতে হলে সব পক্ষকে আরও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। নির্বাচনী সংকট সমাধানে সংলাপের বিকল্প নেই।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সংলাপ। কোনো সন্দেহ নেই মার্কিন ভিসা নীতি সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে। নতুন করে সংকট বৃদ্ধি করতে না চাইলে সংলাপ জরুরি।

এ ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এগিয়ে আসতে পারেন। রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে সংলাপের ব্যবস্থা করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক ধারা সমুন্নত রাখার অঙ্গীকার করেছেন। তাই প্রয়োজনে তাঁর উদ্যোগে রাজনৈতিক দলগুলো সংলাপে আসুক। এলোমেলো মন্তব্য ও কথার লড়াই বন্ধ করে রাজনৈতিক দলগুলো সংকটের মূলে আলোকপাত করবে—পুরো জাতি এই প্রতীক্ষায়। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচন কমিশন ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নির্বাচনী সহিংসতাবিহীন এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের প্রত্যাশা করে। সর্বসাধারণের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রত্যাশা অনুধাবন করে সবার শুভবুদ্ধির উদয় হোক—এই কামনা।

প্রথম বই কেনা

কয়েক ছত্র

মাহবুব আশরাফ

সবকিছুরই প্রথমবারের স্মৃতি সবার মনে থাকে। আমারও আছে। সে এক অদ্ভুত ঘটনাবহুল স্মৃতি। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষায় আন্ডাগন্ডায় ফেল করে যে কেউ তার মনপসন্দ পুরস্কার পেতে পারে—এমন ঘটনা আমার জানা নেই।

প্রায় বছর দুয়েক পড়াশোনা থেকে নিরুদ্দেশ থাকার পর কোনো এক অক্টোবরের মাঝামাঝি আমাকে ঢাকার বিখ্যাত একটি স্কুলে ভর্তি করানো হলো ক্লাস টুতে। বিশাল স্কুল, সামনে বিরাট খেলার মাঠ। মাঠ দেখেই আমি আনন্দের সঙ্গে ভর্তি হলাম। কিন্তু ক্লাসে ঢোকার পর গম্ভীর, রাগী চেহারার শিক্ষকদের দেখে সেই আনন্দ হাওয়া।

দুই বছর পড়াশোনা না করে, কীভাবে ক্লাস টুয়ের শেষের দিকের পড়া পারব? আমিও পারতাম না কেবল বাংলাটা ছাড়া। বাংলাটা পারতাম, কারণ দুঃসময়ের সেই দুই-তিন বছর নতুন কোনো বাংলা বই ঘরে আসেনি বলে বড়রা পুরোনো বইগুলোই বারবার পড়তেন। দুপুরবেলায় আটকে রাখার জন্য মা যেকোনো একটা বই আমাকে ধরিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে বলতেন, 'একটু পড়ে শোনা।' আমি বানান করে করে মাকে পড়ে শোনাতাম। এভাবে নানান ধরনের বাংলা গল্পের বই পড়তে পড়তে বাংলাটা ভালোই শিখেছিলাম। তো স্কুলে ভর্তির পর দেখা গেল বাংলা ছাড়া আর কিছুই পারি না!

অন্যান্য বিষয়ে অবস্থা এতটাই সঙিন যে ইংরেজিতে নিজের নামটাও লিখতে পারি না। অঙ্কের বেলায় আরও এক কাঠি সরেস, এককের ঘরের নামতাও পারি না। আমার এমন অবস্থা দেখে শিক্ষকেরা আমাকে শেখানোর আশা ছেড়ে দিলেন। শিক্ষকদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আমি খুশি মনে স্কুলে যেতে থাকলাম প্রতিদিন। এভাবেই যাচ্ছিল দিন বেশ ভালোই। কিন্তু ভালো দিন তো আর আজীবন থাকে না। শুরু হলো ফাইনাল পরীক্ষা।

পারি না কিছুই, তবুও পরীক্ষা দিতে বসলাম। বিষয় যেটাই হোক, প্রশ্নে যা-ই থাক, আমি বাংলা লিখে দিয়ে আসি! এমনকি ইংরেজি পরীক্ষাও বাংলায় দিয়ে এলাম। ফলাফল—ডাহা ফেল। ক্লাসের শিক্ষকেরা হাসেন, সতীর্থরা হাসে, আমি ওদের চেয়ে বেশি হাসি, আগামী এক মাস ছুটি এই ভেবে। সবার রিপোর্ট কার্ড হাতে হাতে দেওয়া হলো আমরটা ছাড়া। ওটা আমার বাবাকে এসে নিতে হবে। পরদিন বাবা স্কুল থেকে নিয়ে এলেন আমার রিপোর্ট কার্ড। লাল কালিতে ভরপুর সেই রিপোর্ট কার্ড আমার হাতে দিয়ে জানতে চাইলেন, 'এখন কী করবি?' 'গল্পের বই কিনব।' আমার নির্বিকার জবাবে বাবা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া চাচাকে ডেকে দুটো টাকা দিয়ে বললেন, 'ও যে বই কিনতে চায় কিনে দে।'

বাসা থেকে দেড়-দু শ গজ দূরে স্কুলের গেটের পাশের বইয়ের দোকানে গিয়ে গল্পের বই চাইতেই দোকানি ছোটদের শিক্ষামূলক বই বের করে দিলেন। কিন্তু কোনোটাই পছন্দ হয় না আমার। খানিক দূরেই আরকটা দোকান আছে। চাচাকে টানি সেটার দিকে। কিন্তু চাচা নড়ে না। কী আর করার, শিক্ষামূলক বইগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে হাতে এল ছোট আকারের 'মরুর বা আরব দেশের গল্প' নামের একটা বই। হলুদের ওপর সাদা খেজুরগাছ আর উটের সারি। নিচে কালো হরফে বইয়ের নাম। না টানল প্রচ্ছদ, না দেখলাম ভেতরের লেখা। শুধু 'গল্প' শব্দটার কারণে বইটা কেনা হলো ১২ আনা দিয়ে। যেহেতু এখনো কিছু টাকা আছে, তাই চাচাকে নিয়ে চললাম পাশের দোকানে। এই দোকানি বোধ হয় ছোটদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে তেমন একটা উৎসাহী নন। বের করে দিলেন রংবেরঙের বই। বইগুলো ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের রাদুগা বা প্রগতি প্রকাশনের। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেব, এটাই হলো সমস্যা। শেষ পর্যন্ত চড়ুই পাখির রঙিন ছবিওয়ালা একটা বই কেনা হলো। দাম আট আনা। জীবনের প্রথম কেনা বইগুলো এক্ষুনি পড়তে হবে বলে দিলাম ছুট। পেছনে চাচা দৌড়াছেন আর চেঁচাচ্ছেন। কে শোনে কার কথা। বই পড়ার লোভে খেয়ালই নেই যে আরেকটা বই কেনার মতো পয়সা এখনো রয়ে গেছে। এরপর জীবনে অসংখ্য বই কিনেছি। প্রতিবার আনন্দও পেয়েছি প্রথমবারের মতোই। কিন্তু এখন যেখানে থাকি তার দুই-চার মাইলের মধ্যে কোনো বইয়ের দোকান নেই। দু-একটা যা আছে তাতে শুধু মেলে স্কুল-কলেজের গাইড বই আর বেহেশতি জওহর ধরনের নানা বই। আমি কী করব সেগুলো দিয়ে!

কপালগুণে আমার সন্তানেরাও বই পড়ার আনন্দটা পেতে শিখেছে। কিন্তু ওরা বই কিনতে চাইলে শুভদিনের অপেক্ষা করতে হয়। রাস্তাঘাটে জ্যাম কম থাকবে এমন একটা দিন দেখে বাপে-ঝিয়ে মিলে রওনা দিই নীলক্ষেতের দিকে। ওটাই এখন আমার বই কেনার শেষ ভরসার জায়গা। নিউমার্কেটের বইয়ের দোকানগুলোতে যে এখন প্লাস্টিকের গামলা বেচে!

গ্রাম আর শহরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কোটন কাকা এটা কি রশিদ দারোগার বাড়ি? হ্যাঁ! তুই কি আমেরিকা থেকে এসে সব ভুলে গেলি নাকি? না ভুলে নাই। তবে রশিদ দারোগা আবার পাঁচ তালা বিল্ডিং করল কবে ? চার পাঁচ বছর আগে। ওমা কত সুন্দর টাইল করা, কত সুন্দর দরজা ও জানালা, কি সুন্দর করে রং করছে, কত চকচক ঝকঝক করছে , চারপাশে কি সুন্দর লাইট জ্বলছে। কি সুন্দর ফেনসি বিল্ডিং। মনে হচ্ছে শহরেও এমন বিল্ডিং কমই আছে। কোটন কাকা বলল বাপু শোন, এখন গ্রাম আর শহরের মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। গ্রামের লোকেরা শহরের লোকের মত ব্যস্ত হয়ে গেছে । তারা একে অপরের সাথে আর সেই আগের মত গল্প গুজব করার সময় পায় না। অনেক সময় পরিচিত লোক দেখলে ও না দেখার বান করে পাশ কেটে চলে যায়।

মানুষ বাবু ঐ মডান না কি যেন কয় সেটা হয়েছে। আমরা বাপু তেমন পডালেখা জানি না। বুঝি না মডান কি ? তবে নিত্য নতুন পোশাক পরিচ্ছেদ দেখি ছেলে মেয়েরা পরিধান করে। আগে গ্রামের মেয়েরা কত সুন্দর গ্র্যাম্য পোশাক পরিধান করত। এখন বাপু কেউ ছেলেদের মত ফুলপ্যানট পড়ে। কত কি যে দেখি বাপু। আমরা আবার কি বলব লোকেরা ভুল ধরবে। কিছু বলি না, চুপ করে থাকি আর মাঝে মাঝে এই পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান দেখে বলি কি কলির যুগ- ই এলে গ্রামে। এগুলো বাপু শহরে মানায় কিনতু গ্রামে দৃষ্টকটু মনে হয়। বাপু তুমি তে আর গ্রামে থাক না, খোঁজ খবর ও রাখো না। বাপু আগে দেখতাম গ্রামের মায়েরা শাড়ি পরিধান করে বাইরে বের হলে মাথায় কাপড় দিয়ে ঘুমটা দিয়ে যেত । এ যুগে তারা শাড়ি পরিধান করা একেবারেই কমা দিছে।মায়েরা শহরের মায়েদের মত থ্রি পিচ পড়ে, ম্যাকসি পড়ে । বাপু আরো কত কি পরিধান করে আমি সব কিছুর নাম জানি না। আগে আমরা তপন পড়ে সকুলে যেতাম আর এখন ছেলেমেয়েরা শহরের মত সবাই এক ড্রেস পরিধান করে সকুলে যায়। কটন কাকা তপন কি? হারে বাপু রে এই জন্য তো বলি আমরা অশিক্ষিত মানুষ আমাদের ভুল হয় বেশি। শিক্ষিত লোকেরা যেটা লুঙগি বলে। আগে প্রত্যেকদিন তোমার চাচি গরম ভাত আর গরম তরকারী রান্না করত তা খেয়ে কি মজা পেতাম। বাপু এখন বাড়িতে একটা ফ্রিজ কিনেছে। বলে আর কষট করে প্রত্যেকদিন রান্না করব না, তরকারী রান্না করে ফ্রিজে রাখে আর ভাত রান্না করে , মাঝে মাঝে আবার ফ্রিজ থেকে বের করে খেতে দেয়। বাপু এগুলো শুনেছি শহরের মানুষ বেশি করে। আর সেই শহরের পরিবেশ গ্রামে চলে এসেছে । বাপু গ্রাম আর শহরের মধ্যে প্রাথক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তোমার চাচি টিউবয়েল থেকে পানি তুলে দিত কত আরাম করে গোসল করতাম আর এখন সুইচ টিপ মারলে টপ টপ করে কোথায় থেকে পানি চলে আসে। সেই পানিতে গোসল করি।

গ্রামে আগে কত বড় বড় তালগাছ ছিল , সেই তালগাছে কত বাবুই পাখি বাসা বানাত, কত তাল খাওয়া হত, কত তালগাছের পাতা দিয়ে হাত পাখা বানানো হত, কত গাছপালা বন জঙ্গলে ভরা ছিল সেগুলো কেটে ফেলা দিয়ে শহরের মত বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করছে । পাখি গুলোর কিচির মিচির শব্দে ঘুম ভাঙত, কি সুন্দর মুক্ত বাতাস গায়ে এসে লাগত। গ্রাম আর শহরের মধ্যে তেমন প্রাথক্য নাই। গ্রামের রাস্তা ঘাট আগে ছিল কাঁচা। বৃষ্টি হলে পানি জমে কাঁদা হয়ে যেত।এখন গ্রামের রাস্তাঘাট শহরের মত পাকা। লোকেরা এখন আর পায়ে হেঁটে অনেক দূরে যায় না। তারা শহরের মত রিক্সা ও গাড়িতে চলাফেরা করে। শহরের মত গ্রামের লোকেরা হাতে হাতে ফোন ব্যবহার করে। এক পরিবারে চারজন সদস্য থাকলে ফোন ও আছে চারটা। শহরের মত গ্রামের ছেলে মেয়েরা ঘরে বসে কাটুন দেখে। এখন গ্রামের বাচ্চারা শহরের বাচ্চাদের মত সময় পেলেই টিভির সামনে বসে। গ্রাম শহর হয়ে গেছে বাপু।

আগে গ্রামের বাড়িতে চুড়ি মালা বিক্রি করার জন্য কত দোকান আসত, বালতি তে করে ছুনু বিক্রি করত, আটালি মাটি দিয়ে মাথা আর তিতপোললার খোসা দিয়ে গা ঘোষত। সোটা দিয়ে জামাকাপড় পরিস্কার করত, মাটির পাতিলে ভাত রান্না করত। আর মাটির সানকিতে খাওয়া দাওয়া করত।গ্রামে কুপোবাতি , চেরাক ও হারিকেল ছিল। বাপু গ্রাম যথেষ্ট পরিবতন হয়েছে। গ্রামের লোকেরা কসকো সাবান দিয়ে গোসল করে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে সাবানের গনধ নাকে ভেঁসে আসে। গ্রামের মেয়েরা ও পারফিউম মেখে কোথায় ও বেড়াতে যায়। গ্রামে নতুন বছর পালন করে। রাতে মাঝে মাঝে আঁতশবাজি করে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শহরের ছেলেমেয়েদের মত বিশ্ব বিদ্যালয়ে পড়ে । বাপু জান তোমার টগা কাকার ছেলে গ্রাম থেকে যেয়ে ও বুয়েটে চাঙচ পেয়েছে। গ্রামের ঐ মোমিন পাড়া হাইসকুলের সব ছাএরা শহরের স্কুলের মত এ প্লাস পায়।

আগে গ্রামে কুমারেরা মাটি পাতিলের জিনিস বিক্রি করতে আসত, শিকারিরা ফাঁদ পেতে ঘুঘু ধরতে আসত, রাস্তার উপর দুহি গান পাল্লাপালটি করে গাওয়া হত। কত বাদিনিরা মাথায় করে কতকিছু যে গ্রামে এনে বিক্রি করত। রশিনিরা রস বাদ খসাত, গেয়ালেরা গৌ গৌ করে এসে গরুর ব্যায়া খুলত। সাপুড়িরা এসে সাপ খেলা দেখাত । কুতকুত খেলা, বউচি খেলা , গোললাচুট খেলা, কানা মাছি ভো ভো, মজার খেলা বৌ ছি, হাডুডু কত রকমের খেলা গ্রামে ছিল। আধুনিক সভ্যতার ছুয়া পেয়ে সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে । গ্রাম শহরে পরিনত হয়েছে। শহরের সাথে গ্রামের প্রাথক্য কমে গেছে।

গ্রামের লোকের মধ্যে কত আন্তরিকতা ছিল। একে অপরের বিপদে আপদে পাশে এসে দাঁড়াত, এখন কেউ খগেন কাকার পাটির লোক কেউ নগেন কাকার পাটির লোক। নগেন কাকার সাথে খগেন কাকা কথা বলে না, খগেন কাকার সাথে নগেন কাকার কথা চলে না। খগেন কাকা হুংকার দেয় বাঘের মত আর নগেন কাকা হুংকার দেয় সিংহের মত। গ্রাম হয়ে গেছে কলুষিত। এক গ্রামের লোকের সাথে আর এক গ্রামের লোকের ঝগড়া হয়। মারামারি হয়ে খুন খারাপি পর্যন্ত ঘটে। পুলিশ এসে ভরে যায় লোকেরা ভয়ে ভয়ে পালায়।শহরের মত মানুষ একে অপরের সাথে কথা বলে না । একজন এক তালা বিল্ডিং করলে আর একজন দু তালা বিল্ডিং করে। শহরের লোকের মত কোট টাই পরিধান করে গলডিপ সিগারেট টানতে টানতে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করে। ছেলেমেয়েরা শহরের ছেলে মেয়ের মত স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে । শহরের সবকিছু রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রামে ঢুকে পড়েছে । গ্রাম আর শহরের মধ্যে প্রাথক্যটা কমে যাচ্ছে ।

শহরের লোকের মত গ্রামের লোকেরা বড় বড় ফ্রিজ কিনে। কোরবানির সময় কোরবানি দিয়ে মাংস শহরের লোকের মত ফ্রিজে ও রাখে। শহরের মত বাড়ি ঘর তালা দিয়ে রাখে। বাড়ি ঘর থাকে নিশ্চুপ । ভিক্ষুক বেলে কল করলে শহরের লোকের মত মাঝে মাঝে বলে মাফ কর। শহরের মত এখন গ্রামে ও অনেক লোক মুরগী , মাছ ও সবজি বিক্রি করতে নিয়ে আসে। সেই গানের কথা মনে পড়ে গ্রামে মধ্যে শহরের ভাব দেখা যাচ্ছে ভাই রে। গ্রাম ভরে যাচ্ছে কালো ধুঁয়াতে। এখন গ্রাম আর শহরের মধ্যে পার্থক্য নাই বললে চলে।

গ্রামের অনুষ্ঠান গুলো গ্রামে না হয়ে চলে গেছে কমিউনিটি সেনটারে। শহরের মত গ্রামে ও বিউটি পাল্লার আছে। বিউটি পাললারে গিয়ে সেজে কাক হয় ময়ূর। কি মডান ইসটাইলে ছেলে মেয়েরা শহরের ছেলে মেয়ের মত চলাফেরা করে। শহরের সাথে গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাল মিলিয়ে চলে । শহর ও গ্রামের মধ্যে পার্থক্য দিন দিন কমে আসছে।

শহরের মত গ্রামে নিত্যনতুন কত মাকেট বসছে। ঈদে গ্রামের লোকেরা সেই মাকেটে গিয়ে বাজার করে। গ্রামের কিছু বাজার ঘাট ও শহরের মত অনেক রাত খেলা রাখে। গ্রামে ও অনেক মাছের বাজার আছে। লোকজন তাদের সুবিধা মত গিয়ে মাছ কিনে আনে।

গ্রামে ও শহরের মত কোচিং সেন্টার আছে। শহরের মত গ্রামে ও এখন ভাল কলেজ মেলে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে পিছে নাই। কত মুভি গ্রামের ছেলেরা শহরের

ছেলেদের মত দেখে। শহরের মত গ্রামে ও জন্ম দিন পালন করা হয় কেকে কেটে। গ্রামে ও শহরের মত গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান হয়। গ্রাম আর শহরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শহরে যেমন টিভি সেটের সামনে বসে দেশ ও বিদেশে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা দেখে গ্রামের লোকেরা ও দেখে। শহরে যেমন আজেনটিনা. ব্র্যাজিলের ও অন্যান্য দেশের পতাকা ঝুলে রাখে গ্রামে ও তেমনি ঝুলে রাখে। শহরে যেমন পক্ষে বা বিপক্ষে সাপেটার থাকে গ্রামে ও থাকে। গ্রাম ও শহর একেবারে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

অন্যরা কেন আমাদের এড়িয়ে চলে

এইচ বি রিতা

যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রেই এমন একটা সময় আসতে পারে, যখন আপনি লক্ষ্য করবেন যে, আপনার কাছের, পরিচিত বা প্রিয়, পছন্দের মানুষটি আপনাকে ইগ্নোর করতে শুরু করেছে। তখন আপনি আহত হবেন, মনে মনে কষ্ট পাবেন। আপনি ভেবে পাবেন না কেন তিনি আপনাকে ইগ্নোর করছে। হয়তো আপনি তখন অন্যদের কাছে নিজের দুঃখ বা যন্ত্রণার কথা শেয়ার করবেন, এবং সেটা করতে গিয়ে কোন না কোন ভাবে আপনি অপরপক্ষের প্রতিই দোষটা চাপিয়ে দিবেন। কিন্তু মূলত, সম্পর্কের গড়মিলটা কোথায়, তা আপনি ভাববেন না। আর এটাই হিউম্যান ন্যাচার।

লোকেরা আপনাকে ইগ্নোর করার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে একটি হলো-যখন তারা আপনার চাহিদা, আগ্রহ এবং অগ্রাধিকারের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে না। আপনার চিন্তা ভাবনা, কার্যক্রম, স্বভাব, ইচ্ছার সাথে যখন অন্যের মিল হবেনা, তখন আপনি ইগ্নোরড্ হবেন।

যেমন ধরুন, আপনি একজন ডাক্তার। কিন্তু আপনি এমন এক জনসমাবেশে গিয়ে ভাইরাস ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে বক্তৃতা দিলেন, যেখানে কারো সাইনস নিয়ে কোন জ্ঞান বা ধারণা নেই। তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি তাদের প্রতি আগ্রহ হারাবেন। পরবর্তিতে আপনি আর তাদের সামনে কিছু বলতে চাইবেন না। তখন আপনার মধ্যে তাদেরকে এড়িয়ে চলার সম্ভাবনা চলে আসতে পারে। কিংবা বাকিরা আপনাকে যোগ্য সম্মানে রাখলেও আপনার গবেষণামূলক আলাপ এড়িয়ে যাবে। কারণ তারা আপনার ভাষ্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত নন।

লোকেরা আপনাকে ইগ্নোর করার আরেকটি প্রধান কারণ হলো-যখন আপনি অত্যধিক অভাবীমনা হবেন এবং কোন কিছু নিজ দখলে ধরে রাখতে চাইবেন। প্রতিটা মানুষ মুক্ত মিথস্ক্রিয়া পছন্দ করেন। ব্যক্তি বা সামাজিক প্রথা দ্বারা মানুষ বাধ্য হতে পছন্দ করে না। যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় যা দেওয়া হয়, তার চেয়ে বেশি প্রত্যাশিত হয়ে গেলে, বা জোরপূর্বক চাওয়াগুলো পূরণ করতে বাধ্য করা হলে, সম্পর্কগুলো বিরক্তিতে পরিণত হয় এবং সেখানেই অপর পক্ষ থেকে ইগ্নোরেন্স শুরু হয়। আপনি যদি কারো কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট স্তরের মনোযোগ আশা করেন, সময় আশা করেন, আপনি যা ভাবছেন, বলছেন বা করছেন, তাতে সর্বাবস্থায় অন্যকে সমর্থন করতে বাধ্য করেন, তখন উক্ত ব্যক্তি আপনার থেকে দূরে সরে যেতে পারে। কেননা, প্রতিটা মানুষ মুক্ত থাকতে পছন্দ করেন, কারো নিয়ন্ত্রণে নয়। আপনার এই নিয়ন্ত্রণমূলক প্রত্যাশা ব্যক্তির কাছে দাসত্ব মনে হতে পারে। সেই সাথে আমাদের অতিমাত্রিক অভাব, সমস্যামূলক ধারণা বা বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তিমূলক প্রকাশও- অন্যকে আপনার প্রতি অনিহা জন্মাতে সাহায্য করতে পারে।

কিছুক্ষেত্রে আপনার পরিচিত মানুষগুলো সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, তারা আর আপনার আশেপাশে থাকতে চান না। এই পরিস্থিতি বা সিদ্ধান্ত তৈরি হবার কারণ কি? খুঁজে বের করুন। ভেবে দেখুন, অপর পক্ষ আপনাকে কেন নিতে পারছে না! যদি সেটা আপনার সাফল্য বা ভালো কোন কাজের প্রেক্ষিতে হয়, তবে সেই ইগ্নোরেন্স এর সাথে আপনার প্রতি ব্যক্তির ঈর্শা ও আঘাতমূলক আচরণ যুক্ত থাকার সম্ভাবনা বেশি। সেটা হতে পারে মৌখিক, আড়ালে বা সাইলেন্ট ট্রিটমেন্টে। ইগ্নোর-আর সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট দুটো আলাদা জিনিস। কাউকে ইগ্নোর করা মানে তাকে নিজ ব্যক্তিজীবন থেকে বাতিল করে দেয়া। আর সাইলেন্ট ট্রিটমেন্ট হলো যেখানে ইগ্নোরেন্স থাকে, জোড়ালো প্রতিবাদ বা প্রতিশোধস্পৃহা থাকে।

অনেক সময় কেউ যদি আপনাকে অত্যধিক সমালোচনামূলক এবং বিচারমূলক মনে করেন, তখনো তারা আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে। আপনি একজন সমালোচক বা বিচারকমূলক ব্যক্তি হয়ে থাকলে, অবশ্যয়ই সেখানে আপনার নিজস্ব

বিনয় সব সময় সম্পর্ককে ধরে রাখে। কেউ আপনাকে এড়িয়ে চলার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে আরো একটি হতে পারে, যখন আপনি কখনই আপনার ভুলগুলি স্বীকার করবেন না। আপনি হয়তো প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ যার পাশে অন্যরা থাকতে চান।

কিছু বিশ্বাস, ধারনা, থাকবে। তবে সেটা যে সম্পূর্ণ সঠিক বা তথ্যভিত্তিক, সেটা আপনার কাছে মনে হলেও, অন্য ব্যক্তির কাছে তা মনে নাও হতে পারে। অনেকের কাছে আপনার বিচারমূলক মনোভাবকে ভণ্ডামি বা নিছক পাশবিক অহংবোধের একটি রূপ বলে মনে হতে পারে।

বিচার মৌলিকভাবে একটি দরকারী এবং মূল্যবান দক্ষতা।

কিছু বিচার সঠিক এবং সহায়ক হতে পারে, ঠিক যেমন একজন বণিককে তার মূল্য নির্ধারণের জন্য পণ্যের ওজন করতে হবে এবং একজন জুয়েলারকে অবশ্যই তার মূল্য নির্ধারণের জন্য একটি রত্নকে ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করতে হবে। তবে, ব্যক্তির সত্তাকে বিচার করার ক্ষেত্রে মতবিরোধ থাকবে। কেননা, আপনি যাকে যে দৃষ্টিতে বিচার করছেন, তিনি সেটার প্রাপ্য বা যোগ্য নাও হতে পারে।

আবার অত্যধিক সমালোচনামূলক হওয়া সাধারণত একটি একক প্রাথমিক উৎস থেকে উদ্ভূত হয়: অর্থাৎ তীব্র হতাশা এবং নিরাপত্তাহীনতা থেকেও কেউ অন্যকে সমালোচনা বা বিচার করতে পছন্দ করেন। আর এটাও হতে পারে লোকেরা আপনাকে এড়িয়ে চলার সবচেয়ে বড় কারণগুলির মধ্যে একটি।

বিনয় সব সময় সম্পর্ককে ধরে রাখে। কেউ আপনাকে এড়িয়ে চলার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে আরো একটি হতে পারে, যখন আপনি কখনই আপনার ভুলগুলি স্বীকার করবেন না। আপনি হয়তো প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী একজন মানুষ যার পাশে অন্যরা থাকতে চান। কিন্তু আপনি যখন ভুল করবেন এবং কখনই সেটা স্বীকার করবেন না, সেক্ষেত্রে বিষয়টা অন্যের কাছে অহংকারমূলক মনে হতে পারে। এমন অনেক লোক আছেন যারা আত্ম-সমালোচনা করেন এবং কোন ভুল করলে অন্যকে দুঃখিত বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। এমন লোকরা সব সময় অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আপনি যদি এমন একজন ব্যক্তি হোন, যিনি কখনও ভুল করলে বা অন্যকে আঘাত করলে ক্ষমা চান না এবং ক্রমাগত ভাবেন যে আপনিই নিখুঁত, সেক্ষেত্রে আপনার প্রতি অন্যরা বিরক্তি ও ক্লান্তবোধ করতে পারে। আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে।

অনেক সময় অসততা, অমানবিকতা, প্রতারণার কারণেও যদি কেউ আপনার উপর নির্ভর করতে না পারে, তখন আপনি উপেক্ষিত হতে পারেন। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা নৈতিকতা, মানবিকতার একটা মানদণ্ডে নিজেদের পরিচারণা করেন, এবং তারা ঠিক এমন কারো সাথেই মিশতে পছন্দ করেন। অবশ্যই, মানুষ ড্রামা কুইন পছন্দ করে না, তবে তারা এমন কাউকে চায় যে স্মরণীয় এবং তাদের উপর প্রভাব ফেলে।

লোকেরা আপনাকে উপেক্ষা করার আরেকটি কারণ হতে পারে, যখন আপনি তাদের জীবনধারা বা মূল্যবোধ, বিশ্বাস সম্পর্কে খারাপ ধারনা পোষণ করবেন এবং তাদের বোঝাবেন যে, তারা ভুল বা হাস্যকর। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি কারো চলাফেরা, চাকরি, ধর্মীয় বা সংস্কৃতিমূলক কাজগুলোকে পরিহাস করেন বা অযাচিত বলে উপেক্ষা করেন, তাহলেও লোকেরা আপনার প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে এবং আপনাকে এড়িয়ে চলতে পারে।

আপনাকে লোকদের ইগ্নোর করার একটি স্বাভাবিক কারণ হলো, যখন আপনি নিজ সাফল্য বা কৃতিত্বে তাদের ছাড়িয়ে যাবেন। অনেকেই অন্যের ভালো কিছুতে প্রশংসা জানাতে হিমশিম খান, গ্রহণ করতে দ্বিধায় পড়েন। তার মানে তারা আপনার অর্জন এখানে আপনাকে উপেক্ষিত হতে সাহায্য করছে। কাজেই, এক্ষেত্রে আপনার উচিৎ তাদেরকে এড়িয়ে যাওয়া। কারণ তারা কখনোই আপনার শুভাকাঙক্ষী নন।

আবার বোঝাপড়ার একটা ব্যাপার আছে, আপনার ভাবনাগুলোকে যখন অন্যরা বুঝতে পারবে না, সেক্ষেত্রেও আপনাকে তারা এড়িয়ে যেতে পারে।

মানুষ হল উপজাতীয় প্রাণী এবং আমরা যখন বর্জিত এবং উপেক্ষিত হই,তখন আমরা ভালভাবে কাজ করতে পারিনা, চিন্তা করতে পারিনা। তবে এটাও বোঝা দরকার, কেন আমি উপেক্ষিত? আমি কি সমস্যা তৈরি করছি কিংবা অন্যকে সরে যেতে সাহায্য করছি? যদি তা-ই হয় তবে সম্পর্ক ধরে রাখতে নিজের কিছু জিনিস পরিবর্তনে আনা দরকার। আর যদি উপেক্ষার বিষয়টা আপনার উন্নত কোন কাজ বা সাফল্যে অন্য দিক থেকে আসে ঈর্শাবশত, তবে সেটাও আপনি উপেক্ষা করতে পারেন। উপেক্ষার বিনিময়ে উপেক্ষা। তবে, যে কারণেই হোক, ব্যক্তি কখনো কারো দ্বারা উপেক্ষিত হতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এটা পীড়াদায়ক।

সামার সেল! সামার সেল!

সকল ধরণের বিমানের টিকিটে
বিশেষ ছাড়

Book Now

718-406-9745

অথবা ভিজিট করুন

www.globaltravelbd.com

আমরাই একমাত্র দিচ্ছি ২৪/৭ কাস্টমার সাপোর্ট

Emirates | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS

Global Tours & Travel

Dhaka, Bangladesh
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka- 1000

New York, USA
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372

RAHMAN
NATURAL FOOD INC

SALE 20% discount

এখানে মাছ, মাংস, তাজা সবজি পাওয়া যায়

80- 44 Jamaica ave.
Wood haven NY 11421
718-480-8214

MONEY TRANSFER
917-242-3263 Tipu

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ক্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামুল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নুন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

বৃহস্পতিবার, ২২ জুন ২০২৩

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী সিলেটের নতুন মেয়র

সিলেট অফিস

অনেকটা নিরুত্তাপ ভোটেই সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) নির্বাচনে জয় পেয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। এর মধ্য দিয়ে ১০ পর বছর নগর ভবনের নিয়ন্ত্রণ পেল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ।

সিলেট সিটি করপোরেশনের পঞ্চম নির্বাচনে ভোট হয়েছে গতকাল বুধবার। এতে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী লাঙ্গলের প্রার্থীকে ৬৯ হাজার ১২৯ ভোটে হারিয়ে বেসরকারিভাবে জয়ী হয়েছেন নৌকার প্রার্থী আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৯৯১ ভোট। আর লাঙ্গলের প্রার্থী পেলেন ৫০ হাজার ৮৬২ ভোট।

সিলেট সিটি করপোরেশন গঠিত হওয়ার পর প্রথম দুই মেয়াদে আওয়ামী লীগের বদরউদ্দিন আহমদ কামরান মেয়র ছিলেন। পরের দুই মেয়াদে ১০ বছর মেয়রের চেয়ারে বসেন বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী। ফলে এই সিটি করপোরেশনের পঞ্চম নির্বাচন ছিল আওয়ামী লীগের জন্য নগর ভবন পুনরুদ্ধারের লড়াই। কিন্তু বিএনপি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় সে লড়াইয়ে জেতা একেবারে সহজ হয়ে

যায় দলটির প্রার্থীর জন্য। গতকাল ভোটের দিন জাতীয় পার্টির মনোনীত মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম বাবুলের সমর্থকদের অবস্থান তেমন চোখে পড়েনি। ফলে অনেকটা নিরুত্তাপ ভোটেই জয় পেলেন আনোয়ারুজ্জামান।

আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী

কুমিল্লা বিভাগের দাবিতে মানববন্ধন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০ জুন মঙ্গলবার "কুমিল্লা নামেই বিভাগ চাই, এ ব্যাপারে আপোষ নাই" এই শ্লোগানে নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটি আহবানে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ জুন সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস নবান্ন'র সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক সারোয়ার খান বাবু, সদস্য সচিব সাংবাদিক এসএম সোলায়মান, প্রধান সমন্বয়ক মামুন মিয়াজী, যুগ্ন সমন্বয়ক মিয়া মোহাম্মদ দুলালসহ নিউইয়র্কে বসবাসকারী বৃহত্তর কুমিল্লার নেতৃবৃন্দ। মানববন্ধনে কুমিল্লাবাসী ছাড়াও দলমত নির্বিশেষে প্রবাসী বাংলাদেশীরা কুমিল্লা বিভাগের দাবীর আন্দোলনকে সমর্থন জানান।

২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের ডাইভার্সিটি প্লাজায় যুক্তরাষ্ট্রে কুমিল্লা বিভাগ বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, প্রবাসীদের ব্যাপক সাড়া

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রবাসীদের অর্থ সাহায্যে গড়ে উঠেছে সিলেটের বিয়ানীবাজার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল। মূলত যুক্তরাজ্য প্রবাসী বিয়ানীবাজেরের কিছু প্রবাসীদের উদ্যোগে ২০১৫ সালে এ মানবিক হাসপাতালটি চালু হয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে প্রবাসী উদ্যোক্তারা ছুটে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সংযোগ সভা ও তহবিল সংগ্রহ করছেন। বাংলাদেশে বেড়ে উঠা ক্যান্সার চিকিৎসা এবং এর প্রতিরোধের কার্যক্রমে নিউইয়র্ক সহ আমেরিকা প্রবাসীরা ব্যাপকভাবে এগিয়ে এসেছেন। প্রবাসীবহুল বিয়ানীবাজারবাসীর বিপুল সংখ্যক লোকজন নিউইয়র্ক ও আমেরিকার বিভিন্ন শহরে অবস্থান করছেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে এ অঞ্চলবাসীর ঐক্য সবসময় লক্ষণীয়।

১৮ জুন রোববার ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের সংযোগ সভা ও তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠান ছিল নিউইয়র্কের ওজন পার্কে। দেশী সিনিয়র সেন্টারে সমবেত হয়েছিলেন নিউইয়র্কের অগ্রসরজন। সভার শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত মরহুম আব্দুর রৌফ, আব্দুল গণি এবং আব্দুল হামিদকে।

মারুফ চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত চিকিৎসক মোহাম্মদ সাদুজ্জমান চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র জালালাবাদ অ্যাসোসিয়নের সভাপতি বদরুল হোসেন খান, হাজী শাসুল ইসলাম, মোহাম্মদ আব্দুস শফিক, ডাঃ মহীউদ্দীন, জামাল উদ্দীন, মঈনুস সামাদ চৌধুরী, সেকিল চৌধুরী, ডাঃ বাসিত আহমেদ, অধ্যাপক ডাঃ মাহফুজুর রহমান, ফরহাদ হোসেন টিপু, ডাঃ কবির মাহমুদ,মোহাম্মদ আব্দুল কাদের, মোহাম্মদ বদরুল হক, আব্দুল মানান, সারওয়ার হোসেন, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, শাহাব উদ্দিন, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, টাইম টিভির সিইও আবু তাহের প্রমুখ।

ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের প্রধান নির্বাহী এম শাহাব উদ্দিন বলেছেন প্রবাসীদের দেয়া প্রতিটি অনুদানের অর্থ প্রান্তিক দরিদ্র লোকজনের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল যুক্তরাজ্যে এবং বাংলাদেশে একটি অলাভজনক চিকিৎসা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত। যেকোন অনুদানদাতা বা আগ্রহীরা এ সংগঠনের স্বচ্ছতা নিরীক্ষণ করতে পারবেন।

ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের কার্যক্রম, এর ব্যাপ্তি এবং ভিবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে একটি তথ্যচিত্র দেখানও হয়।

সভায় উপস্থিত বিখ্যাত চিকিৎসকরা বাংলাদেশে ক্যান্সার চিকিৎসার প্রসার, সচেতনতার অভাব, আর্লি সনাক্ত করার সমস্যা নিয়ে কথা বলেন। তাঁরা প্রবাসীদের উদ্যোগে এমন মানবিক কার্যক্রমে ইতিমধ্যেই অনেকের নানাভাবে যুক্ত হওয়ার কথা জানান।

মুনা এর আয়োজনে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

১৮ জুন রোববার মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) নিউইয়র্ক নর্থ জোন এর আয়োজনে শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মুনা সেন্টার অফ জ্যামাইকা মিলনায়তনে।

চিন্তা , বিশ্বাস ও ইবাদতে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। মুসলমান জাতি মধ্যমপন্থা অর্থাৎ ভারসাম্য জীবন অবলম্বন করেন। ভারসাম্যতা জীবনের ভিত্তিকে মজবুত করে। মুনার দিনব্যাপি শিক্ষা বৈঠকে আলোচকবৃন্দ এসব কথা বলেন। শিক্ষা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জোন সভাপতি মো: রাশেদুজ্জামান। বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন, মুনার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশীদ, সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আব্দুল্লাহ আল আরিফ। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মজলিশে শুরা সদস্য ডা: আতাউল গণী ওসমানী। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জোনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোয়াহা আমিন খান। আলোচকবৃন্দ বলেন, হযরত মোহাম্মদ (সা:) আল্লাহর শেষ নবী। তারপর আর কোন নবী-রাসুল পৃথিবীতে আসবে না। তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম।

ইসলাম ধর্মকে আল্লাহ তা'য়ালা সকল ধর্মের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। ইসলামের মৌলিক সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা প্রত্যেকটা ঈমানদারের নৈতিক দায়িত্ব। বর্তমান সমাজে দ্বীনি কাজ সম্প্রসারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান আর কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জনের দিকে বিশেষ নজর রাখার তাগিদ দেন আলোচকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন নিউইয়র্ক নর্থ জোন কর্মপরিষদ সদস্য দিদারুল আলম, দেলোয়ার মজুমদার, মমিনুল ইসলাম মজুমদার, মঞ্জুর আহমেদ, এডভোকেট আবুল হাশেম, সামছুল আলম, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

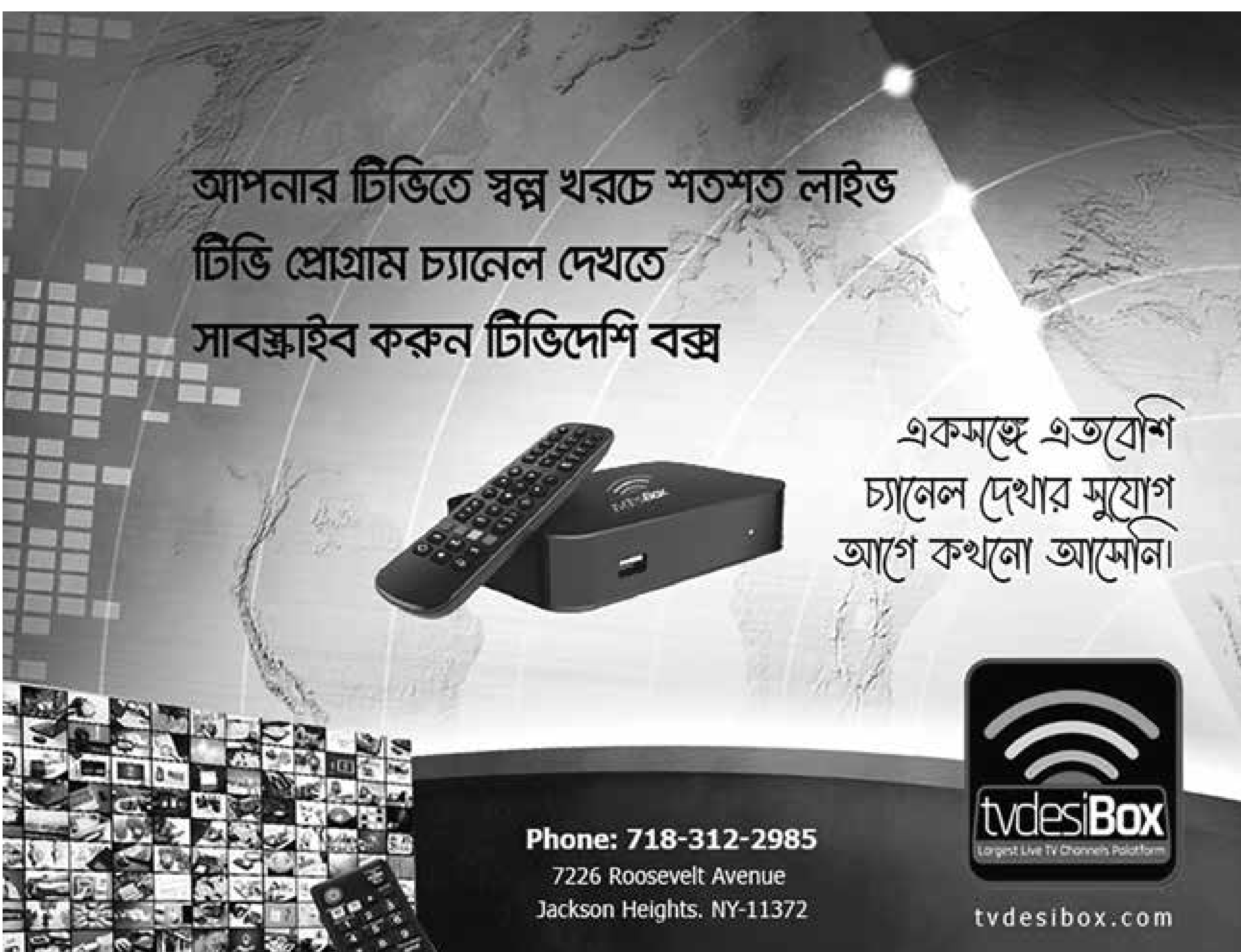

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সহ সভাপতি ইফজাল আহমেদ চৌধুরী সিলেট জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ১৫ জুন বুধবার রাতে জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানী হাউজের পার্টি হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ারের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানির পরিচালনায় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে সভামঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা রানা ফেরদৌস চৌধুরী, ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গনি, উপদেষ্টা যথাক্রমে রেজাউল করিম চৌধুরী, ডা. টমাস দুলু রায়, অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম ও অধ্যাপক শাহাদৎ হোসাইন, সহ সভাপতি এএফ মিসবাহউজ্জামান, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার আহসান হাবিব, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান শেফাজ, ফ্রেন্ডস সোসাইটির বাংলা স্কুলের সাবেক সভাপতি আমিনুল ইসলাম চুন্নু এবং কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রাব্বী সৈয়দ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক হককথা সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সহ সভাপতি শাহীন কামালী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল ফাত্তাহ, সমাজসেবক খলিলুর রহমান, আব্দুল মুক্তাদির, আব্দুল হক, নওশাদ হায়দার, নুর উদ্দিন প্রমুখ। সভায় অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অনান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, সংগঠনের কর্মকর্তা এনায়েত মুন্সি, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট শেখ ইলিয়াস হাবিব ও মোঃ তুহিন সহ আরো অনেকে।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এরপর সংবর্ধিত ইফজাল আহমেদ চৌধুরীকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়। এসময় জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক উপদেষ্টা ভিপি জহির মোল্লা প্রবাসী বাংলাদেশীদের আমব্রেলা সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় ফুল দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান সংগঠনের কর্মকর্তা সহ অতিথিবৃন্দ এবং কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ সোসাইটির প্রচার সম্পাদক ও ফ্রেন্ডস সোসাইটির সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদকেও ফুলের তোড়া দিয়ে অভিনন্দন জানানো হয়।

সভায় বক্তারা বলেন, সংবর্ধিত ইফজাল আহমেদ চৌধুরী কমিউনিটির পরিচিত মুখ এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির সেবা দিয়ে আসছেন।

সাংবাদিক নাদিম হত্যায় শাস্তির দাবীতে প্রতিবাদ

মিশিগান

পার্থ সারথী দেব

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে সাংবাদিক নাদিম হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের দাবীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ওয়ারেন সিটির একটি রেষ্টুরেন্টে গতকাল ১৮ জুন রোববার বিকেলে সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান ও গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবীতে প্রতিবাদ সভা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাব অব ইউএসএ ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাব অব ইউএসএ'র সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিমের স্মরণে সভায় এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক পার্থ সারথী দেব, শফিক রহমান, ফারজানা চৌধূরী, জুয়েল খান, ফয়সল আহমদ মুন্না, মাহমুদুল হক লিটু, আবুল হাসনাত, এ এস কুটি, হারান কান্দি সেন ও সঞ্জয় দেব। সভাপতি হেলাল উদ্দিন রানা বলেন, নাদিম হত্যাকারীদের এমন শাস্তি দেয়া হোক যাতে কেউ ভবিষ্যতে সাংবাদিকদের উপর হামলা করতে ভয় পায়। সাধারণ সম্পাদক ইকবাল ফেরদৌস গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবী জানান। প্রতিবাদসভায় বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Tax & Immigration Services

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Mortgage
- Notary

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application Affidavit of Support & all forms available

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses mortgage services

IRS e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

দীর্ঘ ১০ বছরের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায়

সকল ধরনের ইনস্যুরেন্সের জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার গাড়ি বাড়ি ব্যবসা ও TLC ইন্সুরেন্সের জন্য আমাদের প্রফেশনালদের সহায়তা নিন

Low Down Payment
No Extra Fee
6 Hours DDC Classs

Experienced
Tax Professional
IRS e-file
IRS Authorized e-file Provider

Auto Home Business & TLC Insurance
TDS Insurance Brokerage Corp.
BROOKLYN
118 Beverley Road, Brooklyn, NY 11218
Phone: 718-483-9310, Fax: 718-483-9311
Email: team@tdsinsurance.com

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে সিপিএ'র মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

TAX FILING 2023
WE DO ALL TYPES OF TAXES

CONTACT

KALIANNA LAKSHMANAN,CPA,PC
7232 BROADWAY,SUITE 306
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Phone: 347-279-6001, 646 4818369
Fax: 718-799-9181
Email: lakashmanan@kali-cpa.com

আবু জামান
ম্যানেজার
Tel: 6462844776

KALIANNA LAKSHMANAN
CPA,PC
Tel: 347-279-6001

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত কিন্তে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে দেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপ্লেক্স এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভেলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.

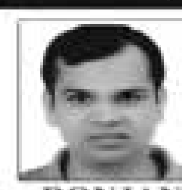

RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

MITU DISABILITY CENTER
- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটুর ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, দাঁতের ব্যাথা, অবশ হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইটিকা জনিত ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com

বাড়ি ক্রয়ে ২৫% ডাউন পেমেন্ট দিলে নো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক

- রেন্টাল
- প্রপার্টি কেনা-বেচা, শর্ট সেল-নেগোসিয়েশন কেনাবেচার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ
- অকশন-সিটি হাড (HUD) ব্যাংক
- মর্টগেজ ব্যবস্থা
- রি-ফাইন্যান্সসহ যাবতীয় সহযোগিতার জন্য কথা বলুন

Please call or text
646 284 4776
Abu Zaman
Licensed Real Estate Salesperson
abuzaman45@hotmail.com

Silver & Gold Realty

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সূযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সূযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

Captor USA, Inc.
Franchise & Business Consulting Firm
37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New addres 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

হটলাইন: +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশনের পুনর্মিলনী

উত্তর আমেরিকা অফিস

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এলামনাই এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা(MMCAANA) এর বার্ষিক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান। ১৬ ও ১৭ জুন শুক্রবার এবং শনিবার নিউইয়র্কের লাগর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে এ অনুষ্ঠান অনুষ্টিত হয়। দুদিনব্যাপী এই আয়োজনে নর্থ আমেরিকায় অবস্থানরত এবং বিশ্বের অনেক দেশ থেকে আগত ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রায় দেড়শ চিকিৎসক (যারা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বর্তমানে আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত আছেন) অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডা: মইন আহমেদ তপু ও ডা: মোবাশ্বেরা রাশি। তিনটি পর্বে বিভক্ত এই সম্মেলনের শুরুতে প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও সহকর্মী ডা: ইমতিয়াজ মাহমুদ, ডা: সিনহা মনসুর, ডা: রেজা চৌধুরী ও ডা: শিরিন এর আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে স্মৃতিচারনমুলক বক্তব্য রাখেন MMCAANA এর প্রেসিডেন্ট ডা: এম আলম টুকু, সাধারণ সম্পাদক ডা: তানভীর হোসেন কেনেডি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা: নিবরাস পারভীন রুমা, ডা: হাবিবুল রুবেল, ডা:বেলায়েত হোসেন জন, ডা: আহমেদ নেওয়াজ খান সেলাল এবং ডা: এম এহিয়া লোদী। MMCAANA এর পক্ষ থেকে নিউরোলজিকাল সায়েন্সে অসামান্য অবদানের জন্য অধ্যাপক ডা: এম এহিয়া লোদীকে বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে হাডসন নদীতে একটি মনোমুগ্ধকর নৌবিহার এর আয়োজন করা হয়। এতে MMCAANA এর উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শেষ পর্বে ডা: সাবিনা আহমেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এতে গান, আবৃত্তি ও গীতিআলেখ্যে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও তাদের

পরিবারের সদস্যরা। গীতি আলেখ্য উপস্থাপন করেন ডা: এন, নাসরীন চাঁদনী ও ডা: মোবাশ্বেরা রাশি। গান পরিবেশন করেন ডা: শরীফা দিনারা, ডা: সিরাজুম মুনিরা, ডা: সাবর্ণা দাস, ডা: সুরাইয়া জাহান শীলা, ডা: এম রহমান লিপন, ডা: নাসরীন খান মীনু, ডা: সাবিনা আহমেদ, মা: দীপ্ত, মা: সামীর, সেহরিস এবং প্রয়াত ডা: রেজা চৌধুরীর স্ত্রী মিলাদূন এ্যানী। বিভিন্ন জনপ্রিয় গান গেয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন সুদূর ক্যালিফর্নিয়া থেকে আগত অতিথি শিল্পী সাদিয়া রহমতুল্লাহ এবং নিউইয়র্কের কৃষ্ণা তিথি খান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি অভিক্ষেপণে সহযোগিতা করেন ডা: নীরু নাহার। কবিতা আবৃত্তি করেন ডা: নিবরাস পারভীন রুমা। আয়োজকদের পক্ষ থেকে সম্মেলনকে সফল ও সার্থক করে তোলার জন্য MMCAANA এর সকল সদস্য ও উপস্থিত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানো হয়।

ধর্মীয় মর্যাদায় উদযাপিত হল সাধু আন্তনীর পর্ব

সুবীর কাস্মীর পেরেরা

নয় দিন নভেনা (সাধু অন্তনীর পর্বের প্রস্তুতি খ্রীষ্টযাগ) শেষে ১৮ জুন রোববার মেরিল্যান্ডের সেন্ট ক্যামিলাস ক্যাথলিক গির্জায় উদযাপিত হল লিসবনের সাধু অন্তনীর পর্ব। মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, দেলওয়ার, পেনসিলভেনিয়া ও নিউ থেকে সহস্রাধিক আন্তনী ভক্ত বিশেষ খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় বাংলা চার্চ কমিটি'র আয়োজনে ৫ম সাধু আন্তনীর পর্বে মূল পৌরোহিত্য করেন চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি এবং সহযোগী ছিলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, ফাদার এলিয়াস পালমা, সিএসসি ও স্থানীয় পালপুরোহিত ফাদার ব্রায়েন জর্ডান, ওএফএম । নয় দিনের নভেনা পরিচালনা করেন ফাদার এলিয়াস পালমা, সিএসসি। খ্রীষ্টযাগের শুরুতে সাধু আন্তনীর মূর্তি নিয়ে

শোভাযাত্রার মাধ্যমে গির্জায় প্রবেশ করেন আন্তনীভক্তগণ। এ সময় বাংলা ক্যোয়ার দল কীর্তন পরিবেশন করেন।

খ্রীষ্টযাগের শুরুতে বাংলা চার্চ কমিটির পক্ষে শুভেচ্ছা জানায় প্রভাতী সিসিলিয়া রোজারিও ও ক্লারা মলি রোজারিও। পর্বকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন কার্মেল পান্না রোজারিও। বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন জনি জন গমেজ। উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার, সিএসসি বলেন, সাধু আন্তনীর ভক্তদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। কারণ সাধু আন্তনী সুদূর পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে খ্রীষ্টের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে মরক্ক যাত্রাকালে ইতালির পাদুয়াতে নোঙ্গর করেন এবং সেখানে ধর্ম প্রচার করেন।

জ্যাকসন হাইটসে যাত্রা করেছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এণ্ড টেক

উত্তর আমেরিকা অফিস

জ্যাকসন হাইটস এ (৭২-৩০ রুজভেল্ট এভিনিউ) আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা করেছে বহুমুখি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এণ্ড টেক। ৯ জুন শুক্রবার বাদ জুম্মাহ ওই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রিয় ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও পিপল ইউনাইটেড ফর প্রোগ্রেস এর প্রেসিডেন্ট আবু জাফর মাহমুদ। বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এণ্ড টেক এর অংশীদার জ্যাকসন হাইটসে বসবাসকারী আবুল কাশেম, শেখ নোমান পলাশ, রফিকুল হাসান রাফি, মোহাম্মদ চিশতি। তারা বলেছেন, বাংলাদেশি কমিউনিটির মানসম্পন্ন সেবা দিতেই গড়েছেন এই প্রতিষ্ঠানটি।ইসলামীক টেলিভিশন ও চ্যানেল সেভেন এইট সিক্স এর কর্মধ্যক্ষ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় আবু জাফর মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশি

কমিউনিটির জন্য তাদের মন, ভাষা ও চাহিদা বুঝে সঠিক সেবা দেবার উদ্যোগটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এণ্ড টেক এর উদ্যোক্তারা যে অঙ্গিকার করেছেন তা বাস্তবায়ন হলে আমাদের স্বজনেরা অনেক মানসম্পন্ন সেবা পাবেন। এটিই হয়ে উঠবে দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্ত।উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বিসমিল্লাহ ট্রাভেলস এণ্ড টেক এ থাকবে ট্রাভেল এজেন্সি, সেলফোন মেরামত এবং বিক্রয়, মানি এক্সচেঞ্জ, কার্গো প্যাকেজিং ইউপিএস, ফেডেক্স, ডিএইচএল এবং বাংলাদেশে পণ্য আনা নেয়ার ডোর টু ডোর সার্ভিস। ওমরাহর জন্য এখানে থাকবে বিশেষ অফার। পরে এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ডিজিটাল প্রিন্টিং ইউনিট ও ক্যাটারিং যুক্ত হবে।

১ জুলাই নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে 'কনসার্ট ফর দ্য অপ্টিমিস্টস'

নিউ ইয়র্ক

ইমা এলিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে এই প্রথম নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সঙ্গীতানুষ্ঠান 'কনসার্ট ফর দ্য অপ্টিমিষ্টস। আগামী ১ জুলাই শনিবার জামাইকার ওয়েক্সফোর্ড ট্যারেসের মেরি লুইস অ্যাকাডেমির মিলনায়তনে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা ছাড়াও গাইবেন দেশ বিদেশের জনপ্রিয় গায়ক, সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও প্রযোজক ফুয়াদ আল মুকতাদির।

সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকে সংগৃহীত অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের দানশীল সংস্থা 'দ্য অপ্টিমিষ্টস'-এর তহবিলে প্রদান করা হবে বলে জানান আয়োজক রাহাত মুকতাদির। তিনি বলেন, নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠিতব্য উক্ত অনুষ্ঠানে কোন প্রবেশ মূল্য নেই। তবে কেউ উৎসাহী হয়ে কেউ কিছু দান করলে সেই অর্থ আমরা দানশীল সংস্থা 'দ্য অপ্টিমিষ্টসের তহবিলে জমা করবো। গতানুগতিক নয় ব্যতিক্রমী এ অনুষ্ঠানে আসার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এবারে নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের তালিকায় রয়েছেন প্রিয়াংবদা ব্যানার্জি, সোনিয়া লাক্মিন লাবনি, রুদাবা, রানান, জোনাথন ও জাস্টিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষন হিসেবে থাকবে এ সময়ের জনপ্রিয় সুরকার, সঙ্গীত পরিচালক ও প্রযোজক ফুয়াদ আল মুকতাদির ও তার ব্যান্ড দল ফুয়াদ আন্ড ফ্রেন্ডস। শিল্পীদের যন্ত্রসঙ্গীতে সঙ্গত করবেন নিউ ইয়র্কের জনপ্রিয় 'মাটি ব্যান্ড'।

ফুয়াদ ১৯৮৮ সালে আট বছর বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চলে আসেন। যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর একটি জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হন। তিনি সবসময় সঙ্গীত নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অবশেষে ১৯৯৩ সালে মধু, হিমেল, শুমন এবং ফ্রেডকে সাথে নিয়ে তিনি একটি ব্যান্ড দল 'যেফির গঠন করেন। ১৯৯৯ সালে ব্যান্ড

ভেঙে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা অনেকগুলো গান রেকর্ড করেন। তারা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের বাংলাদেশি বসবাসকারীদের জন্য দুইটি এলবাম মায়া ১ এবং মায়া ২ বের করেন।

ফুয়াদ জনপ্রিয়তা লাভ করেন তার সঙ্গীতায়জনে মিলার কন্ঠে বাপুরাম সাপুরে এবং রুপবানে নাচে কোমর দোলাইয়া গানে। এছাড়াও ওয়ার্ল্ড কাপ টি-২০ থিম সং 'চার ছক্কা হই হই' গানেও তিনি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

যেফির ব্যান্ড ছেড়ে আসার তার প্রথম রেকর্ড হল 'রি-এভুলেশন।। অবস্কুর ব্যান্ডের কীবোর্ড বাদক সোহলে আজিজের সহায়তায় এই এলবামটি বের হয়। এই এলবামটিতে প্রধান গায়ক ও গৌণ গায়কের গাওয়া ১৪ টি গান অন্তর্ভুক্ত আছে। এই এলবামে আসল গানের পাশাপাশি একই গানের রিমিক্স গান অন্তর্ভুক্ত আছে। লিটুর 'সিলতি' অনীলা নাজ চৌধুরীর 'ঝিলমিল', আমরিন মুসার 'ভ্রমর কইয়ো' এবং 'মন চাইলে মন' এর রি-মিক্সড গান এই এলবামে অন্তর্ভুক্ত আছে। ফুয়াদের পরিবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত ব্যবসায় জড়িত। ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ফুয়াদ মায়াকে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রী মায়া, কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজকর্ম বিষয়ে স্নাতক। ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তে এই দম্পতির কন্যা আজালিয়া এবং ২০২১ সালে ছেলে জেন জন্মগ্রহণ করে্ন। বর্তমানে ফুয়াদ লিস অ্যাঞ্জেলেসে বসবাস করছেন। সেখানে তার ব্লাক বক্স স্টুডিও পরিচালনা করছেন।

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষক ইউনিয়ন এবং অ্যাডামস প্রশাসনের চুক্তি

এইচ বি রিতা

নিউইয়র্ক সিটি, শিক্ষক ইউনিয়নের সাথে একটি পাঁচ বছরের অস্থায়ী চুক্তিতে সাক্ষর করেছে। এরমধ্যে রয়েছে বার্ষিক বৃদ্ধি, ভার্চুয়াল শিক্ষার সুযোগ প্রসারিত করা এবং নির্দিষ্ট কর্মচারীদের জন্য রিমোট কাজের অনুমতি রয়েছে। মেয়র এরিক অ্যাডামস মঙ্গলবার এ ঘোষণা দেন।

ইউনাইটেড ফেডারেশন অফ টিচার্সের ১ লাখ ১৫ হাজার ফুলটাইম এবং ৫ হাজার খণ্ডকালীন শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের জন্য অস্থায়ী চুক্তির মধ্যে রয়েছে, প্রথম তিন বছরের জন্য ৩ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি, চতুর্থ বছরে ৩.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পঞ্চম বছরে৩.৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি। বছর পুরো চুক্তির জন্য শহরটির খরচ হবে ৬.৪ বিলিয়ন।

নতুন শিক্ষকদের বেতন শুরু হবে $৬১,০৭০ থেকে $৭২,৩৪৯ হবে। পাঁচ বছরে, সবচেয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকরা $১৫১,২৭১ উপার্জন করবেন। চুক্তিতে শিক্ষকদের ১ লাখ বেতনে পৌঁছাতে যে সময় লাগে, তা অর্ধেক কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে- অর্থাৎ ১৫ থেকে ৮বছর।

এই চুক্তিতে প্রথমবারের মতো বার্ষিক বোনাস রয়েছে শিক্ষা বিভাগের কর্মীদের জন্য, যা ২০২৬ সালে $১০০০ এ বৃদ্ধি পাবে। চুক্তিটি পূর্ববর্তি ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২২ থেকে ২৮ নভেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত চলবে। মজুরি বৃদ্ধি 'ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ৩৭'-এর সাথেফেব্রুয়ারির চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত বৃদ্ধির প্যাটার্ন অনুসরারে ক্যাফেটেরিয়া কর্মী, অভিভাবক সমন্বয়কারী এবং ক্রসিং গার্ডও রয়েছে। চুক্তিটি একটি পাইলট রিমোট লার্নিং প্রজেক্টকে প্রসারিত করবে যা ছোট স্কুলগুলিকে ভার্চুয়াল কোর্স অফার করে। যেমন- -এপি কেমিস্ট্রি(AP Chemistry) যা তারা কর্মী সমস্যার কারণে পারেনি। এই বছর, প্রোগ্রামটি বৃদ্ধির জন্য ফেডারেল তহবিল ব্যবহার করা হচ্ছে। ৫৪টি স্কুল প্রায় ১,৫০০ শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছেছে, এর বাইরে ২৩টি আলাদা অনলাইন কোর্স রয়েছে।

TRIBUNE TRAINING ACADEMY
29-28 41st Avenue, Suite 48, Queens, NY 11101
Office: (718) 790 - 2664 Cell: (917) 330 - 0891
- OSHA OUTREACH TRAINING
- SECURITY GUARD TRAINING
- WORK-ZONE FLAGGER TRAINING
- LIFT TRUCK / FORKLIFT TRAINING
- FIRST AID, CPR & AED TRAINING
- DEFENSIVE DRIVING
- RESUME BUILDING
- JOB SEEKING
DCJS Approved
OSHA Authorized Training
MD NOMAN
DIRECTOR OF SCHOOL
বিস্তারিত জানতে আজই কল করুন
আপনি কি বেকার? আপনি ভাল চাকরি খুজছেন?
তাহলে নিম্নোক্ত ট্রেনিং এর মাধ্যমে নিজেকে তৈরী করুন, উজ্জল ভবিষ্যত গড়ুন।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226
ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations

ঐক্য
প্রতিটি জাতির ঐতিহ্য আছে
সকল বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল
একসাথে আমরা আরো শক্তিশালী
VOTE FOR
Rubaiya
★★ CITY COUNCIL DISTRICT 23 ★★
VOTE ON JUNE 27
PAID FOR BY RUBAIYA FOR NYC

ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত হোক আপনার জীবন
পবিত্র ঈদুল আযহা বয়ে আনুক আপনার
জীবনে সুখ সমৃদ্ধি ও অনাবিল আনন্দ
পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে জানাই
আন্তরিক শুভেচ্ছা
ঈদ মোবারক
Mohammad Khairul
President
SK Foundation
Businessman & Community Activist
Phone: 347-484-0936
Email: khairulm077@gmail.com

Shahjalal®
শাহজালাল
পরোটা
এখন সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে
Shahjalal
25
ORIGINAL
Paratha
AUTHENTIC TASTE
Home Made Style
PREMIUM FOODS USA INC.
50-49, 49th Street, Woodside, New York 11377
Tel: 718 440 9451, 718 392 0024 | Fax: 718.360.0439
www.premiumfoods.us

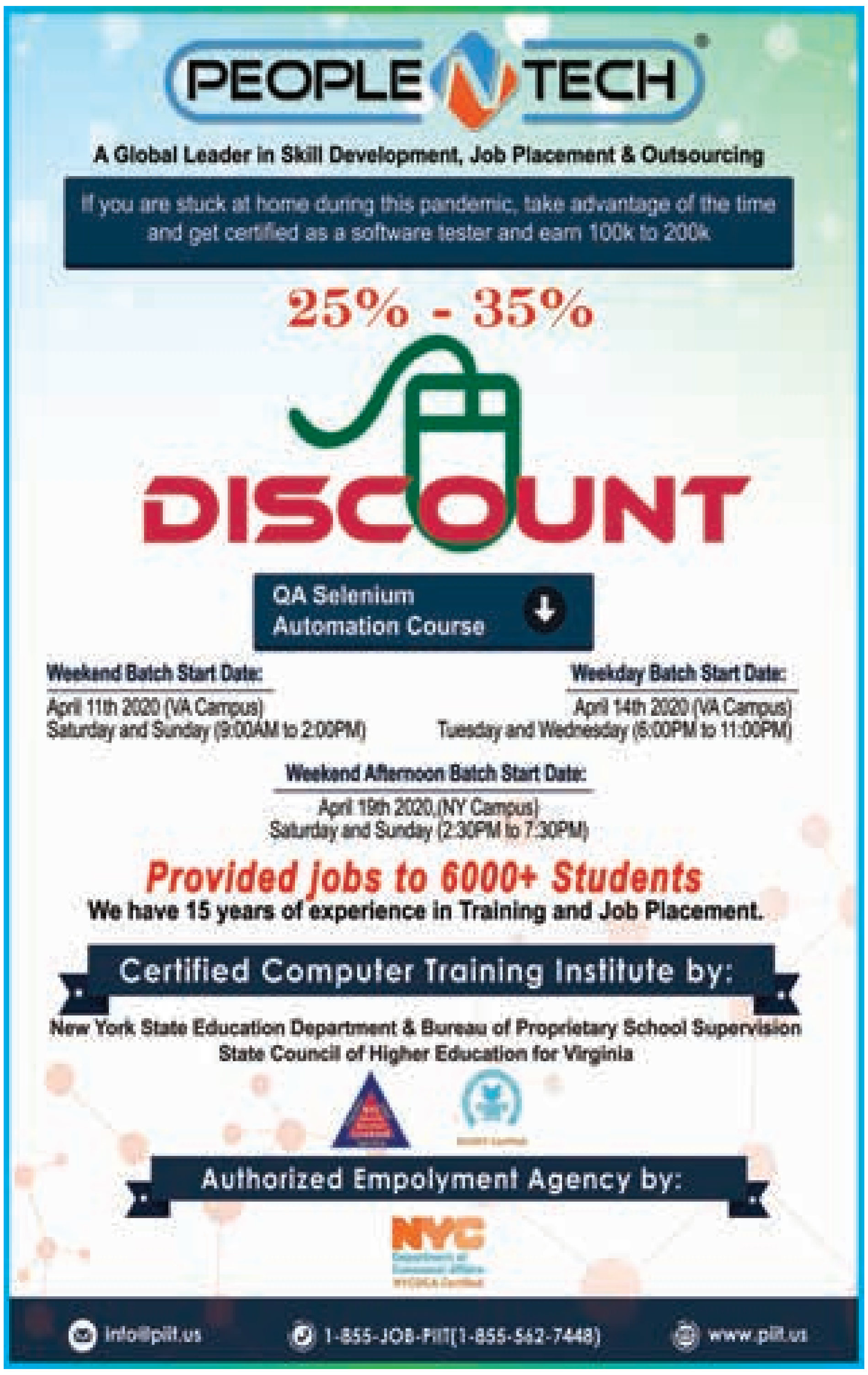
PEOPLE N TECH
A Global Leader in Skill Development, Job Placement & Outsourcing
If you are stuck at home during this pandemic, take advantage of the time and get certified as a software tester and earn 100k to 200k
25% - 35%
DISCOUNT
QA Selenium Automation Course
Weekend Batch Start Date:
April 11th 2020 (VA Campus)
Saturday and Sunday (9:00AM to 2:00PM)
Weekday Batch Start Date:
April 14th 2020 (VA Campus)
Tuesday and Wednesday (6:00PM to 11:00PM)
Weekend Afternoon Batch Start Date:
April 19th 2020,(NY Campus)
Saturday and Sunday (2:30PM to 7:30PM)
Provided jobs to 6000+ Students
We have 15 years of experience in Training and Job Placement.
Certified Computer Training Institute by:
New York State Education Department & Bureau of Proprietary School Supervision
State Council of Higher Education for Virginia
Authorized Empolyment Agency by:
NYC
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free
Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
• ব্রেইন ইনজুরি
• এলিভেটর একসিডেন্ট
• স্কুল লায়াবিলিটি
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা
• বার্ণ ইনজুরি
• নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• পিছলে পড়ে গেলে
• লেড পয়জনিং
• কুকুর কামড়ালে
• ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্টসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
যে কোন পরামর্শের জন্য
যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
www.surdezperezlaw.com

Immigrant Elder Home Care LLC
হোম কেয়ার
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন
$২১ প্রতি ঘন্টা
নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে
আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের
সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।
কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আজই যোগাযোগ করুন:
গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮
Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813
Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549
Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-744-7308, 718-457-0813
Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
Tel: 917-744-7308
Buffalo Office
642 Walden Avenue
Buffalo, NY 14211
Tel: 347-837-1162

BOATING | FISHING | SWIMMING | KAYAKING | TUBING
WATERFRONT COTTAGES
দেশ ও প্রবাসের সকলের জন্য রইল
ঈদুল আজহা'র শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা
ঈদ মোবারক
Starting at
$295
/night
Book Now
with
riversidecottageny.com
Vacation
in
Lake George
Riverside Cottage
818-400-9002
riversidecottageny.com

ঈদ মোবারক

Eid Special Sale

Eid Mubarak

PREMIUM SUPERMARKET

حلال HALAL

Sales Promotion Valid from Friday to Thursday (June 23 - June 29, 2023) | Promo Code : PSP25

$5 off $99 Purchase | $10 off $200 Purchase | $20 off $300 Purchase

DISCOUNT WILL BE AVAILABLE ON TUESDAY, WEDNESDAY & THURSDAY
(multiple sales cannot be combined)

- SALE $4.49/LB — CUBE — ZABIHA HALAL — FROZEN REGULAR GOAT
- SALE $6.99/LB — SIZE 8/10 — A & Z OR CROWN FARMS HILSHA
- SALE $7.99/LB — SIZE 10/12 — A & Z OR CROWN FARMS HILSHA
- SALE $1.99/LB — 3 KG — A & Z OR CK BRAND ROHU
- SALE $2.49/LB — 3/5 KG — CROWN BRAND KATLA
- SALE $2.49/LB — FRESH CATFISH
- SALE $3.79/LB — CK BRAND MAGUR LOOSE
- SALE $3.79/LB — 1 KG — CROWN BRAND SHOIL LOOSE
- SALE $7.99/EA — 2 LB BAG — CK BRAND LOOSE KOI
- SALE $6.99/LB — FRESH SALMON FISH
- SALE $3.29/LB — SIZE 5-7 — TILAPIA FILLET
- SALE $10.99 — 31-40 2 LB (EACH BAG) — SHELL ON - BLUE SEA — RAW SHRIMP
- SALE $13.99 — 70-80 4LB (EACH BOX) — HEAD ON SHELL ON BLUE SEA — RAW SHRIMP
- SALE 4/$4.99 — 200 GM — SHAHAJALAL TRAY KESKI
- SALE 2/$3.99 — 250 GM — CROWN FARMS GURA BAILA
- SALE 2/$3.99 — 250 GM — CROWN FARMS PANCHMISHALI
- SALE $14.99/EA — 20 LBS EACH BAG — FATIMA PREMIUM RAW BASMATI RICE
- SALE $21.99/EA — 20 LBS EACH BAG — ROYAL BASMATI RICE
- SALE $19.99/EA — 20 LBS EACH BAG — SONARGAON PARBOILED BASMATI RICE
- SALE $12.99/EA — 20 LBS EACH BAG — ABDULLAH LONG GRAIN RICE
- SALE $10.99/EA — 10 LBS EACH BAG — INDIA'S NATURE BASMATI RICE
- SALE $3.99/EA — 4 LBS — LAXMI RICE FLOUR
- SALE 2/$8.99 — 24 OZ — LAXMI GINGER / GARLIC PASTE
- SALE 2/$4.99 — 400 GM — LAXMI FRIED ONION
- SALE 3/$9.99 — 8 PACK — BASHUNDHARA NOODLES
- SALE 2/$3.99 — 13.5 OZ — COCONUT MILK (CHAOKOH)
- SALE 2/$4.99 — 400 GM — BANOFUL LACHCHA SHEMAI
- SALE 2/$7.00 — 4 LBS — DOMINO SUGAR
- SALE $3.99/EA — 1 GALLON — WITH ADITIONAL PURCHASE $25.00 — WHOLE MILK
- SALE 3/$5.00 — ONE DOZEN — MEDIUM BROWN EGGS
- SALE 4/$5.00 — 9.6 OZ (HOBBI) ASSORTED — BASIL SEED DRINK
- SALE 3/$5.99 — 300 GM — CK BRAND FROZEN KACHUR LOTI

NOW HIRING

For Restaurants Jobs
- Restaurant Managers
- Shift Managers
- Chefs
- Assistant Chefs
- Helpers

For Supermarket Jobs
- Supermarket Assistant Managers
- Butchers
- Helpers

Send the Resume to HR@PremiumGroupNYC.com OR WhatsApp to
516-461-8414

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

PREMIUM SUPERMARKET — CONTACT — WhatsApp Number

168-13 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432	347-626-8798
256-11 HILLSIDE AVE, GLEN OAKS, BELLEROSE, NY 11004	347-657-8911
1196 LIEBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208	347-658-0972
74-18, 37TH AVE, JACKSON HEIGHTS, NY 11372	347-658-4362
2101, STARLING AVE, BRONX, NY 10462	347-658-0134

FREE PARKING IN BELLEROSE STORE

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT & EBT CARDS "MULTIPLE SALES CANNOT BE COMBINED & PRICE CAN CHANGE WITHOUT NOTICE" STRICTLY CAN NOT COMBINE ANY SPECIAL OFFERS, DISCOUNTS OR COUPONS WITH ONE AND ANOTHER. THESE SPECIAL OFFER VALID WHILE STOCKS LAST. PREMIUM STORE MANAGEMENT HAS THE RIGHT TO LIMIT THE QUANTITY ISSUED PER CUSTOMER.

রমজান মোবারক
আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন
BARI HOME CARE
বারী হোম কেয়ার
আপনি ঘরে বসে বছরে
সর্বোচ্চ ৬৬,০০০
ডলার আয় করতে পারেন
আজই ফোন করুন
718-898-7100
631-428-1901
Email: info@barihomecare.com
www.barihomecare.com
বারী সুপার মার্কেট
Ramadan Sale
FLAT 10% OFF
$ 100 শপিংয়ে
২৩ মার্চ-২৩ এপ্রিল, ২০২৩
WE ACCEPT EBT
আমরা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম্প গ্রহণ করি
HALAL FOOD
Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket
বারী পার্টি হল
পার্টি হলে
বুকিং নেওয়া হচ্ছে
Ramadan Kareem
Party hall is available
for any occasion
বারী রেস্টুরেন্ট
We Care For Your TASTE
IFTER AVAILABLE
We do catering for any occasion
BARI SUPERMARKET
BARI PARTY HALL
BARI RESTAURANT
BARI HOME CARE
BARI & BARI
BARI CHARITY FOUNDATION
1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 Tel: 718-409-3940, 646-427-4867

sunman express
global money transfer
NO FEE
ফি ছাড়া!
বাংলাদেশে টাকা পাঠান
সানম্যান এক্সপ্রেস-এর যেকোনো লোকেশন
থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠান সম্পূর্ণ ফি ছাড়া।
HELP LINE: 718-505-2224

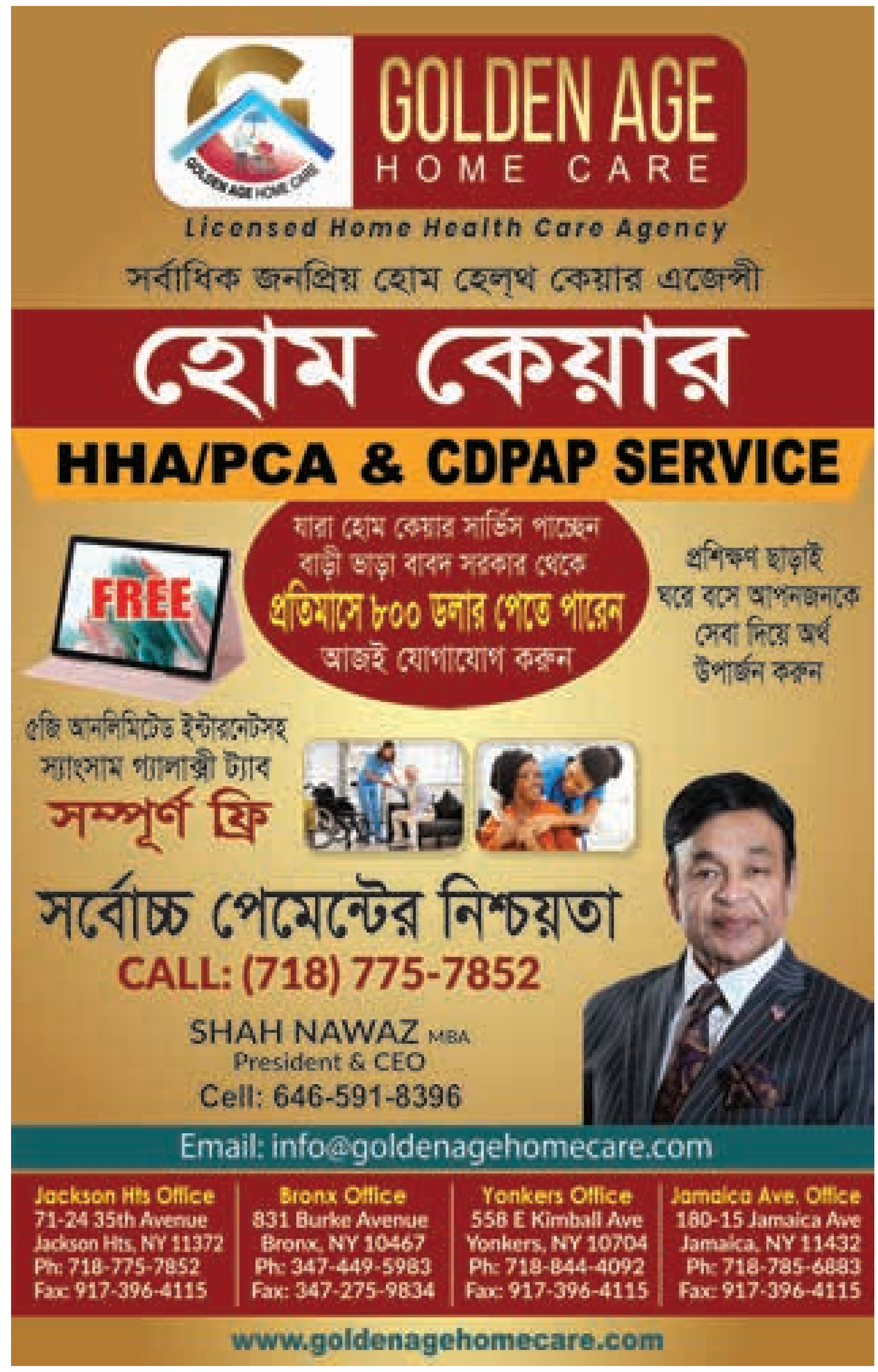
GOLDEN AGE
HOME CARE
Licensed Home Health Care Agency
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
FREE
যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন
আজই যোগাযোগ করুন
প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন
৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যামসাং গ্যালাক্সী ট্যাব
সম্পূর্ণ ফ্রি
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
CALL: (718) 775-7852
SHAH NAWAZ MBA
President & CEO
Cell: 646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com
Jackson Hts Office
71-24 35th Avenue
Jackson Hts, NY 11372
Ph: 718-775-7852
Fax: 917-396-4115
Bronx Office
831 Burke Avenue
Bronx, NY 10467
Ph: 347-449-5983
Fax: 347-275-9834
Yonkers Office
558 E Kimball Ave
Yonkers, NY 10704
Ph: 718-844-4092
Fax: 917-396-4115
Jamaica Ave. Office
180-15 Jamaica Ave
Jamaica, NY 11432
Ph: 718-785-6883
Fax: 917-396-4115
www.goldenagehomecare.com

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্শিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
tax refund
IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ENROLLED AGENT
Authorized e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax
Immigration
Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax
Business Licenses and Setup
FBAR and FATCA Filing
Notary Public
Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA
naea
National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড পেতে যাচ্ছে ফাতিহা

উত্তর আমেরিকা অফিস

আগামী ৬ থেকে ৮ জুলাই জাতিসংঘ সদর দপ্তরের ইকোসক চেম্বারে অনুষ্ঠিত হবে ১৭তম ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ইয়ুথ সাম্মিট। এ বছর ১১৩টি দেশ থেকে অর্ধ শতাধিক ডিপ্লোম্যাট ও তিন শতাধিক ডেলিগেট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। নিউইয়র্কের ফাতিহা আয়াত এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করবে এবং কীনোট স্পীকার হিসেবে বক্তব্য রাখবে।

ফাতিহা আয়াত

একই অনুষ্ঠানে ইয়ুথ ফর হিউম্যান রাইটস ইন্টেরন্যাশনালের প্রেসিডেন্ট ডাঃ ম্যারি শাটেলওয়ার্থের হাত থেকে হিউম্যান রাইটস হিরো অ্যাওয়ার্ড ২০২৩ গ্রহণ করবে ফতিহা আয়াত। বিগত বছরগুলোতে এই পুরস্কার পেয়েছেন ইরাকের সুফিয়ান হোসেইন, গাম্বিয়ার নামারা জাওনেহ , ইটালির এলেনা মারটিন, যুক্তরাষ্ট্রের জেনা এলফমান, ইরানের নাযানিন আফশিন, ভারতের সিনা চৌহান, পাপুয়া নিউ গিনি'র অগাস্টিন ব্রায়ান, এবং তাইওয়ানের সেন -হুং।

ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত
তুর্কি-সিরিয়ার মানুষের
জন্য এগিয়ে আসুন
পবিত্র ঈদুল আজহাতে কোরবানিতে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ভাই বোনদেরকে ডোনেশান পাঠানোর জন্য সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ অথবা
Zelle:
saray@uama.us
করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।
Contact information:
(631) 303 99 97
saray@uama.us
63 Montauk Highway
Moriches, NY 11955
প্রচারে
United American Muslim Association

শাহনেওয়াজ প্রেসিডেন্ট ও রাসেল সেক্রেটারী পদে জয়ী

লায়ন্স ক্লাবের নির্বাচন

উত্তর আমেরিকা অফিস

২০ জুন মঙ্গলবার বাংলাদেশি আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের নতুন নেতৃত্ব নির্ধারনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে । সভাপতি পদে প্রার্থী ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক, কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড সদস্য ও সাপ্তাহিক আজকালের সম্পাদক শাহ নেওয়াজ আর তার বিপরীতে লড়েছেন মুনমুন হাসিনা বারি। তিনিও কমিউনিটিতে পরিচিত । তিনি লায়ন ডিস্ট্রিক্ট ২০-আর২ এর সেকেন্ড গর্ভনর ও বারি হোম কেয়ারের কর্ণধার আসেফ বারি টুটুলের সহধর্মিনী। নির্বাচনে শাহ নেওয়াজ ৪৭ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত নির্বাচিত হন। তার একমাত্র নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি মুনমুন হাসিনা বারি পেয়েছেন ৩১ ভোট। সাধারন সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন জে এফ এম রাসেল।

মঙ্গলবার রাত ১০টার পরে ভোট শুরু হয়। এর আগে অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের সাধারন সভা। ভোটের আগে সভায় কয়েকজন সম্মানিত সদস্যের ভোটাধিকার না থাকায় তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়। ৫ জন সদস্য চাঁদা পরিশোধ করার পরও ভোটার তালিকায় তাদের নাম না থাকায় হৈচৈ এর ঘটনা ঘটে। এ জন্য সদস্যরা নির্বাচন কমিশন ও বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে দায়ি করেন। সাধারন সভা ও ভোট গ্রহন পর্ব কোন অধিবেশনেই সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার ছিল না। কয়েকজন সাংবাদিক এর প্রতিবাদ জানালেও লায়নস কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেননি। তা নিয়ে সভাস্থলের বাইরে বেশ উত্তেজনারও সৃষ্টি হয়।

গ্রীষ্মের উন্মুক্ত সড়কপথে

শেষ পৃষ্ঠার পর

রাস্তাগুলিকে প্রসারিত করা হয়েছে।

মেয়র এরিক অ্যাডামস তাঁর এ সপ্তাহের অপ- এড কলামে এসব কথা জানিয়েছেন। মেয়র জানিয়েছেন, জুলাই এবং আগস্টের পাঁচটি শনিবার, সকাল ৭ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত পথচারীদের জন্য নির্বাচিত রাস্তাগুলি উন্মুক্ত থাকবে। নিউ ইয়র্কবাসীরা তাদের প্রতিবেশীদের সাথে বাইরের ক্রিয়াকলাপ উপভোগ করতে সক্ষম হবে বিনামূল্যে এবং এখন তারা প্রথমবারের মতো তাদের নিজস্ব বরোতে সামার স্ট্রিট উপভোগ করতে পারে।

মেয়র জানিয়েছেন গত বছর দুই মাইল সড়কপথ যোগ করা হয়েছে। প্রোগ্রামটি পূর্ব হারলেম পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে। চলতি বছর গ্রীষ্মকালীন রাস্তাগুলি সমস্ত পাঁচটি বরোতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং প্রোগ্রামের সামগ্রিক আকারকে শহরব্যাপী ২০ মাইল করা হয়েছে। ম্যানহাটনে গ্রীষ্মকালীন সড়কপথ সম্প্রসারিত করে প্রথমবারের মতো হারলেমের ১২৫ তম স্ট্রিট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মেয়র অ্যাডামস জানান।

সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে ইস্টার্ন পার্কওয়ে এবং গ্র্যান্ড কনকোর্সের মতো বড় করিডোর খোলা হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন উন্মুক্ত সড়ক ২৯ জুলাই কুইন্সে, ভার্নন বুলেভার্ডের ৪৪ ড্রাইভ এবং ৩০ ড্রাইভের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

স্টেটেন আইল্যান্ডেও ২৯ জুলাই রিচমন্ড টেরেস বরাবর, ইয়র্ক এভিনিউ এবং বার্ড এভিনিউ এর মধ্যে সামার স্ট্রিট উপভোগ করা যাবে বলে মেয়র জানিয়েছেন তাঁর অপ-এড কলামে।

ম্যানহাটনে ৫, ১২ এবং ১৯ আগস্ট, ব্রুকলিন ব্রিজ থেকে ওয়েস্ট ১২৫ স্ট্রিট পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন উন্মুক্ত রাস্তা তিনটি সপ্তাহান্ত দেখা যাবে বলে তিনি জানান। ব্রুকলিনে গ্র্যান্ড আর্মি প্লাজা এবং বাফেলো অ্যাভিনিউয়ের মধ্যবর্তী ইস্টার্ন পার্কওয়ে বরাবর ২৬ আগস্ট গ্রীষ্মকালীন রাস্তা উপভোগ করা যাবে। ব্রঙ্কসের গ্রীষ্মকালীন রাস্তাগুলিও ২৬ আগস্ট গ্র্যান্ড কনকোর্স বরাবর, ইস্ট ট্রেমন্ট অ্যাভিনিউ এবং মোশোলু পার্কওয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

মেয়র বলেছেন, আমরা গ্রীষ্ম প্রোগ্রামের অংশ হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে আগ্রহী সংস্থা এবং পার্ফোরমারদের কাছ থেকেও তিনি শুনতে আগ্রহী। সংস্থাগুলি https://www.surveymonkey.com/r/XS957NZ ভিজিট করে গ্রীষ্মকালীন রাস্তার উৎসবের অংশ হতে একটি সমীক্ষা পূরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মেয়র বলেছেন, আমরা নিউ ইয়র্ক সিটির রাস্তায় আনন্দ ফিরিয়ে আনছি। নিউ ইয়র্কবাসীরা শহর জুড়ে প্রায় ১৬০টি স্থানে সম্প্রসারিত খোলা রাস্তার পাশাপাশি চার লাখ বর্গফুট নতুন, স্থায়ী ফুটপাত উপভোগ করতে পারবেন, যা গত এক বছরে যোগ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমরা প্রতিদিন এবং প্রতিটি বরোতে যে নতুন পাবলিক স্পেস তৈরি করছি তার পাশাপাশি এসব করা হয়েছে। পথচারীদের জন্য নতুন রাস্তার জায়গা খুলে দিয়ে ইতিহাস তৈরি করা হয়েছে বলে মেয়র উল্লেখ করেন। গত ডিসেম্বরে সিটির ৫০ বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ফিফথ অ্যাভিনিউ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি বরোতে নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য সামার স্ট্রিট এনে ইতিহাস তৈরি করা নিয়ে তিনি গর্বিত বলে মেয়র অ্যাডামস উল্লেখ করেন।

গ্রীষ্মকালটি প্রত্যেকের জন্য। যে যেখানেই থাকেন না কেন, বয়স যতই হোক না না কেন, যত টাকাই উপার্জন করেন না কেন- গ্রীষ্মের উন্মুক্ত সড়ক সবার জন্য বলে মেয়র বলেছেন। গ্রীষ্মকালীন রাস্তায় হাঁটতে, দৌড়াতে, খেলতে, নাচতে, বাইক চালাতে পারেন। মেয়র বলেছেন, এ গ্রীষ্মে আপনি কুয়াশা এবং স্প্রিংকলারে নিজেকে ঠাণ্ডা রাখতে পারেন, ছবি আঁকতে পারেন, শিল্পের প্রশংসা করতে পারেন, নাচের পার্টিতে যোগ দিতে পারেন বা শুধুমাত্র একটি সেলফি তুলতে পারেন। অনেক মজার ও অন্নদের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা একই সময়ে যানজট, গ্রিনহাউস গ্যাস এবং বায়ু দূষণ হ্রাস করতে সক্ষম হব। শুভ গ্রীষ্মকাল জানিয়ে মেয়র এরিক অ্যাডামস সবাইকে সামার স্ট্রিটে দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন বলে জানিয়েছেন।

বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়

শেষ পৃষ্ঠার পর

হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে ২০10 সালের পর থেকেই বেশ কয়েকটি যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম করছিল। তার উপর মহামারী যুক্ত হওয়ায় এদের অনেকেই টিকতে পারে রি।

দ্য প্রিন্সটন রিভিউ-এর প্রধান সম্পাদক রবার্ট ফ্রানেক বলেন, এই মুহূর্তে উচ্চশিক্ষাকে প্রভাবিত করছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এক হচ্ছে এবং দুই তালিকাভুক্তি। তিনি আরো বলেন যে ভর্তির হারের পতন

দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী ২০২৫ সালে আমেরিকার মোট জনসংখ্যার বিচারে উচ্চ বিদ্যালয়ের সর্বনিম্ন স্নাতক বের হয়ে আসবে। তিনি আশঙ্কা করেন যে এতে যুক্তরাষ্ট্রের আরো বেশ কয়েকটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

ফ্রানেকের মতে প্রায় ৯৫ ভাগ মার্কিন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীর দেয়া টিউশনের উপর নির্ভর করে। মানে কতৃপক্ষ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া অর্থের উপরই নির্ভর করে। ক্রমহ্রাসমান নথিভুক্তি সংখ্যা মানে কম টাকা, কম ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি এবং অবশেষে একটি বন্ধ প্রতিষ্ঠান।

স্টুডিও রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্ক এ ট্রেন, ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম ভাড়া হবে। ১ বেড, ১ বাথরুম, ১ কিচেন। যোগাযোগ: 347-260-7770, 347-891- 7145.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

১৭ স্ট্রীট উডহ্যাভেন জ্যামাইকা ট্রেন, বাস থেকে মাত্র ৩ ব্লকের মধ্যে। ২ বেডরুম, বাথরুম, লিভিং রুম, কিচেন। অধূমপায়ী, কর্মজীবী ফ্যামি- লির কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 631-871-3511

আইন শৃংখলার উন্নয়ন করে

শেষ পৃষ্ঠার পর

আমার অন্যতম প্রতিজ্ঞা হচ্ছে নিউইয়র্ক বাস সার্ভিসকে একটি নিয়মের অধীনে নিয়ে আসা। সব বাধা পেরিয়ে আপনি ভোটকেন্দ্রে আসুন, ভোট দিয়ে আপনাদের সদস্যকে জয়যুক্ত করুন। আমাকে জয়যুক্ত করা মানেই আপনার নিজস্ব কমিউনিটি, পরিবার ও চারপাশের প্রতিবেশীকে জয়যুক্ত করা।

২৭ জুন সিটি কাউন্সিল নির্বাচনকে ঘিরে কথাগুলো জানিয়েছেন অন্যতম প্রার্থী এডভোকেট রুবাইয়া রহমান।

১৫ জুন বৃহস্পতিবার প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় সম্প্রচার 'টক অফ দ্য উইক' অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রুবাইয়া রহমান। বংলাদেশি রুবাইয়া রহমান নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচনী ডিসট্রিক্ট-২৩ থেকে নির্বাচন করছেন। তিনি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে আইনের উপর মাস্টার্স করেছেন। ঢাকা সুপ্রিম কোর্টে চিফ জাস্টিসের ল'ক্লার্ক ছিলেন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটির ল' ডিপার্টমেনে শিক্ষক হিসাবে ৫ বছর কাজ করেছেন। রুবাইয়া রহমান ডিসএবিলিটি রাইটস্ এর একজন এডভোকেট।

অভিবাসনের দেশ আমেরিকা। শুধু নিউইয়র্কেই নয়, পুরো যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে দিন দিন বাংলাদেশিদের অভিবাসন বাড়ছে। সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা ক্রমশ অগ্রসরমান। সবার জন্য নাগরিক সুযোগ সুবিধা সমানভাবে ভোগ করার অধিকার রয়েছে এখানে। আর এই নিশ্চয়তার জন্য আমাদের কমিউনিটিকে আরও এগিয়ে যেতে হবে।

আসন্ন সিটি কাউন্সিল নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা প্রকাশ করে রুবাইয়া রহমান বলেন, নির্বাচন তো একক কোন ব্যাপার নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে নির্বাচন হয়। মূলত আমি যে কমিউনিটিতে বসবাস করি সেই কমিউনিটিকে ঘিরেই আমার নির্বাচন। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমেরিকার নির্বাচন বেশ ভিন্ন। এটি একটি ল্যাডার স্টাইলে হয়, যার সর্বনিম্ন ধাপে আমরা কাজ করছি। পাঁচটি ব্যুরো এবং অসংখ্য সিটি নিয়ে এই বিশাল নিউইয়র্ক স্টেট গঠিত। শহরের বিভিন্ন অংশ যা কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট হিসাবে ভাগ করা আছে, যার সংখ্যা ৫১ টি। পাঁচ ব্যুরোর মধ্যে কুইন্স ব্যুরোতে আছে ১৪ টি আসন, তার একটি আসন ডিস্ট্রিক্ট-২৩ এ আমি নির্বাচন করছি।

নির্বাচন নিয়ে রুবাইয়া আরো বলেন, সাউথ এশিয়া থেকে আমিই একমাত্র প্রার্থী, এবং একজন মুসলিম। যদিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন শক্তিশালী প্রার্থী। ডিসট্রিক্ট ২৩-এ ৪৭ শতাংশ ভোটার সাউথ এশিয়া থেকে আগত। সবাই ভোট দিলে আমার জয় কেউ আটকাতে পারবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রশ্ন রাখা হয়, আসন্ন নির্বাচনের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে। বিশেষ করে, নাগরিক নিরাপত্তা এবং সিটির গণপরিবহন নিয়ে পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে রুবাইয়া রহমান বলেন, নির্বাচনী ইস্তেহারে এই দুটো এজেন্ডা নিয়ে ব্যাপক কাজ করার পরিকল্পনা আছে আমার। সবাই জানি, কোভিডের পরবর্তী সময়ে অপরাধ মাত্রা বেড়ে গেছে। দীর্ঘদিন আইসোলেশনে থাকার ফলে, দ্রব্যমূল্য বেড়েছে, মুদ্রাস্ফীতি এবং বাড়ি ভাড়া বেড়েছে, ফলে জীবন যাত্রা কঠিন হয়েছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে। নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের ব্যাপক প্রকল্প নেয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। নিউইয়র্কের মতো বড় শহরে মানুষের কাজের ক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার জন্যে সাবওয়ে সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করলেও অনেক এলাকায় বাস ছাড়া অন্য কোন গণপরিবহন নেই। রুবাইয়া বললেন, আমি এই বাস সিস্টেমে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে চাই।

১৭ জুন থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত আগাম ভোট দেয়া যাবে। আগাম ভোটের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে রুবাইয়া রহমান বলেন, অগ্রিম ভোট একটি সুবিধাজনক

সিস্টেম। আমেরিকায় ডেমোক্রেসিকে আরো কার্যকর ও মহিমান্বিত করে তুলতে পলিসি মেকাররা অনেক চেষ্টা করে থাকেন, যার একটি ফলশ্রুতি হচ্ছে অগ্রিম ভোট। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত যে কোন সুবিধাজনক সময়ে যে কেউ ভোট দিতে পারবেন। এই দীর্ঘ সময়ের যে কোন দিনে বিনা অজুহাতে ভোট দিয়ে তাদের নাগরিক দায়িত্ব ও অধিকার আদায় করবে।

আসন্ন সিটি নির্বাচনের আরেকটি সেবা প্রকল্প হচ্ছে সিনিয়র সিটিজেনদে্র নিয়ে। বয়স্কদের নিয়ে প্রয়োজনীয় এই উদ্যেগ সম্পর্কে রুবাইয়া রহমান বলেন, "এই সমাজে বয়স্ক মানুষদের অনেক সেবা যত্ন দরকার। আমেরিকান জীবনে উপার্জনের লক্ষ্যে সবাইকেই বাইরে কাজ করতে হয়। তখন দীর্ঘ সময়ের জন্যে ঘরে থাকা বয়স্ক নাগরিকরা একাকিত্ব বোধ করতে পারেন। সেজন্যে এডাল্ট ডে কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে তারা অনায়াসেই ৪-৫ ঘন্টা কাটাতে পারবেন। ভিন্ন কমিউনিটির ভিন্ন কালচার থাকায় অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিনিয়র সেন্টার দরকার। স্পেশ্যালি আমাদের সাউথ এসিয়ান কমিউনিটি এই ব্যাপারে পিছিয়ে আছে। সরকারের কাছে লবিং করার জন্যে এতোদিন কোন সুযোগ পাইনি। আর এজন্যেই সিটি কাউন্সিলে আমার নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন।"

তিনি আরো বলেন, "যে ডিস্ট্রিক্টের জন্যে সিটি কাউন্সিল নির্বাচিত হোন তার উপরে সেই ডিস্ট্রিক্টের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব থাকে। তবে সমগ্র শহরবাসির কোন ইস্যু থাকলে সেটা অন্য ডিসট্রিক্টের কাউন্সিলরের সাথে আলোচনা করা যেতেই পারে। মূল দায়িত্ব হবে নিজস্ব ডিস্ট্রিক্টের স্কুল, নাগরিকদের নিরাপত্তা, পুলিশ, ছোট ব্যাবসা বাণিজ্য, বাজেট সবকিছুর দিকে খেয়াল রাখা।"

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধার কথা বলেছেন রুবাইয়া রহমান। এই ব্যাপারে সমাজকে আরো সচেতন হতে হবে। তিনি বলেন, "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের আমরা আলাদা করে রাখতে পারি না। তারাও মানুষ, প্রতিভা ধারণ করে, তবে তাদের অনুভূতি প্রকাশের ধরন আলাদা। আর সে জন্যেই সঠিক পরিবেশে তাদেরকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। আমেরিকান সরকারের যে রিসোর্স রয়েছে তা অনেক জায়গায় অপ্রতুল কিংবা অনেক জায়গায় সেগুলোকে আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না। সিস্টেমের সাথে আমাদের কমিউনিটির একটা গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে। সরকারের সাহায্য পেতে হলে সিস্টেমের সাথে ঐ পরিবারগুলোর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া দরকার।"

প্যারেন্টিং সম্পর্কেও উদ্যোগ আছে রুবাইয়া রহমানের। তিনি মনে করেন, নতুন দেশে নতুন সমাজে নিজেকে মানিয়ে নেয়া অনেক জটিল। এটি একটি কঠিন জার্নি, সাংস্কৃতির সাথে মানিয়ে নিতে অনেক সময় পার হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের সাথে কথা বলতে হবে, স্কুলের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে। তাছাড়া ড্রাগস সহজলভ্য হবার কারণে অনেক তরুন প্রাণ ঝরে যাচ্ছে। সামাজিক পরিবর্তনের জন্যে আমাদেরকে ওয়ার্কশপ করতে হবে, এওয়ারনেস তৈরি করতে হবে। এটা একলা নিজে করা সম্ভব না, সরকার লেভেল থেকে নন-প্রোফিট সংস্থার মাধ্যমে সাহায্য আসা দরকার। আমি নির্বাচিত হলে এই বিষয়গুলো অবশ্যই তুলে আনবো। প্রতি স্কুলে কাউন্সিলিং চালু করবো।

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগ: 917-650-0546.

ন্যানি আবশ্যক

We are looking for a live-in or live-out nanny near the Elmont area. PH#Hemel 917-826-3498. Aysha 347-545-8669

ফ্ল্যাট বিক্রয়

নোয়াখালী বসুরহাট পৌরসভায় অবস্থিত পোস্ট অফিসসংলগ্ন ৫ তলা বাড়ি শাহানাজ ভিউ। প্রতিটা ফ্লোরে ৪টা ফ্ল্যাট। গ্যাস সংযোগসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ বাংলাদেশ: 016-16531283. USA: 347-237-3012

আবু সুলতান তাহের আতিকের ইন্তেকাল

উত্তর আমেরিকা অফিস

আবু সুলতান তাহের

নিউয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ এর সুপরিচিত বৈশাখী রেস্টুরেন্টের সত্বাধিকারী আবু সুলতান তাহের আতিক ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ও ইন্নালিল্লাহি রাজিউন।

২০ জুন মঙ্গলবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জ্যামাইকা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৪৯ বছর। ২১ জুনবুধবার বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় কমিউনিটির বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন। পরে লং আইল্যান্ডের একটি কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।

তরুণ এ ব্যবসায়ীর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে নিউয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে। বিভিন্ন ব্যাক্তি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে শোক ও পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

ফেনীর বল্লভপুরের ছেলে আবু সুলতান আতিফ(৪৯) দুই দশকের অধিক সময়ে ধরে নিউইয়র্কে বসবাস করে আসছিলেন। এখানে তাঁর মা, স্ত্রী, এক ছেলে, এক ভাই, শ্বশুর শ্বাশুড়ী রয়েছেন। ৭/৮ বছর আগে অন্যান্যের সাথে নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় গড়ে তোলেন বৈশাখী রেষ্টুরেন্ট। অল্পদিনের মধ্যে রেস্টুরেন্টটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

সেবার সাথে কর্মসংস্থান

শেষ পৃষ্ঠার পর

বসে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে এসেনসিয়াল হোম কেয়ার। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ দিন ধরে কমিউনিটিতে অসুস্থ, শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম এবং প্রবীণদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সেবা দিয়ে আসছে। এসেনসিয়াল হোম কেয়ার দ্রুত সময়ের মধ্যে হোম কেয়ার সেবা চালু করার নিশ্চয়তা প্রদানসহ স্টেটের নিয়মানুযায়ী সর্বোচ্চ অর্থ প্রদান করছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এসেনিশয়াল হোমকেয়ার প্রধান নির্বাহী বলেন, 'এখানেই থেমে যেতে চাই না। আমার লালিত স্বপ্ন হচ্ছে বড় কিছু করা। ইন্ডস্ট্রিয়াল স্থাপনা তৈরি করে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে পারলে বাংলাদেশি কমিউনিটি ও আমেরিকার সমাজের জন্য কল্যাণকর কিছু করা সহজতর হবে। এদিকে প্রতিষ্ঠানটির সেবার কথা এখন সবার মুখে মুখে। প্রায়ই নিউইয়র্কের বাঙালি কমিউনিটির মাঝে প্রতিষ্ঠানটির সুনাম শুনা যায়। কমিউনিটির মানুষজন বলছেন, প্রতিষ্ঠানটি খুবই যত্নের সমাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া স্টাফদের আন্তরিকতাও মুগ্ধ করার মতো। মূলত দক্ষতার সাথে সেবা প্রাদান প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বয়ে এনেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। আর প্রতিষ্ঠানটি এভাবেই মানুষের সেবা দিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের।

প্রসঙ্গত, সময়ের সথে সাথে মনুষের জীবন পরিবর্তন হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে ব্যাস্ততা। কাজের ফাঁকে নিজের জন্য একটুকু সময় বের করাও কঠিন হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বা কোন সমস্যায় পড়লে সেবা করা কঠিন হয়ে পড়ে। আর এই সমস্যা সমাধানে চালু হয়েছে হোম কেয়ার সার্ভিস। যে প্রতিষ্ঠানগুলো বাসায় গিয়েই চিকিৎসাসহ যাবতীয় সেবা পৌঁছে দেয়। এ বিষয়ে সিইও মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক বলেন, এসেনসিয়াল হোম কেয়ার নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ কর্তৃক লীড ফিস্কাল ইন্টারমিডিয়ারী কনট্রাক্টিং এটেস্টেশান কর্মসূচির আওতায় সিডিপ্যাপ (কনজুমার ডিরেক্টেড পার্সোনাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রাম) এর জন্য লীড ফিস্কাল ইন্টারমিডিয়ারী (এলএফআই) হিসেবে মনোনীত হওয়ায় আমরা আনন্দিত, এটি একটি বড় অর্জন। তিনি বলেন নিউ ইয়র্ক স্টেটের ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ—এর উপরোক্ত কর্মসূচির আওতায় গত ২০২০ সালের মার্চ মাসের পূর্বে যে সমস্ত হোমকেয়ার এজেন্সির গ্রাহক সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল, সে সকল হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠানকেই লীড ফিস্কাল ইন্টারমিডিয়ারী (এলএফআই) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। যে সকল হোমকেয়ার (সিডিপ্যাপ) এজেন্সি উপরোক্ত গ্রাহক সীমা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি সে সকল প্রতিষ্ঠানকে লীড ফিস্কাল ইন্টারমিডিয়ারী (এলএফআই) হিসেবে চিহ্নিত হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান করতে হবে। সংকুচিত বাজেট এবং পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠানসমুহকে যথাযথ তদারকির জন্য লীড ফিস্কাল ইন্টারমিডিয়ারী কনট্রাক্টিং এটেস্টেশান কর্মসূচির প্রবর্তন করেছে।

সিডিপ্যাপ কি? এ বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই প্রোগ্রামটি গ্রাহক নির্দেশিত ব্যক্তিগত সহায়তা প্রোগ্রাম যা নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ কর্তৃক স্বীকৃত। এই প্রোগ্রামের আওতায় বয়স্ক এবং অক্ষমদের জন্য একটি হোম কেয়ার সুবিধা সরবরাহ করা হয়। দক্ষ পেশাদার, যোগ্যতাসম্পন্ন লোকজন দ্বারা বয়স্ক এবং অক্ষমদের সাহায্য ও দৈনন্দিন সমস্ত কাজে সেবা প্রদান করা হয় যা প্রতিটি রোগীর ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়। নিউ ইয়র্ক স্টেট মেডিকেডের আওতাধীন ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে কেউ এই সুবিধা নিতে পারে। পাশাপাশি এই প্রোগ্রামের আওতায় আপনি ঘরে বসে পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুযোগ নেওয়া যায়, এটি একটি সহজ পদ্ধতি।

বাসা ভাড়া

হাওয়াড বীচ এ ৯০ স্ট্রীট, বিটুইন ১৬১-১৬২ এভিনিউতে সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ৩ বেডরুমের বাসা বাড়া দেওয়া হবে। সেন্ট্রাল এসি, লিভিং রুম এবং পাকিং সুবিধা। হাইওয়ে বেল্ট পার্কওয়ে থেকে মিনিট এবং বাস, রেস্তোরাঁ, কেনাকাটা এবং ট্রেন স্টেশনে ৫ মিনিট যাত্রায়। যোগাযোগ: 646-457-5746 or contact

রুম ভাড়া

সাউথ ওজনপার্কে এ ট্রেন এর ১১১ স্ট্রীট সাবওয়ে স্টেশন থেকে মাত্র ২ ব্লক দূরে বেসমেন্টে ১টি স্টুডিও রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ১জন কর্মজীবী মহিলা এর কাছে দেয়া হবে। ফোন: 347-260-7770, 347-891-7145.

বেসমেন্ট ভাড়া

১ বেডরুম বাথরুম, রান্নাঘর শুধু বড়দের জন্য। এস্টোরিয়া ৩৫-৪৭ ১০ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬ ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ 917-662- 0275, 718-205-8412.

পাত্র-পাত্রী চাই

১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত । মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই।
২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই।
এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭

Convenience Store

জ্যামাইকা হিলসাইড এবং PARSONS BLRD ২টা হাই স্কুল ২টা Middle School-এর মধ্যে সাবওয়ে থেকে উঠলে Very busy Convenience Store Sale করা হবে। মালিক অসুস্থ থাকার কারণে Sale হবে। শুধু সিরিয়াস ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। ফোন: ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮

FOR RENT

১০৭ এভিনিউ, পাইনগ্রোভ স্ট্রিট, সাউথ জ্যামাইকা এর কর্নারে প্রাইভেট হাউজের ১টি ইউনিট (৩ বেডরুম, লিভিং রুম, ২ বাথরুম) ভাড়া হবে। ভাড়া ২৩০০ ডলার।
যোগাযোগ: 646-302-2153
646-291-9845, 646-641-5348

আবশ্যক

একটি ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ ইন্সট্রাক্টর আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ : এম ডি আলী- 917-500-3937

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স		ইমিগ্রেশন
পারসনাল ট্যাক্স	AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER	ফ্যামিলি পিটিশন
বিজনেস ট্যাক্স		সিটিজেনশীপ আবেদন
সেলস ট্যাক্স		গ্রীণকার্ড নবায়ন
বিজনেস সেটআপ		সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

•Emirates •Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED

কাজী অফিস নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla, Urdu, Arabic, English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra | h2o | T-Mobile | univision mobile | Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Bangladeshi Foot Specialist

DR. SADI ALAM, DPM

আপনি পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | Email: dralamdpm@gmail.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS

বাসা ভাড়া

1st floor Apartment তিন বেড + এক বাথরুম +লিভিং এবং রান্নাঘরে খাওয়ার জায়গা আছে। MORIS PARK (5 train) সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে 7-8 মিনিটের হাটার দূরত্বের। Call or Text Number - (929) 660-4525 only MASSAGE ON MASENGER

রুম ভাড়া

৩ মাস এর জন্য ১টি full finish রুম ভাড়া হবে location 172st hillside. Contact: +1 929-470-6328.

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

বাসা ভাড়া দেয়া হবে

বাসা ভাড়া দেয়া হবে তিন বেড / এক বাথরুম / লিভিং এবং ডাইনিং ।ইউক্লিড এভিনিউর A/C সাবওয়ে ট্রেন স্টেশন থেকে চার / পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। Q8 বাস এক মিনিটের দূরত্বে। দেশি গ্রসেরি চার থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে। বাইতুল মামুর মসজিদ ছয় থেকে সাত মিনিটের দূরত্বে। সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপার্টমেন্ট মাইক্রোওয়েভ, রেফ্রিজারেটর, ডিশ ওয়াশিং মেশিন, ভিডিও ডোর বেল। সকল ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধাসহ। লোকেশন (ফাউন্টেন এভিনিউ এবং পিটকিন এভিনিউ) ভাড়াটিয়া শুধুমাত্র ইলেকট্রিক বিল পরিশোধ করবেন (পানি/ হিট/ রান্নার গ্যাস সবকিছুর খরচ ভাড়ার সাথে সংযুক্ত) ভাড়াঃ $2950 call or text please :347-513-0415

স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে বাসা ভাড়া হইবে

ভিক্টোরি ব্লুবার্ড এন্ড কুইনলান অভ্যেনুর উপর অত্যন্ত মনোরম, নিরিবিলি ও নিরাপদ পরিবেশে ১ (এক) বেডরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। সবরকমের শপিং দোকানপাট ১-২ মিনিটের মধ্যে পাওয়া যাবে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানী গ্রোসারী ওয়াকিং ডিস্টেন্সের মধ্যে পাওয়া যায়। ভেরাজোনা ব্রিজ এবং i 278 এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে খুব সহজে এক্সিট নেয়া যায়। বাসা ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে যোগাযোগে: ফারুক হোসাইন মোবাইল : ৯২৯৪৪৪৫৩০৫

রুম ভাড়া

১৪৫ লেকউড এভিনিউ, সাউথ জ্যামাইকা, মসজিদ আলকুবার সন্নিকটে, বেসমেন্টে ছোট একটি রুম একজন অধুমপায়ী কর্মজীবি পুরুষ এর নিকট ভাড়া দেয়া হবে। এখন উঠতে পারবেন। কিউ-40, কিউ-6, কিউ-60 বাস বাসার সামনে। যোগাযোগ 347-475-5883

গাড়ি বিক্রয়

নিসান এন ভি -২০০, ১৪৮ হাজার মাইলস, ইয়ার ২০১৭, ক্লিন নাইস, ইয়ালো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। হুইল চেয়ার এক্সেস এবেল। যোগাযোগ 347-235-7322

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

জ্যাকসন হাইটসের প্রানকেন্দ্রে অবস্থিত কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স কোম্পানীতে ট্যাক্স, একাউন্টিং ও অফিস সহকারি পদে কিছু লোক জরুরি ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে। অনুগ্রহ করে রিজ্যুমি ইমেইল করুন Karnafullytax@yahoo.com

হেল্প ওয়ান্টেড

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিও এবং ১৬৪ স্ট্রিট এ অবস্থিত অফিসের কাজের জন্য এমএস এক্সেল ও বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এ জ্ঞানসম্পন্ন দায়িত্ববান লোক (ফুল টাইম - মহিলা অথবা পুরুষ; ওয়ার্ক পার্মিট না থাকলেও সমস্যা নেই) আবশ্যক। যোগাযোগ (718) 839-5812

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 929-590-8576

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ১লা মে হতে ওজনপার্ক এলাকায়। ২য় তলা ৩ বেডরুম এর বাসা। কার পার্কিং আছে। ঠিকানা: ১০৩-৪৯ ১০২ স্ট্রীট। যোগাযোগ: 917-348- 7804.

বাসা ভাড়া

দ্বিতীয় তলা ৪ বেড, ১ বাথ, কিচেন। বেসমেন্টঃ ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন। 1519 Zerega Ave. Bronx. 6 Train Zerega Ave. থেকে ২ ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: 646-704- 6989

এপার্টমেন্ট ভাড়া

৩২-৫৬৮৬ স্ট্রীট সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ 347-484-6385, 347-686- 5591.

মহিলা রুমমেট চাই

ইয়াংকি ষ্টেডিয়ামের কাছে ১টি রুম একজন মহিলা/ছাত্রী এর কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। Bronx এর D train এর কাছে। যোগাযোগ: 986-837-7230

এটিক ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে এলমহার্স্ট হসপিটালের নিকটস্থ ১ রুম বিশিষ্ট এটিক ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 929-641-7531, 646-715-4701

স্টুডিও ভাড়া

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ড এবং ১০৮ এভিনিউতে ফুল রিনোভেটেড সেমি-বেসমেন্টে একটি স্টুডিও ১জন স্টুডেন্ট/ ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। ফোন: 718- 839-5479

বেসমেন্ট ও এ্যাটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Holis 197-03 99th road এর সুন্দর পরিবেশে এক বেডরুমের বেসমেন্ট এবং এক বেডরুমের এ্যাটিক কিচেন , বাথরুম শেয়ারসহ দুই জন নামাজী ব্যাচেলার অথবা স্টুডেন্টের নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707

আইন প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসিপশনিস্ট আবশ্যক

কুইন্সের একটি প্রতিষ্টিত ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন প্রতিষ্ঠানে রিসিপশনিষ্ট নিয়োগ করা হবে। প্রার্থীকে খুবই অরগেনাইজড, কমিনিউকেশনে ও জনসংযোগে দক্ষ হতে হবে। ইংরেজির সাথে বাংলায় কথা বলা জানতে হবে। আইন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। আকর্ষনীয় বেতন ও সুবধাদি দেয়া হবে। রিজুমি ইমেইল করুনঃ ravi@gehilaw.com

আবশ্যক

বাইরের ষ্টেটে শপিং মলে কাজ করার জন্য কয়েকজন ছেলে/ মেয়ে আবশ্যক। সেলফোন ষ্টোর ও রিপেয়ার সপ। কাজ না জানলেও চলবে। আমাদের রয়েছে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা। আর্কষনীয় বেতনও থাকার ব্যবস্থা। যোগাযোগ: 513-306-2096, 425-900-3305

হাউজ কীপার আবশ্যক

ফ্যামিলি বাসায় (অনুর্ধ ৪০ বছরের ফিমেল) হাউস কীপার আবশ্যক। লেখাপড়া জানা থাকলে অফিস সহকারী হিসেবে পার্ট টাইম কাজও দেয়া হবে। বেতনঃ $15/Hour যোগাযোগ: ৯১৭-৭২২-১৪০৫

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পাটনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854. Email: amrsolarllc@yahoo.com

বাসা ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকায় ১২০ এভিনিউ এবং গাই আর বোলবার্ডএ ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম বাসা ভাড়া যাবে জুন মাস থেকে। ফোন: 718 415 8871, 718 902 9461.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

সেমিবেসমেন্ট গ্যারেজসহ ভাড়া হবে। ২ বেডরুম, কিচেন, বাথ, লিভিং এখনই ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: 347-484-6385, 347-686- 5591.

বেসমেন্ট ভাড়া

150-16 Shore Ave Jamaica Ny 11433 1 বেডরুম এর বেসমেন্ট ভারা দেওয়া হবে। সাথে বাথরুম রান্নাঘর আর ছোটো একটি লিভিং রুম আছে। বাসার পাশেই মসজিদ, স্কুল, বাংলাদেশী গ্রোসারী এবং বাস ও ট্রেন বাসার কাছে। ই/জে ১০ মিনিটের হাঁটা দূরত্ব। মোবাইল: (646) - 717-7404.

বেসমেন্ট ভাড়া

এস্টোরিয়া ৪৬ স্ট্রীট সাবওয়ে আর, এম, ই ট্রেনের অতি নিকটে দুই বেডরুমের একটি বেসমেন্টের একটি রুম শুধু ভদ্র, শিক্ষিত, অধুমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারদের নিকট ভাড়া দেয়া হবে । কিচেন ও লিভিং রুম শেয়ার করতে হবে। 347-438-7884.

বেসমেন্ট ভাড়া

বেসমেন্টে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। মে মাসের ১ তারিখ থেকে। ঠিকানাঃ ১০৫-১৪, ইনউড, স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩৫। যোগাযোগঃ 917-650-0546

এটিক ভাড়া দেওয়া হবে

Hollis এ 197-03 99th road এর কাছে সুন্দর পরিবেশে সম্পূর্ণ রেনভেটেড ২টি রুম কিচেন বাথরুমসহ ৩জন ব্যাচেলার অথবা ছাত্রের কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: 347-986-4707 (২৪ ঘন্টা পাকিং এর সুবিধা আছে)

বেবি সিটার আবশ্যক

NewHyde Park এ N25/N26 Bus Stop থেকে ১০ মিনিট হাঁটা দূরে Part Time Babysitter আবশ্যক। সপ্তাহে ৫ দিন; 2 pm to 6pm. মেসেজ রাখুন 929-225-9363

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন **(৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২**

হাউস কীপার আবশ্যক

জ্যামায়কার হিলসাইড ও ১৬৯ স্ট্রীটে একজন বয়স্ক মহিলাকে সপ্তাহের ৬ দিন দেখাশুনার জন্য একজন অভিজ্ঞ মহিলা হাউস কীপার আবশ্যক । **থাকা-খাওয়া ফ্রি + আকর্ষণীয় বেতন** । দীর্ঘমেয়াদী চিন্তায় বিশ্বাসী শুধুমাত্র সিরিয়াস প্রার্থীগণ কল করুন ।
ফোন: **৩৪৭-৪৪৫-৫০৯৩**, ৯১৭-৪৩৫-৯৪১৬

ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর** ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাক্টর প্রয়োজন ।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

ওমরা ভিসা, হজ্বের জন্য প্যাকেজসহ যেকোনো বিমানযাত্রার সব ব্যবস্থার জন্য আমাদের পেশাদারিত্ব আর বিশ্বস্থতার প্রতিষ্ঠান। দয়া করে ফোনে বা ইমেইলে যোগাযোগ করুন।

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।

যোগাযোগ সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া হবে ফ্লোরাল পার্ক এলাকায়। 9440-240th Street, Floral Park 11001, 2nd Floor and Atik. ৩ বেড, ২ বাথ। ভাড়া হবে জুন ১ তারিখ ১০৭ এভিনিউ থেকে। 347-666-5727. টিসি- বেড, লিভিং, কি

বাসা ভাড়া

উডসাইডে ৭ ট্রেনের ৪৬ স্ট্রীট-এ সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে ১লা জুন হতে দুই বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: 718- 808-2049, 718-808-3360.

রুম ভাড়া

উডসাইড ৫০ এভিনিউ ৬৩ স্ট্রীট প্রাউভেট হাউজের ১টি রুম ভাড়া হবে ব্যাচেলারের কাছে ১লা জুন থেকে। ফোন: 718-749-7711.

রুম ভাড়া

১৬১ নরমাল রোড জ্যামাইকায় পারসন্স বুলেভার্ডের ২ ব্লকের মধ্যে ছোট পরিবারের সাথে আলাদা বাথরুম ও ফ্রিজসহ একটি রুম ভাড়া হবে। স্বামী-স্ত্রী ও ১ বাচ্চাসহ ১ জুন থেকে বড় একরুম ভাড়া হবে। ১০৫০ ডলার (বিলসহ)। ফোন: 347-659-5543, 646-575- 6771.

রুম ভাড়া

হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন এপার্টমেন্ট হাউজে এটাচড বাথরুমসহ রুম ভাড়া হবে । 347-552-9360. (১২টা থেকে রাত ৭টা)।

ব্রঙ্কসে অফিস ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসেল হিল এন্ড জেরেগা ওয়েসচেষ্টার এভিনিউতে ১০ রুমের অফিস ভাড়া হবে। ডাক্তার অফিস হলে ভাল হয়। ইকবাল-347-337-2144

পাত্র চাই

সিলেটি পিতামাতার নিউইয়র্কে জন্ম নেয়া ডাক্তার এবং মে মাস থেকে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি প্রাপ্ত (২৬-৫-৬) নামাজি ও হিজাবী পাত্রীর জন্য ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 646-577-8290, e-mail: zamanmehdad227@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগঃ516-247-8260 Email: jj1831847@gmail.com

পাত্রী চাই

US সিটিজেন ডিভোর্স পাত্রের জন্য (৫৫) ৫ ফট ৬" শিক্ষাগত যোগ্যতা ইন্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরিজীবি সু প্রতিষ্ঠিত মুসলিম পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স বা বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে পাত্রী চাই। 646-707-9614

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্রপাত্রীর খোঁজে

অভিভাবক বা পাত্রপাত্রী নিজে যোগাযোগ করুন। কোন ফি নাই। সম্পূর্ণ অলাভজনক সেবামূলক উদ্যোগ। যোগাযোগ email: drmah007@gmail.com, **ফোন: ৫৭১–৪৮৯–৯০১৩**

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা.বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

নুসরাত চৌধুরী ফেডারেল আদালতের বিচারক

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতের বিচারক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নুসরাত চৌধুরী। তিনি নিউইয়র্কের (ইস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট) পূর্বাঞ্চলীয় আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নুসরাতকে নিয়োগ দেওয়ার এ প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ৫০-৪৯ ভোটে পাস হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও সিনেটর চাক শুমার গতকাল বৃহস্পতিবার এ খবর নিশ্চিত করেন। ১৫ জুন দুপুরে ডেমোক্র্যাট নেতা শুমার টুইটারে নুসরাত চৌধুরীর একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ওই ছবির সঙ্গে দেওয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'নুসরাত চৌধুরী আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নের একজন আইনি পরিচালক (লিগ্যাল ডিরেক্টর)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে তাঁর নাম সুপারিশ করতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি।' যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর হিসেবে ২৪ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করা চাক শুমার আরও লিখেছেন, 'নুসরাত চৌধুরী ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম বাংলাদেশি এবং প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে ফেডারেল বিচারকের দায়িত্ব পালন করবেন।'

নুসরাত চৌধুরী

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৪৬ বয়সী নুসরাত চৌধুরী কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক করেছেন। এরপর ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন তিনি।

২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম মুসলিম ফেডারেল বিচারক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত জাহিদ কুরাইশি।

আটলান্টিক সিটিতে রথযাত্রা ২৪ জুন শনিবার

সুব্রত চৌধুরী

২৪ জুন শনিবার নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উদযাপিত হবে। শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির এন্ড কালচারাল সেন্টার, প্লেনফিল্ড , নিউজার্সির উদ্যোগে ওইদিন দুপুর ১ টায় আটলান্টিক সিটির বোর্ডওয়াক সংলগ্ন নিউ জার্সি এভিনিউ থেকে রথযাত্রা শুরু হয়ে দুপুর ৩টায় বোর্ডওয়াকের কেনেডি প্লাজায় এসে শেষ হবে। রথযাত্রার বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা, হরিনাম সংকীর্তন, বিশ্বশান্তি ও মানবতার মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা।

জ্যামাইকায় খাবার দোকানে আগুন

বিশেষ প্রতিনিধি

জ্যামাইকার ব্যস্ততম বানিজ্যিক এলাকার ১৬৮ স্ট্রীট এবং হিলসাইড এভিনিউ এর কর্নারে অবস্থিত জ্যামাইকা হালাল উইঙ্গিস নামের খাবার দোকানে ১৬ জুন দুপুর ১.৪৫ মিনিটে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়। আগুন লাগার খবর পেয়ে পার্শ্ববর্তী সাবওয়ে স্টেশন সংলগ্ন পারসন ব্লুবার্ডের ফায়ার ব্রিগেড স্টেশন থেকে প্রথমে ৪টি ইউনিট আগুন নেভানোর জন্য দ্রুত ছুটে আসে। আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় পরবর্তীতে ফায়ার সার্ভিসের আরো ২৪ টি ইউনিট যোগ দেয় এবং পুলিশ এসে ঘটনাস্থলের নিয়ন্ত্রন নেয়। আগুন লাগার পর পর হিলসাইড এভিনিউ তে চলাচলকারী সকল প্রকার যান বাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রতক্ষ্যদর্শীদের একজন পথচারী বলেন, হঠাৎ দোকান থেকে প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে, আগুন দেখা না গেলেও বুঝা যাচ্ছে দোকানটিতে কোন কারনে আগুন লেগেছে। উপস্থিত অনেকের ধারনা এলাকার ব্যস্ততম দোকানে সারাদিন প্রচুর চা প্রেমিকরা ভীড় করতেন। সেখানে ব্যবহৃত কোন বৈদ্যুতিক সামগ্রী থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। আগুন লাগার প্রায় দুঘন্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। ফাযার ব্রিগেডের লোকজন অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ দোকান টি ঘিরে রেখেছে।

আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের দিনকে জাতীয় ছুটি ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন সেনাবাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়া উপলক্ষে নতুন ছুটির দিন ঘোষণা করেছে কাবুল। আফগানিস্তানের তালিবান সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে প্রতিবছর ৩১ আগস্ট এই ছুটির দিন পালন করা হবে। ২০২১ সালেই এই দিনই মার্কিন সেনারা আফগানিস্তানের মাটি ছেড়েছিল। ইরানের তাসনিম নিউজ এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে। গত বছর তালেবানের কর্তৃপক্ষ এবং সমর্থকেরা মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেছিল। তাঁরা সাবেক মার্কিন দূতাবাস ভবনের কাছে কাবুলের মাসুদ স্কোয়ারে একটি সমাবেশ করেছিল।

শায়খ আব্দুল মতীন (রহ:) স্মরণে আলোচনা ও দু'আ মাহফিল

ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা

উত্তর আমেরিকা অফিস

সিলেটের নিভৃতচারী আলেমে দ্বীন, কোম্পানীগঞ্জের জামেয়া মুশাহিদিয়া খাগাইল মাদরাসার সাবেক দীর্ঘকালীন নাজিমে তালিমাত, মাওলানা শায়েখ আব্দুল মতিন (রহ:) নিরবে নিভৃতে জীবনভর দ্বীন ইসলামের খেদমত করে গেছেন।ইলমে ওহীর আলো ছড়িয়ে দিতে পুরো জীবনকে উৎসর্গ করেছেন আল্লাহর রাহে। তিনি সমাজবিরোধী কার্যকলাপরোধে যেমন সোচ্চার ছিলেন, পরোপকার ও মানবতার হিতাকাঙ্খী হিসেবে তেমনি নিবেদিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি হেরার রাজতোরণের স্বপ্নে আলোকিত একজন প্রকৃত মানুষ গড়ার কারিগর এবং শালিসি ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

১৫ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ফাউন্ডেশন অফ গ্রেটার জৈন্তা এর উদ্যোগে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা সভা ও দুআ মাহফিলে আলোচকরা উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি মুহাম্মদ বুরহান উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জামীল আনছারীর সাবলীল পরিচালনায় শুরুতে কালামে হাকীম থেকে তেলাওয়াত করেন ইস্ট এলমাস্ট মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতীব ক্বারী মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন।

অতিথিদের মধ্যে মরহুমের জীবন ও কর্ম নিয়ে আলোচনা রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা এর সভাপতি বদরুল হোসেন খান, টাইম টিভির সিইও ও সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, আস সাফা ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী, বায়তুশ শরফ মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা মাহমুদ জাকারিয়া,আমেরিকান মুসলিম সেন্টারের প্রেসিডেন্ট হাফেজ রফিকুল ইসলাম, আন নূর কালচারাল সেন্টারের প্রিন্সিপাল মুফতি মোহাম্মদ ইসমাইল, রাহমানিয়া ট্রাভেলস এর সত্তাধিকারী মাওলানা কুতুবউদ্দিন মাহমুদ,আই টিভির সিইও মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ,টাইম টিভির পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, টাইম টিভির হেড অব দ্যা নিউজ ইকবাল মাহমুদ, সাংবাদিক এমদাদ চৌধুরী দীপু, জৈন্তাপুর প্রবাসী গ্রুপের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক ফয়েজ আহমদ, দারুল আহনাফ নিউইয়র্ক এর প্রেসিডেন্ট মাওলানা রশীদ জামীল প্রমুখ।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD.

Board certified internal medicine

Attending physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn. Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়
পরিষেবা/চিকিৎসা

- ফিজিক্যাল এক্সাম
- স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা
- টিএলসি এক্সাম
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা
- চর্মরোগ
- ডায়বেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- থাইরয়েড
- এজমা
- ব্যাকের ব্যথা
- যৌন রোগ

TREATMENT / SERVICES

- COMPLETE PHYSICAL
- HIGH BLOOD PRESSURE
- SCHOOL /JOB PHYSICAL
- HIGH CHOLESTEROL
- TLC
- ASTHMA
- VACCINATION
- SKIN PROBLEM
- DIABETES
- EKG

Please call for Appointment
At# 917-503-5002

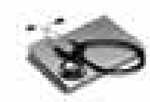

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

Jamaica office
167-02 Highland Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 297-4444 & (917) 503-5006
Fax: (718) 297-4443& (917) 503-5005
Office Hours:
Monday & Thursday, 5pm-9pm
Wednesday & Friday, Sunday 9am-3pm

Jackson Heights office
40-37 76th Street, 1st Floor, Elmhurst, NY 11373
Phone: (917) 503-5002 & (718) 533-0002
Fax: (917) 503-5004 & (718) 533-0005
Office Hours:
Monday, Tuesday Thursday
9am-3pm
Wednesday & Friday
5pm-9pm
Sunday: Lab. Work only.
9am-1pm

Tel: 917-503-5002,
Fax: 917-503-5004

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে থাকি
যাদের স্বাস্থ্যবীমা নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করে থাকি

We accept all major insurances including Medicare, Medicaid

True Medical Care P.C.

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373 167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica, NY 11432

আমেরিকায় নতুন এসেছেন- থেকে যেতে চান; পলেটিক্যাল এসাইলাম করবেন নাকি স্টুডেন্ট, এল১, ই২ ভিসা- কোনটা? এমপ্লয়মেন্ট-বেইজড-গ্রীনকার্ডও আছে। আমাদের সংগে কথা বলুন, বুঝুন আগে সবকিছু- তারপর যা হয় করুন।

বহু বছর যাবৎ আমেরিকায় আছেন কিন্তু নানা জটিলতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভাল কাগজ বা তথ্যের কারণে আটকে রয়েছে আপনার প্রসেসিং। আপনার প্রয়োজন ওয়ার্ক পারমিট, সোসাল, ট্রাভেল ডকিউমেন্ট। এবং ফাইনালী গ্রীনকার্ড। এরপর সিটিজেনশীপ। যেখানেই সমস্যা সেখানেই সমাধানও।

যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, বি১বি২ বা এফ১এফ২, সি-১ ট্রানজিট বা মেক্সিকো বর্ডার দিয়ে ইন্সপেকশন ছাড়া- সব সমস্যারই সমাধান আছে। বিয়ের মাধ্যমে গ্রীনকার্ড পেয়েছেন কিন্তু স্পাউসের অসহযোগিতার কারণে 'কন্ডিশন' রিমোভ করতে পারছেন না, হুমকী খাচ্ছেন! অথবা, সিটিজেন বিয়ে করার পরও নানা কারণে-জটিলতায় গ্রীনকার্ড পাচ্ছেন না। আইন কিন্তু আপনারই পক্ষে, শুধুমাত্র সবকিছু বুঝতে হবে, সমস্যানুযায়ী সমাধান করতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে স্পাউস-ভাই-বন্ধু-আত্মীয়কে আমেরিকায় আনতে চাচ্ছেন কিন্তু 'রাস্তা' খুঁজে পাচ্ছেন না! ইংরেজীতে সিটিজেনশীপ পরীক্ষা দিতে পারছেন না, অসুস্থ্য। এসব সমস্যারও সমাধান রয়েছে। ইমিগ্রেশনের প্রতিটি ধাপের প্রতিটি সমস্যা নিয়েই আমরা কাজ করি, সহযোগীতা করি।

নিউ ইয়র্কে রয়েছেন কিন্তু মেডিকেল ইন্সুরেন্স নেই ফ্রি চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না! আমরা আছি- কোন অসুবিধে নেই। পেয়ে যাবেন ড্রাইভার লাইসেন্সও। ব্যাংক একাউন্ট, নতুন কোম্পানী, নিজের নামে ইআইএন সবই হবে।

আমরা সহযোগীতা করছি। সকল সমস্যারই সমাধান আছে।
কল করুন বা এসএমএস (টেক্সট) করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

বাড়ি বিক্রয়

ব্রঙ্কসে E 229 ষ্ট্রিটে বাড়ি বিক্রয় হবে। Sell by Owner. বাড়িটিতে স্বতন্ত্র ভাবে তিন পরিবার বসবাস করতে করতে পারবে। মূল্য 4 লাখ 75 হাজার ডলার। 929-218-3748

EMPLOYMENT AGENCY
Can help you get a job and also find the best employees

Baby Sitter, Housekeeper,
Companion aide constructions
Factory, warehouse, driver,
Customer service, clerical day
Work easher sales, general help
Restaurant and more

Phone: 929-431- 4206
Address: 37-22 - 73 Street Jackson Heights, Ny - 11372

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার আলোচনা সভা

উত্তর আমেরিকা অফিস

জাতীয়পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার এক আলোচনা সভা ১৩ জুন মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ টায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য ও শাখা সভাপতি মোহাম্মদ এ বার ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক লায়ন আসেফ বারী টুটুলের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় । সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা সৈয়দ শওকত আলী , তোফায়েল চৌধুরী, কেন্দ্রিয় সদস্য আবদূন নূর , সহ সভাপতি এস এম ইকবাল , যুগ্ম সাধারন সম্পাদক এডভোকেট আবদুল হাই কাইয়ুম, মো আকরামুজ্জামান, মহিলা সম্পাদিকা হাবিবা বেগম, হাজী মাহতাব উদ্দিন ,প্রচার সম্পাদক শাহজাহান সাজু, যুব সংহতির সভাপতি আবদুল কাদির লিপু ও যুগ্ম সম্পাদক শক্তি দাশ গুপ্ত প্রমুখ।

সভায় বাংলাদেশে সদ্য অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বরিশাল ও খুলনায় ব্যাপক কারচুপি ও প্রার্থীদের উপর হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় ।আগামী ২১ জুন অনুষ্ঠিত সিলেট ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থীদের নির্বাচিত করে ঘুষ, দূর্নীতি , ব্যাংক লুট , রাহাজানি সহ দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানান ।

সভায় আগামী ১৪ জুলাই শুক্রবার জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু আলহাজ্ব হুসেইন মোহম্মদ এরশাদের ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালন করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহন করা হয় । ঐ দিন দিনব্যাপী মিলাদ এবং দোয়া মহফিল সহ জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সহযোগীতায় দিন ব্যাপী তবারক বিতরন সহ চিরঞ্জীব এরশাদ এর জীবনী সম্বলিত স্মরণিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সভায় বক্তাগণ জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান পল্লীবন্ধু আলহাজ্ব হুসেইন মোহম্মদ এরশাদের উন্নয়নের রাজনীতি এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ জিএম কাদেরের হাতকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

এন মজুমদার স্থানীয় প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত

উত্তর আমেরিকা অফিস

ব্রঙ্কস কমিউনিটি বোর্ড ৯ এর সদস্য বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ এন মজুমদার স্থানীয় প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন। প্রতি দুই বছর অন্তর এই মনোনয়ন দেয়া হয়। কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারদের থেকে প্ল্যানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়। নিউইয়র্কে প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান হিসেবে মোহাম্মদ এন, মজুমদার নিউইয়র্ক সিটি কমিউনিটি বোর্ড-৯ (ব্রঙ্কস) এর প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। স্থানীয় আইনশৃংখলা, নির্বাচিত প্রতিনিধির পরামর্শ, ভূমি ব্যবহারসহ জনকল্যাণমূলক বহু সিদ্ধান্ত কমিউনিটি বোর্ডসমূহে গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় সিটি কাউন্সিল মেম্বার, এসেম্বলিম্যান, ষ্টেট সিনেটরদের সুপারিশক্রমে বরো প্রেসিডেন্ট দুই বছরের জন্য কমিউনিটি বোর্ড মেম্বারদের মনোনয়ন দেন এবং প্রতি দুই বছর অন্তর তিনি তা নবায়ন করেন। এদিকে, মোহাম্মদ এন, মজুমদার নিউইয়র্ক সিটি কমিউনিটি বোর্ড-৯ (ব্রঙ্কস) এর প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় ব্রঙ্কস বাংলাদেশী কমিউনিটি গত ১৫ জুন খলিল বিরিয়ানীর হালাল চাইনিজে এক আনন্দ সমাবেশের আয়োজন করে। এতে মোহাম্মদ এন, মজুমদার ছাড়াও কমিউনিটি নের্তৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। এসময় তাকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান হয়।

গাইতে ও নির্দেশনা দিতে আমেরিকা আসছেন ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়

রোকেয়া দীপা

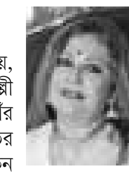

ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চকবির গানের শিল্পী হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে থাকেন ঋদ্ধি, বাড়ি বীরভূমে। সংগীত-সংস্কৃতিতে পূর্ণ হৃদয় নিয়ে মানুষের জন্য কাজ করার অভ্যাস তাঁকে করেছে অনন্য। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এবং কাজী নজরুলের সুর ও সংগীতকে ঘিরে ‘পঞ্চকবির’ গান করেন তিনি। ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় ২১ জুন আসছেন আমেরিকাতে। মুঠোফোনে তাঁর সাথে কথা বলে জানতে চাইলাম আমেরিকায় আসার কারণ। তিনি জানালেন 'আমেরিকাতে প্রায় আমার আসা হয় নানা কারণে। বাংলাদেশকে সব সময় নিজের দেশ মনে করেন ঋদ্ধি। প্রসঙ্গ উঠতেই বলবেন, ‘এই দেশের সঙ্গে আমার নাড়ির টান আছে। দাদাবাড়ি ফরিদপুর, নানাবাড়ি রংপুর, সেই অর্থে এই দেশেরই মানুষ আমি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

ঢাকা ডেস্ক

আগামী ৪ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দূতাবাস আয়োজন করবে এক ভিন্নধর্মী আলোকচিত্র প্রদর্শনী। বাংলাদেশে প্রদর্শন করা হবে আমেরিকানদের ফটোগ্রাফ, আর যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের। আর এই ছবি সংগ্রহ করতে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। দূতাবাসের ফেসবুকে পেইজে এ কথা জানানো হয়। দূতাবাস বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৪৭তম বার্ষিকী এবং যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে ৫০ বছরেরও বেশি সময়ের অংশীদারিত্ব উদযাপনের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পরিকল্পনা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে বাংলাদেশীদের ছবি এবং বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় আমেরিকানদের ছবি প্রদর্শন করা। তবে এ কাজে আমাদের প্রয়োজন আপনাদের সহায়তা! আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে এবং আমেরিকার সর্ববৃহৎ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী বা ভ্রমণ করেছেন এমন বাংলাদেশী ও বাংলাদেশে বসবাসকারী আমেরিকানদেরকে আমরা একটি আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি।

অনুগ্রহ করে আমাদের ইমেইলে যুক্তরাষ্ট্র/ বাংলাদেশের জীবনযাত্রা বা ভ্রমণের ছবি পাঠান এবং লিখে জানান কেন ছবিটি আপনার কাছে বিশেষভাবে প্রিয় এবং ছবিটি কোথায় তোলা হয়েছে (বিশেষত কোন রাজ্য বা জেলায়)। নির্বাচিত ছবিগুলো মুদ্রণ করে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করাসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা হবে এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসে স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতে পারে।

নিউইয়র্কে পিৎজা উৎসব

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সিটিতে প্রথম বারের মতো ১০দিন ব্যাপী পিৎজা উৎসব শুরু হচ্ছে। টিএফ কোরনেস্টোন, ক্যাপুটোর মার্কেট অ্যান্ড ডেলি এবং লাভাজা কফি কোম্পানি যৌথ উদ্যোগে এ পিৎজা উৎসবের আয়োজন করেছে। লং আইল্যান্ড সিটির ৫২-০৩ সেন্টার বুলেভার্ডে ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পিৎজা উৎসব চলবে। প্রতিদিন বেলা ১টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। কোন প্রবেশ মূল্য ছাড়াই সকলে এ উৎসবে যোগ দিয়ে সারা বিশ্বের পিৎজা বৈচিত্র্য উপভোগ করা যাবে।

নিউইয়র্ক পিৎজা উৎসব বিখ্যাত খাবার পিৎজা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে জানার সুযোগ সৃষ্টি করবে। নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকায় পিৎজা সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার হিসেবে পরিচিত। পিৎজা তৈরিতে এখন নানা বৈচিত্র্য এসেছে। ঐতিহ্যবাহী আদি পিৎজার ধরন আমেরিকায় বিভিন্ন জায়গায়ই পাল্টে গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে গুলিতে নিহত ৫, আহত ৪১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে বন্দুকধারীদের গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ৪১ জন। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো, ওয়াশিংটন, পেনসিলভানিয়া, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া, বাল্টিমোর ও সেন্ট লুইসে এসব ঘটনা ঘটেছে। তবে এগুলোকে গণহত্যা হলা যাচ্ছে না, কারণ কোনো জায়গায় মৃতের সংখ্যা চার বা তার বেশি হয়নি।

সেন্ট লুইসে ১৮ জুন রোববার উঠতি বয়সীদের পার্টিতে বন্দুকধারীর গুলিতে এক কিশোর (১৭) মারা গেছে। রাত ১টা নাগাদ সেখানে গুলি চলে। এ ঘটনায় অন্তত আরও ৯ জন আহত হয়েছেন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শিকাগো থেকে ২০ মাইল দূরে উইলব্রুকে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কয়েক শ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেখানে গুলিতে ২৩ জন আহত হয়েছেন। একজনের অবস্থা গুরুতর। শহরের শেরিফ জানিয়েছেন, একাধিক মানুষ গুলি চালায়। কেন এই গুলি চালানো হয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

১৭ জুন শনিবার রাতে ওয়াশিংটন স্টেট ক্যাম্প গ্রাউন্ডে কনসার্টে গুলি চালায় এক বন্দুকধারী। এতে দুজন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরও দুজন। পরে পুলিশের গুলিতে ঘাতক আহত হন ও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর সারা রাত কনসার্ট চললেও, রোববার তা বাতিল করা হয়। পেনসিলভানিয়াতে ১৭ জুন শনিবার সকালে পুলিশের ব্যারাকে এক বন্দুকধারীর হামলায় এক পুলিশ সদস্য মারা গেছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অপর আরেক পুলিশ সদস্য। গতকাল রোববার পুলিশ জানিয়েছে, বন্দুকধারী রাইফেল থেকে গুলি চালায়। পরে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে সে মারা যায়। তবে কেন ওই ব্যক্তি পুলিশকে আক্রমণ করেছিল, তা জানা যায়নি।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৭ জুন শনিবার একটি পুল পার্টিতে বন্দুক হামলায় ৯ জন আহত হয়েছেন।

শোক সংবাদ

উত্তর আমেরিকা অফিস

সৈয়দ নজরুল হক

জালালাবাদ সোসাইটি অব মিশিগানের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নজরুল হক (৭০) মিশিগানে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিন দশকের বেশি সময় থেকে আমেরিকা প্রবাসী সৈয়দ নজরুল হক অসুস্থতা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ১৬ জুন শুক্রবার বিকেল ৪:৩৯ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সিলেটের বয়ানীবাজার উপজেলার শালেশ্বর গ্রামের সৈয়দ নজরুল হক প্রবাসী হওয়ার আগে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও দুই ছেলে সন্তান রেখে গেছেন। তাঁরা দেশে থাকেন। শুক্রবার এশার নামাজের পর স্থানীয় নুর মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জালালাবাদ সোসাইটি অব মিশিগানের সভাপতি মোঃ এ হোসান সুলেমান মরহুম সৈয়দ নজরুল হকের জন্য সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার: গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের ফরহাদ হোসেন আজাদকে সংবর্ধনা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ১৯ জুন সোমবার বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ফরহাদ হোসেন আজাদকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে। অনুষ্ঠানে ফরহাদ হোসেন বলেন, হাসিনার সরকারের পতন সময়ের ব্যাপার মাত্র। তারেক রহমানই হবেন বাংলাদেশের রাষ্ট্র নায়ক। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পালানোর সময় পাবে না। এতে সভাপতিত্ব করেন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সভাপতি রাফায়েল তালুকদার। যৌথভাবে সভাটি পরিচালনা করেন আবুল কাশেম, আশরাফুজ্জামান ও মোহাব্বত আকন্দ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রয় নেতা গিয়াস আহমেদ, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম ভূইয়া। সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতা করেন পারভেজ সাজ্জাদ, জাকির এইচ চৌধুরী, মাওলানা অলিউল্লাহ আতিক,বীর মুক্তিযোদ্ধা মশিউর রহমান,অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম,সাইফুর রহমান খান হারুন, ইলিয়াস হোসেন, ফারুক চৌধুরী, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দি,গোলাম হোসেন, মিজানুর রহমান, জাকির চ্যেধুরী, মাহমুদা সুলতানা, রুহুল সরকার, মনির হোসেন, রুবেল হাসান, এলান চৌধুরী, দিদার চৌধুরী, রিয়াজ মাহমুদ, মিয়া অঅলম পাখি, বাদল মির্জা, রুহমুল ইসলাম প্রিন্স ও ফয়েজ চৌধুরী।

শফি মন্ডলের কণ্ঠে রাজুব ভৌমিকের গান

উত্তর আমেরিকা অফিস

বাউল গানের জনপ্রিয় শিল্পী শফি মণ্ডল সম্প্রতি কবি রাজুব ভৌমিকের লেখা 'মন মরণের দোলাচলে' গানটির রেকর্ডিং কাজ শেষ করেছেন। জীবনের নানা সংগ্রাম নিয়ে লেখা এটি একটি ভিন্নধর্মী বাউল গান। মিরর এক্সক্লুসিভের ব্যানারে নির্মিত এই গানে সুর করেছেন পীর তানিম আহমেদ এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জাহিদ বাশার পঙ্কজ।

গানটির রেকর্ডিং এবং মিউজিক ভিডিওর শুটিং শেষে বাউল শফি মণ্ডল বলেন, "অনেকদিন পর একটি সুন্দর গান গেয়েছি। একজন ডক্টর, একজন পীর এবং একজন ফকিরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এই গান। আশা করি আপনারা সবাই গানটি শুনবেন ও দেখবেন।"

গানটি নিয়ে রাজুব ভৌমিক বলেন, "সাধারণত বাউল গান মানে আমাদের দেহের মধ্যে ঈশ্বরকে পাওয়ার তীব্র ব্যাকুলতাকেই বোঝায়।

৩৭ তম ডালাস ফোবানার প্রস্তুতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রবাসীরা ২০২৩ সালের ডালাস ফোবানা নিয়ে আশাবাদী।

৩৭ তম ফোবানার ভেন্যুটা এবার বেশ আলোচিত, ইরভিং সেন্টারের বিশাল আয়োজন বসবে । ইরভিং কনভেশন সেন্টার, লাস কলোনাস বুলভার্ড এর বিশাল হল রুম ও নানা সুযোগ সুবিধে ৩৭ তম ফোবানার বাড়তি আকর্ষন।

কনভেনর হাসমত মোবিন জানান, আমাদের চেষ্টা থাকবে ডালাসে ফোবানাটা অনেক আকর্ষনীয় ও অংশগ্রহণমুলক করে তোলা। অনেক্গুলো নতুন সেগমেন্ট যুক্ত হবে।

মেম্বার সেক্রেটারি সামসুদদোহা সাগর জানান, আমরা দিন রাত কাজ করছি, নানা নতুনত্বে ভরপুর থাকবে ডালাস ফোবানা।

ডালাস ফোবানার গেস্ট রিলেশন এর দায়িত্বে কমিউনিটি নেতা রানা ওয়াদুদ জানান, আপনি আপনারা ফোবানা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি শুনবেন, মুল ফোবানা একটাই। ৩৭ তম ডালাস ফোবানা, ফোবানা একটি নিয়মে ও শৃঙ্খলায় চলা সংগঠন।

ফোবানার চেয়ারম্যান এহসান চৌ হিরো জানান, ডালাস ফোবানায় আমরা সকলের অংশগ্রহণ চাই, সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। উত্তর আমেরিকায় ফোবানা একটি, সেটা ডালাস ফোবানা। ফোবানার এক্জিকিউটিভ সেক্রেটারি নাহিদুল খান সাহেল বলেন, ফোবানা তার চলমান ধারাবাহিকতায় ৩৭ তম ফোবানা করছে। একটি রেস্টুরেন্ট বসে কয়েকজন চা নাস্তা করে ঘোষনা দিলে ফোবানা হয় না। ফোবানা একটি সুসংগঠিত প্লাটফর্ম। প্রতিবছর নির্বাচনের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন হয়।

ডালাস ফোবানার কালচারাল সেক্রেটারি শেখ লিমন জানান, আমরা ডালাস ফোবানায় একটি ভাল কিছু উপহার দেবার চেষ্টা থাকবে। প্রাথমিক শিল্পীর একটি তালিকা তৈরী হয়েছে, সেটা আরোও আপডেট হবে। দেশের স্বনামধন্য অনেকেই থাকবেন। আমাদের দিনরাত রিহার্সাল চলছে। নানা সেগমেন্ট এ কাজ হচ্ছে। উত্তর আমেরিকার শিল্পীরা মুল্যায়ন পাবেন।

৩৭ তম ডালাস ফোবানার হোস্ট বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব নর্থ টেক্সাস (বান্ট) এর হোস্টিং এ ফোবানা হলেও হোস্ট কমিটিতে নানা প্রফেশনালদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মিডিয়া টিমের মুল দায়িত্বে আছেন রেজা রহামান ও সাংবাদিক জুয়েল সাদত। এবারের ডালাস ফোবানার মুল ভেন্যুর পাশের দুটো হোটেলই মুল আকর্ষন। আরভিং কনভেনশন সেন্টার টা বিশাল, পুরো সেন্টারটা ফোবানার জন্য ব্যবহৃত হবে।

২০ জুন মিডিয়া টীমের জুয়েল সাদতের সাথে ওয়াশিংটন দুতাবাসের মিনিস্টার কমার্স সেলিম রেজার একটি ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে, প্রবাসীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাংলাদেশী পন্য ইমপোর্টের উপর দুতাবাস সেমিনার ও তথ্য কেন্দ্র করবে ফোবানায়।

৩৭ তম ফোবানার কনভেনর হাসমত মোবিন জানান, চীফ গেস্ট ও আমন্ত্রীত অতিথি হিসাবে সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ খান, বুয়েটের উপাচার্য ডক্টর সুব্রত, প্রফেসর আব্দুল্লা আবু সাইদ ও শিল্পী মোস্তাফা মনওয়ার থাকার সম্ভাবনা। ডালাস ফোবানায় থাকছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, সেমিনার, কাব্য জলসা, বিজনেস লাউঞ্জ, বই মেলা, ব্যান্ড শো, গীতি নাট্য, ফ্যাশন শো, ইউথ ফোরাম ও স্কলারশীপ। শিল্পীদের মধ্য থাকছেন সৈয়দ আব্দুল হাদী, কনক চাপা, রিজিয়া পারভীন, কনা, ডলি সায়ন্তনি, ইমরান সহ আরো অর্ধ শতাধিক শিল্পী। শিল্পীদের তালিকা পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন ঘটবে বলে জানান কালাচারাল কমিটি।

তবে সামগ্রিক বিচারে ডালাস ফোবানা হবে আকর্ষনীয়। যে কোন তথ্যের জন্য করার যোগাযোগ করা যাবে এই সাইটে Dallasfobana2023.com।

নির্বাচনের সঙ্গে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সুষ্ঠু নির্বাচনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হলো বিএনপিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত অগণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অপশক্তি।

অগণতান্ত্রিক পন্থায় সামরিক সেনাছাউনিতে প্রতিষ্ঠিত বিএনপি সর্বদা গণতন্ত্রপরিপন্থী কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে, তখনই দেশের অগ্রসরমাণ গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিপরীতে আওয়ামী লীগ এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারসহ ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুদীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম করেছে।

কাদের আরও বলেন, প্রায় দেড় দশক ধরে শেখ হাসিনা ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকায় দেশের গণতন্ত্র অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

শেখ হাসিনা থাকলে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মানুষের কথা। সে জন্য আমরা খুব পরিষ্কার করে বলছি যে এই সরকারের অধীনে আমরা কোনো নির্বাচনে যাব না।'

রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে গতকাল বুধবার বিকেলে এক সেমিনারে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'পঞ্চদশ সংশোধনীর সাংবিধানিকতা: নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার এখনো সংবিধানসম্মত' শীর্ষক এই সেমিনারের আয়োজন করে বিএনপি।

সেমিনারে মির্জা ফখরুল বলেন, 'এখন জাতির সামনে কোনো বিতর্ক নেই, একটাই লক্ষ্য—আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই সরকারকে বাধ্য করতে হবে, একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।'

বিএনপির মহাসচিব বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক দলগুলো সবাই এক জায়গায় প্রায় একমত হয়েছি যে এই সরকারের পদত্যাগ চাই, এই সংসদের বিলুপ্তি চাই। একটি নির্দলীয়, তত্ত্বাবধায়ক

যে নামেই বলি না কেন, সেই সরকারের কাছে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়ার কথা বলি। একটা দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে জনগণের সামনে এই বিষয়টা উপস্থাপন করা।'

ফখরুল বলেন, নির্বাচন ছাড়া জনগণের ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো উপায় নেই। জনগণের প্রতিনিধিদের ক্ষমতায় যেতে হলে অবশ্যই নিরপেক্ষ নির্বাচন হতে হবে। আন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারকে দাবি মেনে নিতে বাধ্য করতে হবে।

'বাকশাল প্রতিষ্ঠা করতেই আওয়ামী লীগ সুপরিকল্পিতভাবে পঞ্চদশ সংশোধনী এনেছে'—এমন মন্তব্য করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, 'এ বিষয়গুলো মানুষের কাছে পরিষ্কার। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি, লড়াই করছি।'

সেমিনারে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, আব্দুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, সেলিমা রহমানসহ দলের আরও অনেক নেতা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মে. জে. (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণতন্ত্র মঞ্চের নেতা হাসনাত কাইয়ুম, সাইফুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নুরুল হক ব্যাপারীসহ সংবিধান বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মান দূতাবাস, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই)-এর প্রতিনিধিরাও অংশ নেন।

সেন্ট মার্টিন লিজ দিলে ক্ষমতায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিএনপি ক্ষমতায় এসেছিল কীভাবে?

তখন তো গ্যাস বিক্রি করার মুচলেকা দিয়েই ক্ষমতায় এসেছিল। তাহলে এখন তারা দেশ বিক্রি করবে! নাকি সেন্ট মার্টিন দ্বীপ বিক্রির মুচলেকা দিয়ে ক্ষমতায় আসতে চায়। আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা। আমার হাত থেকে এই দেশের কোনো সম্পদ বিক্রি করে ক্ষমতায় আসতে চাই না।' সরকারপ্রধান আরও বলেন, 'আমার দেশের মাটি ব্যবহার করে কোনো দেশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাবে। কাউকে আক্রমণ করবে। এই ধরনের কাজ আমরা হতে দেব না।'

ভারত কী করবে, সেটা তাদের ব্যাপার

এক সাংবাদিক প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমরা কি আশা করতে পারি, দেশটি আমাদের নির্বাচনের বিষয়ে আমেরিকা যে ভূমিকা রাখছে তার নিন্দা করবে বা আমাদের নির্বাচনের জন্য ভূমিকা রাখবে?

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব রয়েছে। কিন্তু ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি দেশ। যার নিজের সার্বভৌমত্ব আছে। কাজেই তারা কী করবে, না করবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ওপর। আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে। শুধু এটুকু বলতে পারি।

মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের অভিযোগ মিথ্যা

মার্কিন কয়েকজন কংগ্রেসম্যান তাঁদের লেখা চিঠিতে বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন, সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকজন এটার প্রতিবাদ করেছেন।

বিএনপির অসুবিধা কোথায়

বিএনপিসহ বিরোধী দল যারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে মাঠে নেমেছে, তাদের অসুবিধা কোথায় জানতে চান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, সমস্যাটা কী? মানুষ দুই বেলা পেট ভরে ভাত খাচ্ছে। এত মুদ্রাস্ফীতির পরেও মানুষের খাবারের অভাব হচ্ছে না। হ্যাঁ, একটু চাপে আছে মানুষ, সেই কষ্টটা আমি বুঝি। তাই আমাদের প্রচেষ্টা আছে।

আগাম নির্বাচন নাকচ

আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা আছে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে সরকারপ্রধান বলেন, কী এমন পরিস্থিতিতে পড়লেন যে নির্বাচন আগে দিয়ে আপনাদেরকে মুক্তি দিতে হবে। নির্বাচন যখন সময় হবে, তখন হবে। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী যখন নির্বাচন হওয়ার সুনির্দিষ্ট সময় আছে, সেই সময়ই নির্বাচন হবে, এটা হলো বাস্তবতা। অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রেখেছি। আপনারা কি চান না, এই গণতান্ত্রিক ধারাটা অব্যাহত থাকুক?

নির্বাচিত ব্যক্তির হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর

আগামী নির্বাচন কোন ফর্মুলায় হবে, সেটা প্রধানমন্ত্রীকে পরিষ্কারভাবে জানানোর জন্য সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেন। জবাবে জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিরোধীরা নানান প্রস্তাব দিচ্ছে বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তবে তিনি জানান, তারা এখন আবার তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায়। এটা সম্পর্কে খালেদা জিয়ার উক্তি ছিল, পাগল আর শিশু ছাড়া কেউ নিরপেক্ষ নাই। একবার যেটা তারাই বাদ দিয়েছে, এ পদ্ধতিটা তারাই নষ্ট করেছে, তারা রাখেনি। সেটাকে তারা আবার ফেরত চাচ্ছে। অথচ উচ্চ আদালতের রায় আছে, সেই মোতাবেক আমাদের সংবিধানও সংশোধন করা হয়েছে। একজন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী বা সরকারপ্রধান আরেকজন নির্বাচিত সরকারপ্রধান দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। এর বাইরে অনির্বাচিত কেউ আসতে পারবে না।

ওরা আন্দোলন করছে করুক

সময়মতো নির্বাচন হবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচন যখন হবার, হবে। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দেবে। জনগণ ভোট দেবে। যদি আমাকে ভোট দেয়, আমি আছি। না হলে নেই। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি। এটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে ২০২৬ সালের মধ্যে। এই ২৬ সালের মধ্যে এটা বাস্তবায়ন করার মতো সক্ষমতা কার আছে? বা কে এটা পারবে? জনগণ তাকে বেছে নেবে। আমার কোনো কিছু করার নেই। সরকারপ্রধান এ নিয়ে আরও বলেন, তারা (বিরোধীরা) কিছু তো কথা বলবেই। আর বললে তো ভালোই। ওরা আন্দোলন করছে করুক। দেখি আমরা।

ডাকাতেরা আমাদের ভোট চোর বলে

বিএনপির প্রতি ইঙ্গিত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করে গণতন্ত্রের প্রবক্তা সেজেছে, স্বাভাবিকভাবে তারা কখনোই এ দেশের কল্যাণ চাইবে না। তারা একটা ঘোলাটে পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইবে। সেখানে দেশি-বিদেশি নানা রকমের লোকই থাকবে। তারা ঘোঁট পাকাবে। শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আমিও কি ভোট চুরি করতে যাব? দুর্ভাগ্য হলো, আমরা ভোটের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করলাম, আর আমাদেরকে ভোট চোর বলে, যারা হলো ভোট ডাকাত।'

ব্রিকসে যোগ দেবে বাংলাদেশ

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সমন্বয়ে গঠিত অর্থনৈতিক জোট ব্রিকসে বাংলাদেশ যোগ দেবে কি না জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ব্রিকসে আমরা যোগ দেব এই কারণে যে ব্রিকস যখন প্রথম থেকে প্রস্তুতি নেয়, তখন আমরা এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা ফাউন্ডার মেম্বার হতে পারিনি। আমরা এখন চেয়েছি এটার মেম্বার হতে।'

রিজার্ভে স্বস্তি ফেরার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে

সরকার অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিরুৎসাহিত করা এবং প্রবাসী আয় উৎসাহিত করার মতো বেশ কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যে নিয়েছে বলে জাতীয় সংসদে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এর ফলে ভবিষ্যতে রিজার্ভে স্বস্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। গতকাল জাতীয় সংসদে সরকারি দলের সংসদ সদস্য শহীদুজ্জামান সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রী।

লড়ছেন বাংলাদেশী- আমেরিকান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সকল ভোটারের ভোট প্রার্থনা করেছেন।

প্রাইমারী নির্বাচন ২৭ জুন, মঙ্গলবার। আর্লি ভোটিং অর্থাৎ আগাম ভোট প্রদান শুরু হয়েছে গত ১৭ জুন শনিবার থেকে এবং তা চলবে ২৫ জুন রোববার পর্যন্ত। কিন্তু ভোটের কেন্দ্র কিংবা ভোট দেওয়ার সময়সূচি ভিন্ন ভিন্ন। নিচে তুলে ধরা হলো কোন দিন কখন ভোটাররা দিতে পারবেন আর্লি ভোট।

মঙ্গলবার, ২০ জুন: সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫ টা

বুধবার, ২১ জুন: সকাল ১০টা থেকে রাত ৮ টা

বৃহস্পতিবার, ২২ জুন: সকাল ১০টা থেকে রাত ৮ টা

শুক্রবার, ২৩ জুন: সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪ টা

শনিবার, ২৪ জুন: সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫ টা

রোববার, ২৫ জুন: সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫ টা।

এদিকে নতুন করে ডিস্ট্রিক্টের নকশা আঁকায় বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। কোনো কোনো ডিস্ট্রিক্ট খুঁজে পাওয়া অনেকাংশেই অসম্ভব। কোনো ডিস্ট্রিক্ট হয়তো বিমানবন্দরে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু দেখা যাবে বড় বড় হাউজিং কমপ্লেক্সের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। বর্তমান নকশা অনুযায়ী নিউইয়র্ক সিটিতে মোট ৫১টি ডিস্ট্রিক্টস। এর মধ্যে ১৬টি ব্রুকলীনে, ১৪টি কুইন্সে, ১০টি ম্যানহাটনে, ৮টি ব্রঙ্কসে ও ৩টি স্ট্যাটেন আয়ল্যান্ডে। ভোটারদের হয়তো নতুন কোনো প্রার্থীকে এবার ভোট দিতে হবে যাদের তার আগে থেকে চিনতেনই না। তাহল কিভাবে কোথায় যাবেন ভোটের জন্য সে জন্য অনুসরণ করুন এই গাইড লাইন। https://projects.thecity.nyc/new-york-city-council-district/

কারো কাছেই খুব একটা বিকল্প নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মনে করে নির্বাচনে আওয়ামীলীগ বিরোধী ভোটই তাদের ক্ষমতায় নিয়ে আসতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে নির্বাচন করে কোন লাভ হবে না। প্রশাসন সহ সরকারের সব শাখা প্রশাখা এককেন্দ্রিক ক্ষমতার প্রভাব থেকে বেরিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানের কোন সুযোগ নেই। বিএনপি কার্যত নেতৃত্বহীন। সরকার যেকোন বেপরোয়া সিদ্ধান্ত নিলেও মাঠে কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবে না দলটি। সরকারের চাপ না থাকলে বড়বড় দলীয় সমাবেশ করা সম্ভব। এমন সমাবেশ জনসমুদ্রে উত্তাল হলেও সরকার পরবর্তন সম্ভব নয়। গণভ্যুত্থান করার মতো অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিস্থিতিতি সৃষ্টি করার ক্ষমতা এখন বিএনপির নেই। কথাটি তাদের জানা হয়ে গেছে বেশ আগেই।

সব বাস্তবতা বিবেচনা করেই সরকারী দলের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বিএনপি ছাড়াই নির্বাচন করা। বিএনপি যাতে নির্বাচনে না আসতে পারে , এরজন্য সব ধরনের উস্কানি বজায় রাখা হবে। নেপথ্যে ভাঙ্গনের উদ্যোগ নিয়ে কোন কোন পক্ষকে নির্বাচনে যুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। জামাত সহ ইসলাম পছন্দ দল, বাম ঘরানার দলগুলো সহ খুচরা লোকজনকে ব্যাপকভাবে নির্বাচনে নিয়ে আসা হবে। স্বতন্ত্র, দল ছুট লোকজনের আনন্দ উল্লাসের একটা 'নিরপেক্ষ' নির্বাচন করার পথেই হাঁটছে সরকার।

আন্তর্জাতিক বলয়ে লবিং করে, সরকারের নানা অপকর্মের কথা তুলে ধরে আমেরিকা সহ পশ্চিমা মহলে বিএনপি সাফল্য পেয়েছে। এ সাফল্যের উপর ভর করেই সরকারের উপর চাপ বাড়াতে চায় বিএনপি। সরকারের পরিকল্পিত নির্বাচনে যোগ দেয়া তাদের জন্য হবে আত্মঘাতী। নির্বাচন থেকে সরে থাকলে, কিছু মিত্রদেরও নির্বাচন থেকে দূরে রাখতে পারলে সামনের নির্বাচন চূড়ান্তভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা সম্ভব হবে এবং এমন নির্বাচন পরবর্তী সরকারকে আমেরিকা সহ অনেক পশ্চিমা দেশ স্বীকৃতি দেবে না বলে তাঁরা মনে করছে। তখনকার সংকটজনক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে প্রবাসে বসেই কোন সরকার গঠন করা যায় কি না, এ নিয়ে আলাপ করতে দেখা যাচ্ছে বিএনপি'র উচ্চ পর্যায়ের লোকজনকে।

আমেরিকার ভিসা নীতি একটি বড় চাপ বাংলাদেশের জন্য। মুখে যাই বলা হোক না কেন, বাস্তবতা ভিন্ন। গত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে আমেরিকার নজর পড়া কোন দেশের মঙ্গল হয়নি। কোন দেশে আমেরিকা গণতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করে দিতে পারেনি। চীন রাশিয়া আর ভারতের জোট বাংলাদেশের জন্য কতোটা কল্যাণের হবে, এ নিয়ে এই জোটের পক্ষের লোজনেরও সন্দেহ আছে।

বাস্তবতা হচ্ছে, আমেরিকার সাথে সম্পর্ক খারাপ হলেই চীন রাশিয়ার বলয়ে দেশগুলোর আশ্রয় নেয়ার নজীর আগেও দেখা গেছে। আমেরিকার প্রেম প্রত্যাখ্যাত দেশগুলো ভিন্ন বলয়ে গিয়ে ভিন্ন সঙ্কটে পড়ার উধাহরণ রয়েছে। যারা মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশ বিষয়ে তাদের অবস্থান নমনীয় করে ফেলবেন, তাদের এমন প্রত্যাশা বাস্তবতাহীন। নরেন্দ্র মোদী ভারতের স্বার্থে, ভারতের জনগোষ্টির স্বার্থে আমেরিকার কাছে দেন দরবারের বহু বিষয় রয়েছে। ভারতীয়দের ইমিগ্রেশন, মার্কিনীদের প্রযুক্তি বাজারে তাদের আধিপত্যের এ সময়ে নিজেদের দেনদরবারকে পাশে রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য ওকালতি করবেন এবং এ ওকালতির অনুকুল সাড়া পাওয়া যাবে, এমন চিন্তাকে অসাড় বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আমেরিকা গত দুই দশক জঙ্গিবাদ সমনের নামে বহু দেশকে তছনছ করে দিয়েছে। এ দেশটির মাথায় একবার কিছু চাপলে, তাঁর পরিণাম ভালো হয়নি। গত শত বছরের ইতিহাসে আমেরিকা এমন বহু অভিযানে নিজেদের ভ্রান্তি বিলাস দেখিয়েছে। সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকার জনগণের ট্যাক্সের অর্থে আমেরিকা কখনো মানবাধিকার , কখনো গণতন্ত্র ফেরি করে বেড়িয়েছে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বহু বৈরি শাসকদের পথে বসিয়েছে আমেরিকা। বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকা এমন বৈরী হয়ে উঠুক, এমন আশংকাজন কথা ভাবতেই চাননা অনেকে।

আমেরিকাকে রক্তচক্ষু দেখিয়েও শাসকদের মূল্য দিতে হয়েছে অনেক বেশি। বাংলাদেশের উপর আরোপিত ভিসা নীতিতে চাপ সৃষ্টি হবে দেশের সরকারী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, সেনা পরিবার, পুলিশ পরিবারের উপর। যাদের সন্তানরা আমেরিকায় আসে উচ্চ শিক্ষার জন্য। যাদের অনেকেরই পরিবার থাকে আমেরিকায়। অনেকেই আসার অপেক্ষায়। এসব বাঁধাগ্রস্থ হলে সবাই সরকারকে বাহবা দেবে, এমন মনে করার কোনই কারণ নেই।

চারটি পক্ষের খেলায় এখন বাংলাদেশ। আওয়ামীলীগ ও বিএনপি। এ দুই দলের শীর্ষ নেতৃত্ব একক। একদম শীর্ষে কী ভাবনা আছে , কোন বিকল্প আছে কি না - তা জানার কোন বকাস নেই। দুই দলের একাধিক নেতাদের সাথে কথা বলে শুধু অফিসিয়েল ভার্সনই পাওয়া যায়। একটি হচ্ছে, নির্বাচন হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রেখে। অন্যটি, এ নির্বাচনে বিএনপি যাবে না। অন্য দুই পক্ষ, আমেরিকা এবং ভারত। যে কোন বাস্তবতায় ভারত ক্ষমতাসীন সরকারের পাশে থাকবে। ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত একজন ব্যস্ত রাজনৈতিক নেতার মতো বিভিন্ন পক্ষের সাথে বৈঠক করছেন। ওয়াশিংটনকে ব্রিফ করছেন নিয়মিত। এসব বৈঠক ও ব্রফিং সরকারের ইচ্ছা অভিযাত্রার বৈরী বলেই জানা গেছে। এমন জটিল বাস্তবতায় সব পক্ষকেই বিকল্পহীন অবস্থানে অনড় বলে মনে করা হচ্ছে। যার মূল্য দিতে হবে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের জনগণকে।

জালাবাদ এসোসিয়েশনে বহিষ্কার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসোসিয়েশনের সাধারণ সভায় ইতিপূর্বে ইসি কমিটিতে বহিষ্কার করা সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলামকে চুড়ান্তভাবে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শাহীন-মইনুলের নেতৃত্বে জরুরী সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়।

উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে ১৮ জুন রোববার আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শাহীন কামালী এবং সভা পরিচালনা করেন মইনুল ইসলাম। সভার প্রথমেই জরুরী সাধারণ সভা আহ্বানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি শহীন কামালী। এরপর সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন মইনুল ইসলাম। তিনি তার রিপোর্টে বিস্তারিত তুলে ধরেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শাহাবুদ্দীন, দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, পংকি মিয়া, রিয়াজ উদ্দিন কামরান, ইনিঞ্জনিয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান, সৈয়দ জুবায়ের আলী, শাহীন আজমল, মামুন আহমেদ, আতাউল গণি আসাদ, এবাদ চৌধুরী, দরুদ মিয়া রনেল, হুমায়ুন চৌধুরী, মোহাম্মদ মহসিন সেলিম, এম আলাউদ্দিন, মোশাহেদ চৌধুরী, এম করীম চৌধুরী, হেলিম উদ্দীন, মিজানুর রহমান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা ১১ জুনের সাধারণ সভা ও সভাপতি বদরুল হোসেন খানের কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলেন, ঐ সভায় সিকিউরিটি দিয়ে যেভাবে জালালাবাদবাসীকে নাজেহাল করা হয়েছে তার অত্যন্ত দু:খজনক, নিন্দনীয় এবং সভাপতি বদরুল হোসেন খান সাংগঠনিক নিয়ম-কানুন ও গঠনতন্ত্র লংঘন করেছেন। বক্তারা বলেন, 'জালালাবাদ ভবন' সময়ের একমাত্র দাবী। এজন্য সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বক্তারা ক্রয়কৃত ভবন রক্ষার ব্যাপারে একমত পোষন করেন এবং আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানের আহ্বান জানান।

যুক্তরাষ্ট্রে জালালাবাদ এসোসিয়েশন গঠনের সাথে জড়িত একজন সাবেক সভাপতি এখনো হাল ছাড়েননি। আপাতত নিজের পরিচয় প্রকাশ না করেই দুই পক্ষের নেপথ্য লোকজনের সাথে কথা বলছেন বলে জানালেন। সাবেক এ সভাপতি জানালেন, এ মুহূর্তে ন্যায় অন্যায় , নিয়ম অনিয়ম দেখার চেয়েও জরুরী হচ্ছে সংগঠনটিকে নিশ্চিত বিভক্তির হাত থেকে রক্ষা করার। তা না হলে , নেপথ্যের কুশীলবদের কিছু হবে না। ক্ষতি হবে মাত্র দুইজন মানুষের। ইতিহাসে জালালাবাদবাসীর কাছে তাঁরা বিভেদের নায়ক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন উল্লেখ করে তিনি আশা করেন একটা সুরাহা হবেই। আইন আদালত আর রাস্তার বিরোধকে প্রলম্বিত করাকে অঞ্চলবাসী কিছুতেই পছন্দ করেন না।

সন্তানের জন্য বাবারা কষ্ট করেও আনন্দ পান

(পর্ব ২ - ফ্লোরিডা)

রতন শরীফ

শিকাগো থেকে ফিরে এক সপ্তাহ কাজ শেষে মেমোরিয়াল ডে লংউইকএন্ডে ফ্লোরিডা যাত্রা । আমরা পরিবারের চারজনই একসাথে যাবো। রবিবার লাগুয়ারডিয়া থেকে টেম্পার ফ্লাইট। হোটেল ও রেন্ট-এ-কার আগেই বুক করা ছিলো। দীপের বেশীর ভাগ জিনিস-পত্র নিউইয়র্কে রেখে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তিনটা এক্সট্রা লাগেজে নিলাম। এদিকে শনিবার রাতে আমাদেরকে যেতে হয়েছিলো লং আইল্যান্ডে। সেলিম ভাই ও লিজা ভাবীর ২৭তম বিবাহ বার্ষিকী। অনেক জমকালো আয়োজন করেছিলেন। পরদিন সকালে ফ্লাইট । একটু টেনশনে ছিলাম। শম্পার ইচ্ছা অনুষ্ঠানের শেষ অবধি থাকা। কি আর করা। স্ত্রীর ইচ্ছা শিরোধার্য।

ভেবেছিলাম রোববার সকালে লং উইকএন্ডের ভীড় থাকবে না। বিধি বাম ! লাগুয়ারডিয়ায় তিল ধারনের জায়গা নেই। সিকিউরিটি চেক-র লাইন দেখে ঘাবড়ে গেলাম। এই ফ্লাইট নিশ্চিত মিস্ হবে। শম্পা শান্তনা দিলো যে এখন টেনশন করে কিছু হবে না। আল্লাহর উপড় ভরসা রাখো। এতে কি আমার টেনশন বন্ধ হয় ! আমি হলাম বিশিষ্ট টেনশনবিদ। যাক সব টেনশনের অবসান ঘটিয়ে টেম্পা পৌঁছলাম। এয়ারপোর্ট থেকে রেন্ট-এ-কার নিয়ে হোটেলে উঠলাম। ফ্রেশ হয়ে সেইন্ট পিটার্সবার্গ ঘুরে দেখতে বের হলাম। আমাদের কর্পোরেট অফিস পাশেই টেম্পাতে। সাত-আট বছর আগে ট্রেনিং-এ এসেছিলাম। দীপের এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স দেখতে গেলাম। খুবই সুন্দর এলাকা। মন মুগ্ধকর এক লেকের পাশে প্রায় পন্চাশ একর জায়গা নিয়ে বিরাট এক কমপ্লেক্স। কমপ্লেক্স থেকে পাঁচ মিনিটের দুরত্তে টেম্পা বে। বাইরে ডিনার সেরে হোটেলে ফিরলাম।

পরদিন সোমবার হলিডে। দশটার ভেতর বেরিয়ে পড়লাম । দীপের জন্য একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে। পাবলিক transportation-র তেমন সুবিধা নেই। হাঁটার জন্য সাইড-ওয়াক পর্যন্ত নেই। হোটেলের কাছেই বড় বড় সব কার ডিলার। সবাইর জিরো ইনভেনটরি - স্টকে কোন গাড়ী নেই। ক্রেতারা ডিপোজিট দিয়ে আগাম বুকিং দিচ্ছে। কিন্ত দীপের তো গাড়ী এখনই লাগবে। Hyundai-র স্টকে নুতন শুধু একটা গাড়ীই আছে। দ্বীতিয় চিন্তার কোন সুযোগ নেই। এটাই নিলাম। পরদিন বিকেলে পিকআপ করতে হবে। ওখান থেকে গেলাম বিখ্যাত Clearwater beach দেখতে।

মংগলবার সকালে বিছানা থেকে নামতে গিয়ে চমকে উঠলাম। জানালার পাশে কার্পেটের বিরাট অংশ জুড়ে পানিতে ভিজে আছে। গত রাতে প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়েছিলো। বৃষ্টির পানি ভিতরে আসার কথা নয়। আসলে এয়ার কন্ডিশনার থেকে এই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফ্রন্ট ডেস্কে রিপোর্ট করে বেরিয়ে পড়লাম দীপের বাসার চাবি পিক আপ করতে। এক বেড রুমের খুব সুন্দর এপার্টমেন্ট। ওখান থেকে ওয়ালমার্টে গেলাম সাংসারিক প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনাকাটা করতে। শম্পা কিছু কাঁচা বাজারও করলো। হোটেল থেকে জানালো আমাদেরকে অন্য রুমে শিফট করবে। মা-মেয়েকে দীপের বাসায় নামিয়ে দিয়ে আমরা পুনরায় গেলাম হোটেলে। লাগেজ নুতন রুমে রেখে দীপের গাড়ী পিকআপ করে ওর বাসায় ফিরলাম। এই ফাঁকে দীপের সব জিনিস-পত্র নিঝুম গুছিয়ে ফেলেছে। শক্ খেলাম শম্পার চমকে। এতো কম সময়ে দেশী

লান্চ রেডি করেছে সবাইর জন্য - গরম ভাতের সাথে স্পিনাশ শাক ভাজি, মাছ ভুনা আর ডাল। তিন দিন পর দেশী খাবার পেয়ে তৃপ্তি নিয়ে খেলাম।

পরদিন বুধবার দীপের জন্য আরও টুকিটাকি জিনিস কিনতে গেলাম টেম্পার IKEA-তে। কয়েক মাইল লম্বা ব্রীজ টেম্পা বে-র উপড় দিয়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে কোন টোল নেই। কেনা-কাটার পর IKEA-র ক্যাফেতে লান্চ করলাম। বিকেলে আমরা তিনজন ভারী হৃদয় নিয়ে নিউইয়র্ক রওয়ানা হলাম। ঘন্টা তিনেকের ফ্লাইট।

এনাউন্চমেন্ট অনুসারে আর দশ মিনিট পরই আমরা লাগুয়ারডিয়ায় ল্যান্ড করবো। কিছুক্ষন পর আবার এনাউন্চমেন্ট। খারাপ আবহাওয়ার কারনে আমাদের ফ্লাইট লাগুয়ারডিয়ার বদলে আপাতত ফিলাডেলফিয়া গিয়ে অপেক্ষা করবে। কিছুক্ষনের ভেতর ফিলাডেলফিয়ায় ল্যান্ড করলাম। বার বার ওয়েদার ফোরকাষ্ট চেক করছি। রাত বারোটার দিকে ঝড়-তুফান থেমে যাওয়ার কথা। অবশেষে ফিলাডেলফিয়া থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে উড়াল দেয়ার প্রস্তুতি শুরু হলো।

রানওয়েতে এয়ার ক্রাফট অপেক্ষা করছে। ঘন্টা খানেক পর পাইলট জানালো যে ল্যান্ড করার জন্য নিউইয়র্ক থেকে অনুমতি মিলছে না। কাজেই টেক্ অফ না করে পুনরায় টার্মিনালে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এই ফাঁকে সব গেইট occupied হয়ে গেছে। রাত প্রায় দুইটার সময় একটা গেইট খালি হওয়ায় তড়ী ঘাটে ভিড়ল। সবাই টার্মিনালে অপেক্ষা করছি। এয়ারপোর্টের একজন কর্মচারি ছাড়া আশেপাশে ডেল্টার কেউ নেই। তার কাছে এই ফ্লাইট সংক্রান্ত কোন ইনফরমেশন নেই। কিছুক্ষন পর কেবিন ক্রুরা বের হয়ে আসলো। জিজ্ঞেস করাতে জানালো যে এই ফ্লাইট আপাতত বাতিল। পুনরায় নিউইয়র্ক যাবে পরদিন বিকেল তিনটায়। এখন কি করবো কিছুই মাথায় আসছিলো না। মনে মনে ডেল্টাকে কুমিল্লার সবচেয়ে নিকৃষ্ট কিছু গালি দিলাম। আস্তে আস্তে সবাই চলে যাচ্ছে । অনেকে বিভিন্ন জায়গায় সুবিধা মতো শুয়ে পড়েছে। নিজেকে খুব অসহায় লাগছিলো। এখান থেকে নিউইয়র্ক সিটির ড্রাইভিং ডিস্টেন্স দুই ঘন্টার মতো। রাত তিনটায় টেক্সি নেয়াও নিরাপদ মনে হচ্ছিলো না। নিঝুমসহ গুগলে বিভিন্ন বাস কোম্পানির ইনফরমেশন সার্চ করলাম। গ্রেহাউন্ড কোম্পানির নেক্সট বাস ভোর সাড়ে পাচটায় - পোর্ট অথোরিটি টার্মিনালে পৌঁছাবে সকাল সাড়ে সাতটায়। অনলাইনে তিনটা টিকেট নিলাম। ভারতীয় এক বয়স্ক দম্পতি অসহায় ভাবে ছুটাছুটি করছে। Long Island-এ থাকে। কি করবে বুঝতে পারছিলো না। আমার মেয়ে অন-লাইনে বাস টিকেট নিতে সাহায্য করলো। এদিকে কাল IKEA-র লান্চের পর এখন পর্যন্ত কোন খাওয়া নেই। সবাই ক্ষিধায় কাহিল। টার্মিনালের ভেতরে দোকান-পাট সব বন্ধ। ভাবলাম বাস টারমিনালে গেলে হয়তোবা খাওয়ার কিছু পাবো। ভোর চারটায় উবার নিয়ে বাস টারমিনালে গেলাম।

টেক্সি থেকে নেমে আঁশেপাশের পরিবেশ দেখে যতটুকু অবাক হলাম তারচেয়ে বেশী ঘাবড়ে গেলাম। এই অসময়ে পরিবার নিয়ে এখানে আসাটা ছিলো চরম ভুল। টারমিনাল বলতে ছোট একটা হলরুম। পর্যাপ্ত আলোর অভাব। তীব্র এক ধরনের ভোটকা গন্ধে শ্বাস নেয়া কঠিন। চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে সব হোমলেসরা শুয়ে-বসে আছে। বাইরে অপেক্ষা করার উপায় নাই। খোলাখুলি ড্রাগ কেনা-বেচা চলছে। বাধ্য হয়ে হল রুমের এক কোনায় বসলাম। রাস্তার অপর পাশেই একটা সেভেন ইলেভেন। কর্মচারী একজন ভিতর থেকে লক করে রেখেছে। কাউকে নিরাপদ মনে করলে ভেতরে যেতে দেয়। পানি আর কিছু snacks নিলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে নিঝুম কল দেয়। ভয়াবহ পরিবেশের কারনে আমার দেরী দেখে মা-মেয়ে ঘাবড়ে যায়। খাওয়ার রুচি হলো না। একটু পর পর ঘড়ি দেখছি। সময় যেন আর কাটে না।

অবশেষে বাস ছাড়লো নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে। হাইওয়ে মোটামুটি ফাঁকা থাকায় সময় মতো পৌছে গেলাম পোর্ট অথরিটি বাস টারমিনালে। ট্রাফিক জ্যামের ভয়ে টেক্সি না নিয়ে সাবওয়ে ধরলাম। বাসায় পৌছালাম সকাল সাড়ে আটটার দিকে। এয়ারলাইন্সের ইমেইল পেলাম। খাওয়া-দাওয়ার জন্য জন প্রতি তিরিশ ডলারের ভাউচার পাঠিয়েছে। হয়তোবা তাদের ধারনা যে আমরা তখনও ফিলাডেলফিয়া এয়ারপোর্টেই আছি। কি অদ্ভুত শান্তনা পুরস্কার !!

মালিক ও ষাঁড়ের ভালবাসা

মোহাম্মদ সোহরাব আলী

কোরবানির ঈদের হাঁটে ষাঁড়ের মালিক ষাঁড় বিক্রি করে রোমাল দিয়ে চোখের জ্বল মুঁছতে লাগল আর ষাঁড়টা যখন অন্যের হাতে তুলে দিল মালিক লক্ষ্য করল তার ষাঁড়ের চোখ দিয়েও পানি পড়ছে। এটা দেখে ষাঁড়ের মালিক আরো বেশি কাঁদতে লাগল। আমরা মহেশ গল্পে পড়েছিলাম গফুর গরু বিক্রি করে আবার টাকা ফেরৎ দিয়েছিল কারন গরুর প্রতি ছিল তার অগাধ ভালবাসা। পশুর সাথে মানুষের গড়ে উঠে এক গভীর ভালবাসা। আমরা একবার একটা ষাঁড়ের চোখে পানি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ষাঁড়টি লালন পালন করত এক ব্যক্তি । সেই লোকটি হঠাৎ অসুস্হ হয়ে মারা যায়। তাকে বাড়ির বাইরের উঠানে জানাজা করানো হয়েছিল। ষাঁড়টি বেঁধে রাখা

হয়েছিল পাশে। ষাঁড়টার চোখ দিয়ে জ্বল গড়ে পড়ছিল। যখন খাটনিতে করে লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ষাঁড়টি কেমন যে আচরন করেছিল। গলার দরি ছিঁড়ে ষাঁড়টা দৌড় দেওয়ার চেষটা করেছিল।ষাঁড়ের এ রকম আচরন দেখে লোকদের চোখ দিয়ে পানি এসে গিয়েছিল। সবাই বলতে লাগল ঐ লোকটি ষাঁড়ের নিয়মিত দেখাশোনা করত। ফলে ষাঁড় ও ঐ লোকটির মধ্যে এক মধুর ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। ষাঁড় অনেক সময় তার মালিকের

কথা বোঝতে পারে। আমরা দেখতাম আমাদের এলাকায় এক ভদ্রলোক ষাঁড় পালন করতেন। তিনি ষাঁড়টির নাম রেখে ছিলেন লাল ময়না। লাল ময়না বলে ডাক দিলে ষাঁড়টি লেজ নেড়ে এবং মাথা নড়াচড়া করে হাম্বা করত। পশু অভোলা হলেও তার মালিককে বোঝতে পারে। ষাঁড় তার মালিক কে দেখতে না পেরে অস্বাভাবিক আচরন করতে লাগল । ষাঁড়ের এরকম আচরন দেখে মালিকের মন অনেক খারাপ হয়ে গেল। ষাঁড়টা কে আঘাত করতে করতে নিয়ে যাওয়া হয়। ষাঁড়টি একটু রাস্তা যায় আবার পিছনের দিকে ফিরে চায়। ষাঁড়টি কে লোকেরা বাড়ি নিয়ে এসে একটা গাছের সাথে বাঁধে। ষাঁড়টি কে খাবার দিলে ও তেমন খেতে চায় না। সে সহজে বোঝে ফেলে এটা তার মালিকের বাড়ি নয়।

কেউ তার কাছে আসলে শিং দিয়ে আঘাত করতে যায়। কখনও আবার পা দিয়ে লাথি মারে। একবার ষাঁড়টি দড়ি ছিঁড়ে ছুটে গিয়ে এলোপাতারি দৌঁড় শুরু করে। সে কৃষকের ফসলের ক্ষেত নষ্ট করে ফেলে। ষাঁড়টির এ রকম আচরনে অনেকে ভয় পায়। তাকে ধরার জন্য পিছে পিছে অনেক লোক দৌড়ায় । ষাঁড়টি ছিল পাশের গ্রামের। সে মালিকের বাড়িতে চলে যায়। মালিক ষাঁড়টি কে দেখে কেঁদে ফেলায়। সে ষাঁড়টি কে প্রতিদিন কত যত্ন নিত। তাকে খাবার দিত, নদীতে নিয়ে গোসল করাত। মশা মাছি যেন কামড়াতে না পারে এ জন্য মশারির মধ্যে রাখত। সকালে ঘুম থেকে উঠে ষাঁড়টা কে গোয়ালের বাইরে বেঁধে রাখত। ষাঁড়টির সাথে তার অগাধ ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। মালিকের বাড়ি গেলে মালিক আবার ষাঁড়টি কে যে বাড়িতে বিক্রি করেছিল সে বাড়িতে দিয়ে যায়। ষাঁড়টি বিক্রি করে মালিক বাসায় গিয়ে ষাঁড়টির কথা মনে করে মন খারাপ করে থাকে। সে ষাঁড়টি কে বড় করেছে। ষাঁড়ের সাথে তার কি যে এক ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। প্রতি বছর কোরবানির ঈদ আসলে কত ষাঁড় যে কোরবানির হাঁটে বিক্রি হয়। ষাঁড় কিনে হয় কেউ খুশি। বলে ষাঁড়টি দেখতে ভাল। মাংস অনেক বেশি হবে। মজা করে মাংস খেতে পারবে।ষাঁড়ের গলায় দেয় মালা। লোকজন কোরবানির ষাঁড় দেখতে আসে। মেম্বার কেমন ষাঁড় কিনছে, চেয়ারম্যান কত টাকা দিয়ে ষাঁড় কিনল, গ্রামে কে কে এবার ষাঁড় কোরবানি দিচ্ছে চা স্টলে, পথে ঘাটে ও হাঁটে বাজারে কত গল্প যে হয়। কিন্তু যারা লালন পালন করে ষাঁড়টি বড় করে তারা যে কত কষ্ট পায়। অনেকে এমনকি চোখ দিয়ে পানি ফেলায়। একবার ঢাকায় গাবতলীর হাঁটে একটা মালিক তার ষাঁড় বিক্রি করতে নিয়ে এসেছিল। হঠাৎ প্রচুর বৃষ্টি শুরু হল। লোকটি একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ষাঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর ষাঁড়টি লোকটি কাঁধে মাথা রাখছে। লোকটি ষাঁড়টির মাথায় হাত দিয়ে আদর করছে। ছবিটি ফেসবুকে বেশ ভাইরালও হয়েছিল। আমরা মানুষ মানুষ কে ভালবাসতে ভুলে গেলেও পশু মানুষ কে ভালবাসতে ভুলে যায় না। মানুষ অনেক সময় মানুষের কথা না শুনলেও পশু কিন্তু মানুষের কথা শুনে ইতিহাসে তার জ্বলন্ত প্রমান আছে। কোরবানি টা হলো ভালবাসার জিনিস কে বিসর্জন দেওয়া। আমরা কিন্তু সবাই কোরবানির ইতিহাস জানি। অনেকে আবার নিজেরাই ষাঁড় লালন পালন করে সেই ষাঁড় কোরবানি করে। ষাঁড়ের প্রতি থাকে তাদের এক গভীর ভালবাসা।

আসছে ত্যাগের কোরবানি। আমাদের যাদের সামর্থ আছে আমরা সবাই কোরবানি দিব। কোরবানির প্রকৃত শিক্ষা গ্রহন করব। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবার কোরবানি কবুল করুন।

মানসিক চাপ কমান : সুস্থ থাকুন

আফতাব চৌধুরী

মানসিক চাপকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করা সম্ভব। মানসিক চাপ ও শারীরিক চাপ এ দুটি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। একটি বাড়লে আরেকটি বাড়ে, একটি কমলে অন্যটি কমে। তাই এ লেখায় মানসিক চাপের কথা বেশি উল্লেখ করা হয়েছে। চাপ নির্ভর করে মানুষের আবেগের উপর। আবার আবেগ নির্ভর করে মানুষ তার পরিবেশ-পরিস্থিতি কী করে সামাল দেয় তা ওপর। বিভিন্ন

রকমের মানুষ বিভিন্ন রকম উপায়ে পরিবেশ-পরিস্থিতিকে চাপপূর্ণ বলে মনে করে ।

শারীরিক চাপ : এখানে চাপ বলতে শরীরের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে বোঝানো হচ্ছে। যেমন সার্জারি করার পর বিভিন্ন ধরনের ব্যথা হয়ে থাকে। গলস্টোন অপারেশনের পর পেটে ব্যথা, গ্যাস্ট্রিকের প্রবণতা, কোমরে ব্যথা এগুলো হচ্ছে শারীরিক চাপ। এই শারীরিক চাপগুলো আবেগিক চাপ সৃষ্টি করে এবং এই দুইয়ে মিলে তখন পরিবেশটা

হয়ে যায় একটু জটিল। চাপ নিয়ন্ত্রণ বলতে বিভিন্ন ধরনের টেনশনকে কমানোর এবং তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক উপসর্গগুলোকে কমানোকে বোঝায়। তবে কতটুকু চাপ কমতে পারে তা নির্ভর করে চাপের মাত্রা ও ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির ওপর।

দৃষ্টিভঙ্গি : ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির ওপর পরিবেশ চাপপূর্ণ কী চাপপূর্ণ নয়,

তা তিনি বুঝে নিতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তার ব্যক্তিরা খুব সহজেই চাপে আক্রান্ত হয়। তাদের চেয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির লোকজন চাপে আক্রান্ত হয় কম।

শারীরিক সক্ষমতা : সুষ্ঠু সুষম খাদ্য গ্রহণ মানসিক ও শারীরিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। যেসব খাদ্যদ্রব্য শরীরের জন্য ক্ষতিকর, সেগুলো গ্রহণ শরীরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় এবং তখনই কোনো ব্যক্তি নানা ধরনের অসুখে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণত পুষ্টিকর খাবার না খাওয়া, সঠিক সময়ে সঠিকভাবে না খাওয়া একজন ব্যক্তির পুষ্টিচাহিদা পূরণ করতে পারে না। এ ধরনের শারীরিক চাপ ব্যক্তির মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেয়। কারণ সঠিক পুষ্টি আমাদের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করতে পারে না।

মানসিক সহায়তা : প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের খারাপ সময়ে একধরনের মানসিক সহায়তা আশা করে থাকে। এই সহায়তা বিভিন্ন ধরনের সাইকোলজিক্যাল, সাইকোথেরাপি, গ্রুপথেরাপি ইত্যাদি হতে পারে।

শিথিলায়ন : শিথিলায়ন বা রিলাক্সেশন, যারা অন্তর্মুখী চরিত্রের তারা সহজ ভাবে চাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যারা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের লোক, বহিজগতের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ কম, তাদের শখ কম থাকে এবং তারা কী করে শিথিলায়ন করতে হয় তা কম জানে। চাপ কমাবেন কী করে

- আপনার নেতিবাচক চিন্তাগুলো দুর করার চেষ্টা করুন।
- বিভিন্ন বিনোদনমূলক, সামজিক,

পারিবারিক, আমোদ-প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন।

- নেতিবাচক চিন্তাকে পরিবর্তন করুন। একটুখানি অবসর নিন। ইতিবাচক চিন্তা করুণ।

কাজের মাধ্যমে চাপ কমান, বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ ন্যূনতম ২০ মিনিট করে সপ্তাহে তিনদিন এই পরিশ্রমের কথা বলে থাকেন। কাজের বিশেষ সময়, পরিমান ও শারীরিক কাজ-কর্মে লেভেল নির্ধারণ করে নিন। আপনার সারা দিনের সময়ের সঙ্গে খাপ খায়, এমন সময় বের করুন। আপনাকে দিয়ে উৎসাহ যোগায়, আপনাকে দিয়ে সহজেই কোনো কাজ

করিয়ে নিতে পারে, এমন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। কঠিন কোনো ব্যায়াম করার দরকার নেই। শুধু ২০ মিনিট করে নিয়মিত হাঁটুন।

ফলমূল, শাকসবজি বেশি করে খান। এতে শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সঠিক খাদ্য সঠিক সময়ে গ্রহণ করুন।

সামাজিক সহযোগিতা : বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিন। তাতে যদি আপনার মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, এর পরও যান। নিজেকে আরও সুন্দরভাবে পরিচালিত করুন এবং বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করুন।

[সাংবাদিক-কলামিস্ট]

ভূ-রাজনীতি, দক্ষিণ এশিয়ার মাইনকা চিপা এবং আমাদের তালেবরগণ

কাকন রেজা

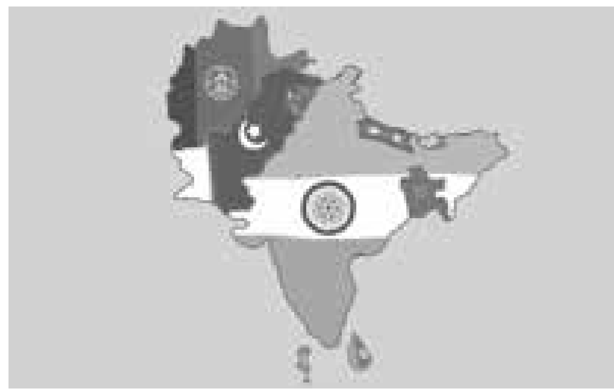

বিদেশে গেলে বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি আরো শানিত হয় আর মতান্ধরা আরো অন্ধ হয়। ডগমা আক্রান্ত এমন এক প্রবাসী 'তালেবর' এর লেখা পড়লাম। তিনি এতদিনে বুঝলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অংশ। অতীতের কথা বাদ দিলাম, বিগত দুটি নির্বাচনে বিশেষ করে সুজাতা সিংয়ের তৎপরতাতেও তিনি বুঝতে পারেননি যে বিশ্ব রাজনীতির বাইরে নয় বাংলাদেশ। সম্ভবত তিনি ম্যাপ খুলে কোনদিন বাংলাদেশের ভৌগলিকঅবস্থানও দেখেননি। অবস্থানগত গুরুত্বও তার মাথায় নেই। তার ধারণা সম্ভবত এবারই যুক্তরাষ্ট্র ও পিটার হাস বাংলাদেশকে বিশ্ব রাজনীতিতে টেনে এনেছে। তার বাইরে আর কিছু নেই।

ডগমা আক্রান্ত এমন অনেকেই আছেন যাদের ধারণা, 'এ আর এমন কী'মোদি আর বাইডেন দেখা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। ভারত বাংলাদেশের পক্ষে দুতিয়ালী করবে এবং সব ঠিক করেই মোদি ভারতে ফিরবেন। বিশ্ব রাজনীতি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ হলে এমন চিন্তা মাথায় আসতে পারে। অবশ্য ভারতের এক শ্রেণির পেইড কলামনিস্ট উঠে-পড়ে লেগেছেন এমন একটা ধারণা প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এমন ধারণা যারা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন তারা জ্ঞানপাপী। জেনেশুনেই বিষ করেছেন পান। আর আমাদের কিছু দেশী এবং প্রবাসী 'তালেবর' সেই বিষ না জেনেই পান করে বসে আছেন।

গ্লোবাল পলিটিক্সের বিষয় অনেকটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আগেরসিলেবাসে পড়লে এবারের পরীক্ষায় পাস তো 'দূর কা বাত', ফেলও কপালেজুটবে না। খুব সরল ভাবে সামান্য একটু বলি। পশ্চিমা বিশ্ব রাশিয়াকে অর্থনৈতিক ভাবে চাপে ফেলতে যে পরিমান স্যাংশন দিয়েছে, তাতে রাশিয়ার হাতে এতদিনে হারিকেন ওঠার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত রাশিয়ার অর্থনীতিকিছুটা ধুঁকে হলেও চলছে। আর রাশিয়ার অর্থনীতির নিভু নিভু এই প্রদীপ জ্বালানোর তেল জোগাচ্ছে যে কয়টা দেশ তারমধ্যে ভারত অন্যতম। যুদ্ধ চালাতে গেলে দুই পক্ষেরই ক্ষতি হয়। হাল জামানায় অর্থনৈতিক ক্ষতিটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি। ইউক্রেনে প্রক্সি ওয়ার চালাতে যে ক্ষতি অ্যামেরিকারও হয়েছে। আর সেই ক্ষতিটা দীর্ঘায়িত হওয়ার একটা অনুষঙ্গ হলো ভারতের বর্তমান সরকার। পশ্চিমা বিশ্ব তেতে আছে ভারতের উপর। তারোপর নিজের দেশে বিরোধীরা সব একাট্টা হচ্ছে। সুতরাং নিজের তাপ প্রশমন বাদ দিয়ে অন্যের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব বেশি জরুরি নয়।

'তালেবর'দের ধারণা অ্যামেরিকা চাপাচাপি করলে বাংলাদেশ ভারতের বলয় থেকে চীনের বলয়ের মধ্যে ঢুকে পড়বে। ঢুকে পড়ার বাকি আছে কতটুকু সে হিসেবটা কি 'তালেবর'গণ দিতে পারবেন? পারবেন না। কারণ তারা জানেনই না তলে তলে পানি কতটা গড়িয়েছে। এক সময় চীনকে ঠেকাতে দক্ষিণ এশিয়ার কর্তৃত্ব ভারতের হাতে দিয়ে রেখেছিলো অ্যামেরিকা। কিন্তু ভারত এতে সম্পূর্ণত ব্যর্থ হয়েছে। আর এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো, ভারত কখনা জনগণের রাজনৈতিক চিন্তা বুঝতে চেষ্টা করেনি। তারা শক্তি যুগিয়েছে নিজেদের পছন্দের দলকে, যা সম্পূর্ণ ক্ষমতাভিত্তিক। কিন্তু জনগণের সমর্থন না থাকলে যে ক্ষমতার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে পড়ে, তা বোঝার ক্ষমতা ধারণ করতে পারেনি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতের স্টেক হোল্ডাররা। শ্রীলঙ্কার কথাই বলি, সেখানে দুর্নীতি পরায়ণ শাসকদের বেছে নিয়েছিলো ভারত। লোভীদের বেছে নিলে যা হয়। তাদের লোভ কোনো নীতি-নৈতিকতা মানে না। তারা বিক্রি হয় লোভের কাছে, অর্থের কাছে।বেনিয়া চীন সেটা বুঝেই টোপ ফেলেছিলো। আর তাতেই শ্রীলঙ্কা ধরা পড়েছিলো চীনা অর্থের জালে। সেই জাল কাটতে খোদ যুক্তরাষ্ট্রকে পরোক্ষে মাঠে নামতে হয়েছিলো। ভারতীয় কৌশল ব্যর্থ হয়েছিলো বলেই পরোক্ষে মাঠে নামতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে। নেপাল, মালদ্বীপ সবখানেই ব্যর্থ হয়েছে ভারতীয় কৌশল। বাধ্য হয়েই মালদ্বীপকেও প্রকাশ্যে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সতর্ক করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে স্বয়ং। ছোট্ট একটা দ্বীপরাষ্ট্রকেও সামলানোর ক্ষমতা নেই ভারতের। আর আমাদের 'তালেবর'রা আশা করছেন, বাংলাদেশের বিষয় যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে দেবে পুনর্বার ভারতের কাছে। আজব চিন্তা এদের।

ফুটনোট : এই যে 'তালেবর'দের কথা বললাম, এরা মূলত দু'ধারি তলোয়ার, সবদিকেই কাটে। এদের দ্বারা ক্ষতি বই লাভ হয় না কখনো। কীভাবে বলি। এই যে তারা 'ভারত সব ঠিক করে দেবে' এমন তত্ত্ব হাজির করেছে, এতে ক্ষতি হচ্ছে খোদ শাসকগোষ্ঠীর। ভারতীয় পেইড কলামনিস্টরা তাই করছেন। তারা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন ভারতই বাংলাদেশের ক্ষমতা পরিবর্তন কিংবা রাখার মূল চাবিকাঠি, দেশের জনগণ কিছু নয়। এতে খোদ নির্বাচন ব্যবস্থাই প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। আর বিশ্বের কাছে পরিষ্কার হচ্ছে, 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'। সত্যি কথা বলতে গেলে, যতটুকু বাকি আছে এই 'তালেবর'রা ততটুকু ডোবানোর জন্য যথেষ্ট।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামনিস্ট।

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES

আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড
72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com
ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি

(সাটফিন ব্লুভাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

SE
CI
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন?
সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
ASTORIA 718-777-7001
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1881
JAMAICA 347-644-5150
MANHATTAN 212-808-0790
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

মিয়া আমিও জানি, তুমিও জানো

ইব্রাহীম চৌধুরী

চাকরি জীবনের শুরুর দিকের ঘটনা। দেশের একটি স্বায়ত্বশাসিত বড় প্রতিষ্ঠান। শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করি। আচমকা অফিস থেকে চারটি বৈদ্যুতিক পাখা চুরি হয়ে গেলো। সার্বক্ষনিক নিরাপত্তা পাহারায় থাকা অফিস ভবন। এমন চুরির ঘটনায় রীতিমত তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো। সরকারি পর্যায়ে এমন এত বড় (নিম্ন পর্যায়ের) চুরি কিছুতেই ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তখনই টের পেয়েছি 'পুকুর চুরি' এড়িয়ে যাওয়া হলেও 'বাটি চুরি' নিয়ে তুলকালাম কান্ড ঘটতে থাকে সরকারি পর্যায়ে।

তদন্তের ভার আমার উপর পড়ল। এক সদস্যের তদন্ত কমিটি। আমার বস একজন মহা ব্যবস্থাপক(জিএম) পর্যায়ের কর্মকর্তা। খুবই সৎ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। স্বাধীন দেশে সরকারি বাহিনীর হাতে বিপ্লবী সিরাজ শিকদারের সহপাঠী ছিলেন তিনি। বন্ধু সিরাজ শিকদারকে নিয়ে নানা গল্প করতেন।

'সাভারের লাল মাটি আরও লাল হবে আমাদের রক্তে' - এমন একটি কবিতার লাইন উচ্চারণ করে প্রয়াত বিপ্লবী বন্ধুর স্মৃতিচারণ করতেন প্রায়ই। তাঁর কাছে বসে তন্ময় হয়ে সিরাজ শিকদারের গল্প শুনতাম।

তখন জানুয়ারি মাস আসলেই সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সিরাজ শিকদারকে নিয়ে লেখা ছাপা হতো। বিচিত্রার 'পাঠকের পাতা' নামের পাতায় তখন আমাদের লেখা ছাপা হতো। কোনো এক 'সিরাজ শিকদার' সংখ্যার পাঠকের পাতায় লেখা চিঠি পড়ে নাম মনে রেখেছেন জিএম সাহেব। চাকরির প্রথম দিনেই তথ্যটি জানিয়ে আমাকে অতিরিক্ত স্নেহের পরশ দিতে থাকলেন। তাঁর কাছ থেকে ষাটের দশক থেকে পূর্ব বাংলার বাম রাজনীতির নানা তথ্য জানতে শুরু করি। নিজেকে আড়াল করে কথা বলতেন জিএম সাহেব। তাঁর গল্পে ' আমি আমি ' থাকতো না বলেই নৈর্বেক্তিক গল্প শুনে ঋদ্ধ হয়েছি দিনের পর দিন।

তো জিএম সাহেব তাগিদ দিতে থাকলেন চুরির তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে। জানালেন, ওপর থেকে ব্যাপক চাপ আছে। দ্রুত যেন চোরাই মাল উদ্ধার করা হয়। দায়ী ব্যক্তিকে যেন পুলিশে দেওয়া হয়। সামরিক শাসনের সময়। এক সপ্তাহের মধ্যে মালামাল উদ্ধার না করা হলে সমূহ বিপদ হবে বলে আমাকে সতর্ক করে দিলেন। দেশের অফিস রাজনীতি, প্রশাসনের রাজনীতি সম্পূর্ন এক ভিন্ন বিষয়। ওসবের সাথে তখন সবে পরিচয় হতে শুরু করেছে আমার।

চোখে অন্ধকার দেখি। মাঠে বক্তৃতা দেওয়া, আর সরকারি দপ্তরে কাজ করা যে ভিন্ন তা তখন ধাতস্ত করার চেষ্টা করছিলাম। টের পেলাম, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা একটাই। কেউ কাজ শিখিয়ে দেয় না ! নিরুপায় হয়ে বসের কাছে যাই।

: স্যার, তদন্ত কাজে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। আমার সাহায্য দরকার!

আমাকে নিরাশ করে জিএম সাহেব ভিন্ন কথা বলেন।

: বিয়ে করার পর কি বলবে কোনো অভিজ্ঞতা নেই ! নিজেকেই পথ ঘাট খুঁজে বের করতে হবে।

তখন লজ্জা পেলেও কথাটি অবশ্য মনে রেখেছি আজীবন।

চুরির ঘটনা তদন্ত করার জন্য সন্দেহের একটা তালিকা করি। তালিকা ধরে লোকজনকে ডেকে ডেকে জজ্ঞাসাবাদ শুরু করি।

: আপনি কি চুরি করেছেন? চুরির ব্যাপারে কিছু কি জানেন? চুরির হওয়ার দিনটিতে আপনি কোথায় ছিলেন? এসব প্রশ্ন করে হলফনামায় স্বাক্ষর নেই। 'যাহা বলিব সত্য বলিব- সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না' লেখা হলফনামায় ফুটে ওঠে স্বাক্ষর। লোকজন বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে, হ্যাঁ বা না উত্তর দিয়ে চলে যায়। আমি কোন কূল কিনারা পাই না।

সন্দেহের তালিকায় শ্রমিক নেতা আসুক মিয়াকে রাখা হয়েছে। তাঁকেও একই প্রশ্ন করি। তখনকার সরকারের ক্ষমতাবান এক মন্ত্রীর লাঠিয়াল আসুক মিয়া। প্রশ্ন শুনে হাসতে থাকে।

: স্যার আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। দেখি অন্যসব শিক্ষিত লোকের মতো আপনিও একই।

: হলফ নামা পড়ে উত্তর দাও আসুক মিয়া।

: এসব হলফ নামা পাঠ করে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে সবাই আদালতে মিথ্যে স্বাক্ষ্য দেয় স্যার। আমি নিজেও বহুবার দিয়েছি। এসব করে আপনার বাপেও চোরাই মাল উদ্ধার করতে পারবে না। নিজের জন্যই বিপদ ডেকে আনছেন।

বাপ তুলে কথা বলে আসুক মিয়া। অপমানে শরীর জ্বলে উঠে। একজন সৎ মানুষকে চোর হিসেবে সন্দেহ করছি বলেই এমন রেগে কথা বলছে, নিজেকে প্রবোধ দেই। আসুক মিয়া নানাভাবে হুমকি দেয়। তখনকার সময়ের এক মৎস্যজীবী নেতার নাম নিয়ে আকারে ইঙ্গিতে নয়, রীতিমত দেখে নেয়ার হুমকি দেয় ! রাগের মধ্যেও অপমান হজম করার কোনো বিকল্পও খুঁজে পাই না।

> বেশির ভাগ রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেশপ্রেমই দেখেছি। রাজনীতির নানাসব অঘটন আর লুটপাটে এদের অধিকাংশ না থাকলেও তাদের ছত্রছায়ায় অন্যরা বারোটা বাজিয়েছে। এসব নিবেদিত লোকজন নিরেট দেশপ্রেম নিয়ে একসময় ঘরে আটকা পড়েন।

এরমধ্যে জিএম সাহেব ডেকে পাঠালেন। সেদিন কবি শামসুর রাহমানের ' একটি মোনাজাতের খসড়া' কবিতাটি ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছে। তখনও এখানে ওখানে কবিতা আবৃত্তি করি। জিএম সাহেব জানতেন। ইত্তেফাকের সাহিত্য সাময়িকী হাতে দিয়ে বলেন কবিতাটি যেন আবৃত্তি করি।

...একনিষ্ঠ ঘুণ পোকার মতো অহর্নিশ
কুরে কুরে খাবো রাষ্ট্রের কাঠামো, অবকাঠামো।'

শেষ লাইন দু'টি আবৃত্তি করে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছি। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই চুরির তদন্তের অগ্রগতি জানতে চেয়ে আমাকে ভড়কে দিলেন জিএম সাহেব। বিপদ টের পাই।

চাকরি রক্ষার জন্য তখন ভিন্ন মোনাজাতের খসড়া হাতড়াচ্ছিলাম।

জিএম সাহেব জানতে চাইলেন, সন্দেহের তালিকায় কারা। আসুক মিয়ার কথা জানাতেই বলে উঠলেন, ডেকে পাঠাও। জিএম সাহেব পকেট থেকে তাঁর লাইসেন্স করা পিস্তল বের করে টেবিলে রাখলেন।

রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছি ততক্ষণে।

নির্বিকার আসুক মিয়া চোখ বড় বড় করে পিস্তলের দিকে এবং আমার দিকে তাকাচ্ছে। জিএম সাহেব দাঁড়ালেন। নাটকীয় ভঙ্গিতে পিস্তল টেবিল থেকে হাতে নিলেন। যন্ত্রটির সাথে বেশ অল্প বয়সেই পরিচিত হওয়া প্রজন্মের মানুষ আমি।

সেফটি ভাল্ব চেক করার শব্দ হলো। আমার কাঁপুনি বাড়ছে। আসুক মিয়া হাসছে। শক্ত আদমী আসুক মিয়া। এসব নাটকিয়তা তাঁর কাছে যেন কোনো ব্যাপারই নয়।

জিএম সাহেব পিস্তলের নল টেবিলে টেকালেন। ধাতব শব্দ হলো।

আসুক মিয়া দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার। জিএম সাহেব আসুক মিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঁধে হাত রাখলেন। যেন ভালোবাসার হাত। বন্ধুর কাঁধে রাখা ভরশার হাত।

আসুক মিয়া হতভম্ব। নার্ভাস। মুহূর্তে চেহারা বদলে গেলো।

জিএম সাহেব আস্তে করে বলে উঠলেন, আসুক মিয়া- তুমিও জানো, আমিও জানি !

কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা। কী হচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছি না।

আবারও একই মোলায়েম কণ্ঠে জিএম সাহেব বলে উঠলেন, মিয়া তুমিও জানো - আমিও জানি।

চোখের পলকে দৃশ্যপট পাল্টে গেলো। দেখি, আসুক মিয়া জিএম সাহেবের দুই পায়ে জড়িয়ে ধরেছে। বিলাপ করে কাঁদছে।

: স্যার আর চুরি করব না। চারটি ফ্যানই আমার কাছে এখনও। বিক্রি করার চেষ্টা করছিলাম। ফেরত দিয়ে দেব স্যার। আমাকে পুলিশে দিয়েন না স্যার।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। আসুক মিয়াকে কতো করে বলেছি। অনুনয় করেছি, কোনো শাস্তি না পাওয়ারও ভরসা দিয়েছি। ঘুণাক্ষরেও চুরির ঘটনা তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারিনি।

জিএম সাহেবের দিকে বোকার মতো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি।

: স্যার আপনি জানলেন কীভাবে?

এবারে আমার কাঁধে হাত রাখলেন, রহস্যের হাসি মুখে নিয়ে বলে উঠলেন, it is not every revolutionary situation that leads to revolution.

মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। আমার চাকরিটা অক্কা পাওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে মনে করে হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম।

অনেকদিন পর ঘটনাটি মনে পড়ছিল সম্পুর্ন ভিন্ন এক বাস্তবতায়। আজকাল এমন সব পুরনো ঘটনা প্রায়ই মনে পড়ে। ঘর থেকে নিশ্চিত মন্তব্য আসে, বয়স হলেই এমন হয়। যখন আর কিছু করার থাকে না, তখন পুরনো সব ঘুরে ফিরে আসে !

আয়নার সামনে দাঁড়াই। আহ ! সময়ের মানুষগুলোকেও যদি ঘুরে ফিরে আবার কাছে পাওয়া যেতো !

গত সপ্তাহে নিউজার্সির প্যাটার্সনে গিয়েছি। সে শহরেই বসবাস করেন এক নিকটাত্মীয়। দেশের সর্বোচ্চ মহলের একসময়ের ঘনিষ্ট মানুষ ছিলেন। এখনও সদর অন্দরের বহু খবর রাখেন। মনে হলো, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ সম্পর্কের এখনকার উত্তেজনা নিয়ে তাঁর ভাষ্যটি জেনে নেয়া যাক।

কিছু লোক দলের দুর্দিনেই কাজ করেন। সুদিন আসলে তাঁরা চুপসে যান। কোলাহল থেকে নিজেদের আড়াল করে নেন। গত তিন চার দশকে এমন বহু রাজনীতিবিদকে কাছে থেকে দেখেছি। সাংবাদিকতা করতে গিয়ে রাজনীতিবিদদের গালিও কম দেইনি।

বলাই বাহুল্য, বেশির ভাগ রাজনীতিবিদদের মধ্যে দেশপ্রেমই দেখেছি। রাজনীতির নানাসব অঘটন আর লুটপাটে এদের অধিকাংশ না থাকলেও তাদের ছত্রছায়ায় অন্যরা বারোটা বাজিয়েছে। এসব নিবেদিত লোকজন নিরেট দেশপ্রেম নিয়ে একসময় ঘরে আটকা পড়েন। ঘেটে দেখি, দল ও নেতৃত্বের প্রতি অবিচল অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাদের। বিরক্তি নিয়েও তাঁরা দলের প্রতি, নেতৃত্বের প্রতি অবিচল থাকেন। রাজনীতি সম্ভবত এমন একটি বিষয় , যা মানুষের বোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। একই বৃত্তে ঘুরপাক খাওয়ায়।

আমার এ নিকাটাত্মীয়ও এমন আপাত গৃহবাসি একজন। একথায়, ওকথায় রাত গভীর হয়। নানা কথার মধ্যে আমেরিকা চীনের রাজনীতি, ভারত ফ্যাক্টর সহ নানা বিষয় আলোচনায় চলে আসে। একই আলাপ, সামনে খুব কমই বিকল্প আছে। ফলে পরিস্থিতিতি কোনদিকে যাবে, কেউ কিছু বলতে পারছেন না।

পাচ্যাল আর ভাল্লাগে না। সরাসরি প্রশ্ন করি, রাজনীতির মাঠ লেভেল প্লেইয়িং ফিল্ড কি হবে? নির্বাচন কি অবাধ ও নিরপেক্ষ হবে?

: আপনিও জানেন, আমিও জানি ! - নিকটাত্মীয়টির নির্বিকার উত্তর।

চার দশক আগের আসুক মিয়ার চেহারা মনের মধ্যে ভেসে উঠে। একজন সৎ , মহৎপ্রাণ সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে জিএম সাহেবের স্মৃতি ভেসে উঠে। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বুকটা মোচড় দেয়। আজকের বাংলাদেশে এমন সরকারী কর্মকর্তারা কি আছেন ? নিশ্চয়ই আছেন। এখনও ভালো মানুষের কাজ চাপা পড়ে যায় কিছু দুর্বৃত্বের আস্ফালনে। এখনও কিছু ব্যক্তির খেয়ালী আচরণে মূল্য দেয় আপামর জনতা! এ অচলায়তন না ভাঙলে বিপর্যয় যে অবশ্যাম্ভাবী!

নিউজার্সির প্যাটার্সন থেকে ব্রান্সউইক শহর। এক ঘণ্টার ড্রাইভ। মধ্যরাত পেরুনো ফাঁকা মহাসড়কে দ্রুত বেগে গাড়ি চলছে। আমার কানে বাজতে থাকে বাক্যটি।

: মিয়া তুমিও জানো, আমিও জানি!

রোগ জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ এবং Revivify supplement

এইচ বি রিতা

কোভিড-১৯ একটা ভাইরাসজনিত অসুখ ছিলো। কোভিড-১৯ – বিভীষিকাময় এই মহামারীর সময়ে আমরা দেখতে পেয়েছি, আমাদের চারপাশে অনেকেই যারা Revivify Gel ব্যবহার করেছেন- তারা অনেক সফলভাবে এই মহামারী মোকাবেলা করতেসক্ষম হয়েছেন। রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধক হিসাবে Revivify Gel -এর কার্যকারীতা নিয়ে আজ আরো কিছু তথ্যদিবেন বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেন। আজকের আর্টিক্যালটি নিয়ে বিজ্ঞানী লিয়াকত হোসেনের সহযোগী হিসাবে আছেন তরুণ বিজ্ঞানী নওরিন চৌধুরী।

লিয়াকত হোসেন বলেন, আমরা সাম্প্রতিক আমাদের গবেষণায় দেখেছি acne vulgaris এর বিরুদ্ধেও Revivify Gel অনেককার্যকর। এই রোগটা একটা ব্যাক্টেরিয়া ঘটিত রোগ। এরকম আরো উদাহরণ সহ আমরা এটা বলতে পারি- Revivify Gel একটি অত্যন্ত কার্যকর রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধক। বিভিন্ন উপাদানে তৈরি এই অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক সম্পূরক Revivify Gel রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

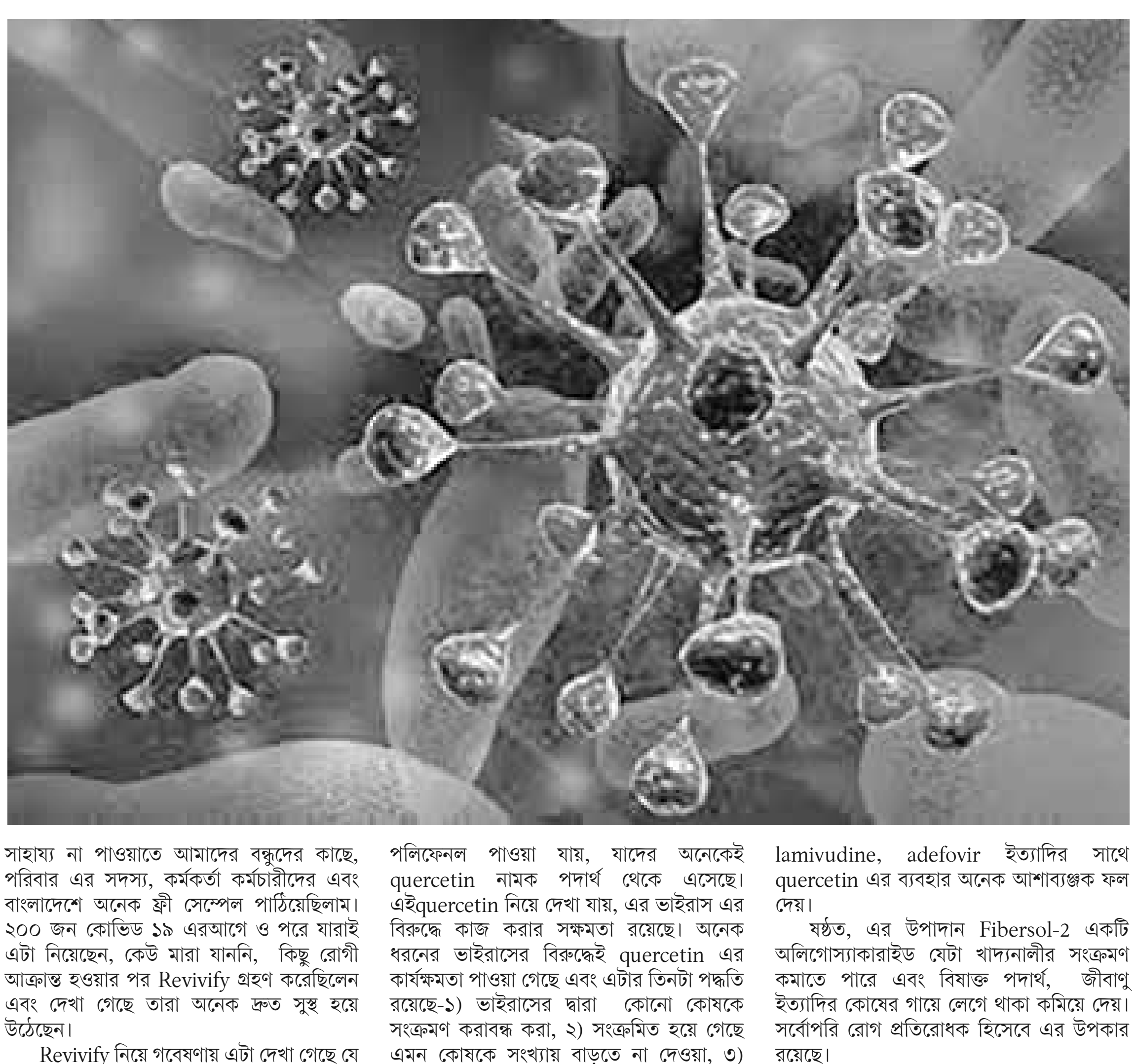

তিনি বলেন, Trends in Food Science & Technolgy, vol 100, Feb 2022, 174-190- অনুযায়ী, কোভিড ১৯ প্রতিরোধেপ্রোবায়োটিকস, প্রিবায়োটিকস, সিনবায়োটিকস এবং পোস্টবায়োটিকস ইত্যাদির সম্পূরক ব্যবহার- একটি বৈজ্ঞানিক, পরিসংখ্যান লব্ধ আলোচনা। প্রোবায়োটিকস, প্রিবায়োটিকস, সিনবায়োটিকস এবং পোস্টবায়োটিকস ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্নগবেষণা, প্রকাশনা এবং ফলাফল কোভিড ১৯ মহামারীর সময়টা জুড়ে অনেক পূর্ণতা পেয়েছে। মহামারীর শুরু থেকে ২০২১সালের ডিসেম্বর মাস অবধি প্রায় ৮৪ টি গবেষণাপত্র বের হয়েছে এই ব্যাপারে, যা নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করে-

-পরিপাকতন্ত্র – শ্বাসতন্ত্রের অক্ষ, প্রি এবং পোস্টবায়োটিক সম্পূরক খাদ্য উপাদান এবং কোভিড ১৯ এর প্রতিরোধ ও চিকিৎসা।

- প্রোবায়োটিক ব্যবহার করে কোভিড ১৯ এর প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার ক্লিনিকাল প্রমাণ।

- SARS-Cov-2 এর প্রতিরোধ এবং তাকে নির্মূলে পোস্টবায়োটিক এবং অন্যান্য উপাদানের ব্যবহার ও গুরুত্ব।

Advance Pharmaceutical Inc. ২০২০ এর শুরু থেকেই উপলব্ধি করে, Revivify Gel কোভিড ১৯ এর বিরুদ্ধে কাজেআসতে পারে। ২০১৯ এর মে মাসে প্রোডাক্টটি চায়নায় যাওয়ার পর যারা এটা গ্রহণ করেছে তাদের আক্রান্তের হার কিংবাআক্রান্ত হলেও জটিল সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। লকডাউনের পলিসির কারণে চায়নাতে আমরা এটি বেশি সংখ্যায়পাঠাতে পারিনি, ৩০ টার প্রায় ৭০,০০০ বক্স পাঠানো হয়েছিলো৷ আমরা ex CDC ডিরেক্টর, নিউ ইয়র্ক স্টেট গভর্নর, মিডিয়া, সি.এন.এন এর কাছে কিংবা চিকিৎসকদের কাছে ২০২০ এর শুরুতে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়াতে আমাদের বন্ধুদের কাছে, পরিবার এর সদস্য, কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং বাংলাদেশে অনেকে ফ্রী সেম্পেল পাঠিয়েছিলাম। ২০০ জন কোভিড ১৯ এরআগে ও পরে যারাই এটা নিয়েছেন, কেউ মারা যাননি, কিছু রোগী আক্রান্ত হওয়ার পর Revivify গ্রহণ করেছিলেন এবং দেখা গেছে তারা অনেক দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

Revivify নিয়ে গবেষণায় এটা দেখা গেছে যে এই জেল রোগের সংক্রমণ কমিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। শ্বাসতন্ত্রের কোষ হোক কিংবা মস্তিষ্ক, হৃৎপিন্ড ইত্যাদির কোষ হোক- এই প্রোডাক্ট সবক্ষেত্রেই কার্যকর।

প্রথমত, Revivify জেল এর গবেষণায় দেখা গেছে, এটি T cell এর এক্টিভেশন করে CD4 এবং CD8 এর সংখ্যা বাড়ায় এবংরোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ফলশ্রুতিতে কোভিড ১৯ এর জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি কমায়।

দ্বিতীয়ত, কোভিড ১৯ প্রতিরোধে অন্যতম উপকারী ল্যাক্টোব্যাসিলাস এর ইতিবাচক পরিবর্তন এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করে সর্বোপরি শরীরের সক্ষমতা বাড়িয়ে Revivify gel সুস্থতা আনয়নে কার্যকর।

তৃতীয়ত, Revivify gel এ অনেক ধরণের পলিফেনল পাওয়া যায়, যাদের অনেকেই quercetin নামক পদার্থ থেকে এসেছে। এইquercetin নিয়ে দেখা যায়, এর ভাইরাস এর বিরুদ্ধে কাজ করার সক্ষমতা রয়েছে। অনেক ধরনের ভাইরাসের বিরুদ্ধেই quercetin এর কার্যক্ষমতা পাওয়া গেছে এবং এটার তিনটা পদ্ধতি রয়েছে-১) ভাইরাসের দ্বারা কোনো কোষকে সংক্রমণ করাবন্ধ করা, ২) সংক্রমিত হয়ে গেছে এমন কোষকে সংখ্যায় বাড়তে না দেওয়া, ৩) সংক্রমিত কোষগুলোকে এন্টিভাইরাল ওষুধ দিয়েচিকিৎসার সময় ওষুধের বিরুদ্ধে resistance কমিয়ে ওষুধের কার্যক্ষমতা বাড়ানো।

চতুর্থত, ২০১৪ সালের এক পরীক্ষায় দেখা গেছে, quercetin, রাইনোভাইরাস দিয়ে হওয়া কমন কোল্ড অর্থাৎ সাধারণ সর্দিকাশির বিরুদ্ধে অত্যন্ত কাজের। ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্যারা ইনফ্লুয়েঞ্জা, এডেনোভাইরাস ইত্যাদি বিভিন্ন ভাইরাসের বিরুদ্ধে দেখা গেছে, তাদের সংখ্যায় বেড়ে যাওয়া কমিয়ে quercetin তাদের বিরুদ্ধে চিকিৎসাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পঞ্চম পয়েন্টে বলা যায়, ২০১৫ সালের দিকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধি কমিয়ে এবং লিভারকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে এন্টিভাইরাল ওষুধ lamivudine, adefovir ইত্যাদির সাথে quercetin এর ব্যবহার অনেক আশাব্যঞ্জক ফল দেয়।

ষষ্ঠত, এর উপাদান Fibersol-2 একটি অলিগোস্যাকারাইড যেটা খাদ্যনালীর সংক্রমণ কমাতে পারে এবং বিষাক্ত পদার্থ, জীবাণু ইত্যাদির কোষের গায়ে লেগে থাকা কমিয়ে দেয়। সর্বোপরি রোগ প্রতিরোধক হিসেবে এর উপকার রয়েছে।

সপ্তম পয়েন্টে বলা যায়, গ্রিন টি এর নির্যাস, যা revivify gel এর একটি উপাদান৷ দেখা গেছে, গ্রিন টি এর নির্যাস SARS-Cov-2 এর বিভিন্ন ভাইরাল উপাদান যেমন স্পাইক প্রোটিন, প্রোটিয়েয ইত্যাদিকে প্রতিরোধ করতে পারে। [Ref US Org, Sept 30, 2020]

অষ্টম পয়েন্টে উল্লেখ্য হলো, ২০২০,২০২১ এই সময়টায় যখন মানুষ জানতে পারতো যে, তারা কোভিড ১৯ এ আক্রান্ত, মানুষ তখন অবসাদগ্রস্ত হয়ে যেতো। যার ফলে রোগ প্রতিরোধ সক্ষমতা কমে মানসিক এবং শারীরিক দুই ভাবেই ক্ষতির সম্মুখীন হতেন রোগীরা। Revivify Gel পরিপাকতন্ত্রের উপকারী জীবাণুর ভারসাম্য এনে ল্যাক্টোব্যাসিলাস এর মতো উপকারী জীবাণুর সংখ্যা বাড়িয়ে এবং short chain fatty acids ইত্যাদি তৈরি বাড়িয়ে সার্বিকভাবে পরিপাকতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, মস্তিষ্ক সবার উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে রোগীকে বিষণ্নতা এবং শারীরিক অসুখ ইত্যাদি হতে দ্রুত সুস্থতা আনয়নে অত্যন্ত উপকারী।

নবম পয়েন্টে আরো উল্লেখযোগ্য হলো, Revivify এর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এন্টিওক্সিড্যান্ট, প্রদাহনাশক, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতায় সবল অংশগ্রহণকারী হিসেবে এই জেল এর অবদান রয়েছে। T cellকে একটিভেট করে CD4 এবং CD8 এগুলোর সংখ্যায় তারতম্য এনে, Cox-2, CXCL 10 ইত্যাদি জৈবনির্দেশক এর সংখ্যায় তারতম্য আনা, সাইটোকাইন IL-6. TNF-a. INF-y. TGF-b ইত্যাদিকে কমিয়ে প্রদাহ কমানোর মাধ্যমে কোভিড ১৯ এর চিকিৎসায় Revivify Gel এর ব্যবহার সম্ভব।

এছাড়াও আমরা দেখতে পেয়েছি, কোভিড আক্রান্ত রোগীদের এই জেল ব্যবহারের কারণে দ্রুত সুস্থ হওয়া এবং হাসপাতালে যাওয়ার হার কম হওয়া- এই ব্যাপারগুলো অত্যন্ত বিস্ময়কর।

উপরের এ সকল তথ্য এটাই বারবার প্রমাণ করে যে, কোভিড ১৯ এবং আরো অন্যান্য ভাইরাস জনিত অসুখে Revivify এর ব্যবহার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।

মানব সমাজের এটা একটা ব্যর্থতাই বলা যায়, যে নিউইয়র্কের শতমাইলের মধ্যে থাকার পরেও আমাদের এই চমৎকার প্রোডাক্টআশানুরূপ ব্যবহৃত হয়নি শুধুমাত্র স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কর্মী, প্রশাসন কিংবা সংবাদকর্মীদের আমাদের যোগাযোগ এর চেষ্টারউত্তর না দেওয়ার জন্যে। আশা করি সামনে এই গ্যাপটা থাকবেনা এবং এই চমৎকার প্রোডাক্ট Revivify Gel সকল ক্ষেত্রেইব্যবহৃত হবে।

সাম্প্রতিক আমাদের ২০ জন এর উপর করা একটা স্টাডিতে দেখা গেছে, acne vulgaris আক্রান্ত রোগীদের যারা আমাদেরপ্রোডাক্ট ব্যবহার করেছেন তাদের উন্নতির হার ১০০% এবং যারা করেননি তাদের মধ্যে এই হার অনেক কম এবং উন্নতি হওয়াটাদীর্ঘমেয়াদী।।

এই acne vulgaris একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত অসুখ। আমাদের Revivify gel এর সংক্রমণ এর বিরুদ্ধে কাজ করার সামর্থ্যএটা সহ অন্যান্য জীবাণুর বিরুদ্ধেও শক্তিশালী ভাবে কাজ করতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, প্রদাহ কমিয়ে শরীরের জন্যে ক্ষতিকরউপাদান কমিয়ে সুস্থ, সুন্দর জীবন পালনে revivify gel এর ব্যবহার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক এবং সম্ভাবনাময়।

আজকের বিষয় নিয়ে লিয়াকত হোসেন এখানেই সমাপ্তি টানেন। আসন্ন সপ্তাহগুলিতে Revivify-এর অন্যন্য বিষয়ে আমরাতাঁর কাছে আরো বিস্তারিত জানবো। এই ফাঁকে দেখে নিতে পারেন Revivifyforlife.com-ওয়েবসাইটটি। টেকসই স্বাস্থ্যকরজীবনের জন্য রিভিভিফাই প্রো-ভাইটালিটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট জেল, রিভিভিফাই প্রো-এনার্জি পাউডার ড্রিঙ্ক-এর স্বাক্ষরআইটেমগুলো উপভোগ করতে পারেন। Revivify ক্লাবে যোগদান করে বন্ধু ও পরিবারের সাথে স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করুন।

শুকনো রুটি

তুষার ইসলাম

ঊষার লাল রঙের ছোঁয়া লেগেছে যদিও আমার মনে,
ভোর হয়েছে টের পাইনি একটুও
তবে ক্ষুধা লেগেছে।
মনে হয় বেলা অনেক হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা
টিক টিক করে বলে দেয় বেলা বারোটা বাজে।

রমণীর শ্যামল হস্তে থালায় কিছু শুকনো রুটি
একটুখানি জল নিয়ে এসে বলে, এই যে মিস্টার, শুনুন
এই নেন সকালের নাস্তা খেয়ে নিবেন।
মরুভূমির বুকে রাতভর কাজ শেষে শুকনো রুটি
হয় প্রিয় খাবার সেই বেলা বারোটায়।

স্বদেশ ছেড়ে বহুদূরে প্রিয়জন রেখে
শুকনো রুটি দিয়ে শুরু হয় কর্মজীবন।
প্রিয়জন'কে সুখে রাখতে মায়ের আঁচল ছায়া ছেড়ে
মরুবুকে শুকনো রুটি দিয়ে চলে দিন,
বছরের পর বছর
মাসের পর মাস!

শ্রাবণিকে বলে দিও

মামুন আহমেদ

তা'কে আমার ভালো লাগে
রুদ্ধ হোক বিবেকের প্রতারণা।
বর্ণের পরিচয়ে-দু'জনই বাঙালি
রাজপথে কিংবা মেঠোপথে
আমাদের পথচলা।
ঝর্ণা থেকে নদী
প্রান্তর জুড়ায় সাগরের টানে
ফুঁসে উঠো, ফুঁসে উঠো
চির বাঙালি আমি।

প্রশ্ন করো না কেউ

জসীম উদ্দীন মুহম্মদ

কেউ প্রশ্ন করো না, এতোদিন কোথায় ছিলেন?
জীবনানন্দের মতো আমিও তাঁরে খুঁজতে গিয়েছিলাম
বনলতা সেন!
রোজ রোজ কতো কতো ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া, শিমুল,
পলাশ
এতো রঙের আবির মেখেছো গায়ে,
কেউ কি করেছো আমার তালাশ!

লজ্জা ঘষে ঘষে আমিও কুড়িয়েছি নীল লোহিত
আশার দোলকে গোলক ধাঁধাঁর মতো ঘুরছি আধাপক্ক
কেশী রোহিত!

ক্লান্তি আমাকে ক্লান্ত করে না রুপোলি নদীর ঢেউ
চিলের ডানার মগ্ন আছি শূন্য জলপাত্রে, আমার সঙ্গী
হবে নাকি কেউ?

নিষ্ঠুর সময়

আবদুল লতিফ

বিষাক্ত ব্যঞ্জন মাখা সময় আস্বাদনে ধীরে ধীরে
নীল হয় বিরহী ডাহুক
বজ্রাহত ডাহুকী গোনে মৃত্যুর প্রহর
উড়ন্ত হিংস্র শিকারী ঈগল অপেক্ষায়
অল্প দূরে শিয়ালের হুক্কাহুয়া ডাক যেন
কেয়ামতের হুইসেল
চিৎকারে বাতাসে কম্পন তোলে ভীত-সন্ত্রস্ত
অবুঝ ডাহুক ছানা
যেন আঁধারে মিশে যাওয়া
শুধুই নিষ্ঠুর সময়ের খামখেয়ালি।

জানলা ভেদ করে

পলাশ দাস

জানলা ভেদ করে যতটা ঘরের ভিতর দেখা যাচ্ছে
মেঘের শরীরের মতো ঝুল
দুটো মাকড়সা সেই পথ বেয়ে
উঠছে নামছে
নামছে উঠছে

তাদের শরীর ছুঁয়ে যাচ্ছে আলো
ছুঁয়েছে অন্ধকার
তারা ক্রমশ উঠছে নামছে
নামছে উঠছে

বাতাসের টান
শাব্দিক আহ্বান
তাকাচ্ছে না দেখছে না
মাখছে না গায়ে

তাহলে ওরা কি অন্ধ ও বধির?

জীবন যুদ্ধের ছাত্র

টি এইচ মাহির

পৃথিবীটা কন্টকময় বিশাল রণক্ষেত্র
পথিক আমি ক্লান্ত তবে তীক্ষ্ণ দুটো নেত্র
শিখছি আমি জন্ম হতে শিখছি দিবা রাত্র
পৃথিবীটা বিদ্যাপীঠ আমি তার ছাত্র

যুদ্ধ চলছে নিয়মিত জীবনটা যুদ্ধালয়
জীবনকাল ছোট্ট তবে মস্ত বড় বিদ্যালয়
পরীক্ষায় আসবে দুর্যোগ প্রশ্নে হবে প্রলয়
সমাধান নিপুণ হাতে থাকবে দক্ষের বলয়

বিপদসংকুল পথ চলতে থাকবে ভালো মিত্র
শিখতে হবে প্রতি পদে নয় হারবার পাত্র
জীবনকাল অনেক ছোট অল্প ক'দিন মাত্র
ভবের হাটে পথিক আমি জীবন যুদ্ধের ছাত্র।

আশার ছলনা

কামাল কাদের

জীবনের চলার পথে কত কি ঘটে যায়! আমরা কেউ আঁচ করতে পারিনা। কারণ আমাদের জীবনটা রহস্যময়।

ইরফান এবং নাজমা এক আদর্শ দম্পতী। কলেজ জীবনে একে অপরকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। এক ছেলে এবং এক মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার। দুজনেই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টিচার। ইরফান অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার আর নাজমা হোম ইকোনোমিক্স এর শিক্ষীকা। মধ্যবিত্তের জীবন, অন্য পাঁচজনের মতো দিন চলে যাচ্ছে।

দেশ নব্য স্বাধীনতা লাভ করেছে,তারই জোয়ারে দেশের তরুণ তরুণীদের মাঝে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতার হিড়িক পরে গেছে। এদের মধ্যে ইরফান এবং নাজমা ব্যতিক্রম রইলো না। ভাবলো, বিদেশে যেতে পারলে অন্ততপক্ষে ছেলে মেয়েদেরকে ভালো ভাবে ভরণ-পোষণ এবং উচ্চমানের শিক্ষা -দীক্ষা দিতে পারবে। যেই ভাবা সেই কাজ, কয়েকটি দেশে বিশেষ করে "ইংলিশ স্পিকিং" দেশগুলিতে অভিবাসী হিসাবে থাকার জন্য চেষ্টা করা শুরু করলো। অনেক চেষ্টা তদবির করে কানাডায় থাকার অনুমতি পেয়ে গেলো।সৃষ্টিকর্তাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে একদিন কানাডার পথে পাড়ি জমালো।

ইরফান, বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। কিন্তু কানাডাতে ওই ডিগ্রি মূল্যহীন। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বে টরোন্টোর এক হোটেলে ওয়েটারের কাজ নিতে বাধ্য হলো। এদিকে নাজমা কোনো দ্বিধা না রেখে এক গ্রোসারি সপে সেলস গার্ল হিসেবে যোগ দিলো। মানব জীবনে ডিগ্রি অর্জন করা যে শুধু ভালো চাকরি পাওয়া নয়, বুদ্ধিমত্তার বিকাশেরও ক্ষেত্রস্থল। বাস্তব জীবনকে কিভাবে সুপন্থায় মোকাবেলা করা যায় তারই শিক্ষাকেন্দ্র হলো কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এরই জ্বলন্ত প্রমান হলো ইরফান এবং নাজমা।

ছেলে 'ইনিভার্সটি অফ টরোন্টো' থেকে এবং মেয়ে 'ইউনিভার্সিটি অফ ইয়র্ক' থেকে ডিগ্রি করে তাদের নিজেদের পেশায় নিয়োজিত। মেয়ে তার পছন্দ মতো এক কানাডিয়ান বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করে অটোয়া শহরে বসবাস করছে। ছেলেটি এক মেক্সিকান মেয়েকে বিয়ে করে নিউইয়র্কে সংসার ধর্ম পালন করছে। ছেলেমেয়েরা রীতিমতো মা-বাবার ভালো মন্দ খবরা খবর নেয়, সময় এবং সুযোগ পেলে বয়স্ক মা বাবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে যায়। এদিকে ইরফান এবং নাজমা নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে প্রথমে নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে একটা ইন্ডিয়ান টেকওয়ে খাবারের দোকান খুলে এবং সেটাকে আস্তে আস্তে উন্নতি করে একটা বড় রকমের ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে রূপান্তরিত করে।

এভাবেই ইরফান এবং নাজমার বিয়ের কয়েক দশক ভালোবাসা এবং ভক্তির সাথে অতিবাহিত হতে চললো। একজন আরেকজনকে ছাড়া যেন এক মুহূর্ত কাটে না। যখন তাদের দুজনার বয়স ৬০ এর মধ্যে, তখন তারা পরিকল্পনা করলো, ছেলে মেয়েরা তো যার যার জীবন বেছে নিয়ে সংসার করছে। তাহলে তারা কেন তাদের বাকী জীবনটা আদর্শগত ভাবে তাদের নিজেদের মতো কাটিয়ে দিতে পারে না! এই ভেবেই কিছুটা পাগলামী করে ঢাকা শহর থেকে প্রায় পয়তাল্লিশ মাইল দূরে এক মফস্বল শহরে একটা ফার্ম হাউস কিনে নিলো। সেই ফার্ম হাউসটিকে ঢাকার এক নামকরা আর্কিটেক্ট দিয়ে নুতন করে ইংলিশ স্টাইলে একটা বাংলো বানালো। সেরা এবং দামি আসবাবপত্র দিয়ে ঘরগুলিকে সাজালো। বাংলোটার চারিধার ঘিরে নানা জাতের ফুল এবং ফলের গাছ দিয়ে বাড়িটাকে সবুজের সমারোহে একটা শান্তি নিকেতন তৈরি করলো। আশা করলো অবসর নেয়ার পর বাকী জীবনটা দুইজন সুন্দর করে এখানেই কাটিয়ে দিবে এবং ইরফান তার শখের লেখালেখির কাজ চালিয়ে যাবে। তার এই লেখা হবে তার একান্ত নিজের, শুধু নাজমা ছাড়া আর অন্য কারোর জন্য নয়।

কিন্তু ভাগ্যের অন্য ধারণা ছিল। কথায় আছে না, "যদি ভগবানকে হাসাতে চাও, তাহলে ভবিষ্যতে তোমার কি প্লান অথবা কি পরিকল্পনা তাকে জানাও, তাহলে দেখবে ভগবান কেমনভাবে তার ইচ্ছায় তোমার ভাগ্যকে ভেঙেচুড়ে গুড়িয়ে দিতে পারে।"

ইরফানের বেলায় তাই হলো। সেই দুঃস্বপ্নটা ঘটে গেলো। ঢাকা থেকে তারা কয়েক দিনের জন্য সিলেটের পথে বেড়িয়েছিল। পথে খাবারের জন্য বিরতি নিলো।রেস্টুরেন্টের খাবার টেবিলে বসার কয়েক মিনিট পরেই নাজমা মূর্ছা গিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। পরে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নেয়া হলো। প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর সিলেট যাত্রা ভঙ্গ করে ঢাকায় এনে হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। টেস্টে ধরা পড়লো তার মধ্যে Alzheimer রোগ বাসা বাঁধতে শুরু করেছে। তার বয়স তখন মাত্র ষাট। এই ঘটনার পর নাজমাকে নিয়ে ইরফান তাদের দেশ ভ্রমণ বাদ দিয়ে কানাডায় ফিরে আসলো। নাজমাকে 'কেয়ার হোমে' রাখতে ইরফান বাধ্য হলো। ইরফানের জীবনটা এক নিমেষে ওলোট পালট হয়ে গেলো। নাজমা অত্যন্ত সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, রুচিশীল মহিলা ছিল যা কিনা যে কোনো পুরুষই সারা জীবন তার সাথে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস, তার চিত্ত ভ্রংশ(dementia) হওয়ার ফলে তাদের জীবন থেকে সুখ হারিয়ে গেলো।

অবশ্য ওই ঘটনাটি ঘটার আগেই ইরফান নাজমাকে প্রায়ই অন্যমনস্ক হতে দেখতো। সে প্রায় সময় কোন জিনিষটা কোথায় রাখতে হবে, ভুলে যেতো, যা ওর সহজাত অভ্যাস ছিল না। এক কথা বার বার বলতো। কিন্তু ও নিয়ে ইরফান বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। "ডিমেনশিয়া " রোগটি সনাক্ত হওয়ার পর ইরফান একেবারেই ভেঙে পড়লো। তবুও নাজমাকে সাহস জুগিয়ে যেতে লাগলো। বলতো, 'সব কিছু সেরে যাবে। কোনো চিন্তা করোনা লক্ষ্মীটি।'

কথা শুনে নাজমা ইরফানের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি দিতো। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ইরফান বুঝতে পারছিল না তার জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে। নাজমাকে কেয়ার হোমে রাখার আগে তাকে দেখাশুনার জন্য বাসায় একজন খণ্ডকালীন উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত নার্স নিয়োগ করা হলো। দিনে দিনে নাজমার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল, আর তাকে নিয়ে ইরফান হাবুডুবু খাচ্ছিল। রান্না-বান্না ইরফানকে করতে হতো, প্রায় সময়ই খাবার-দাবার বাইরে থেকে কল করে খেতে হতো। ইরফানের হতাশার ভাব চরমে উঠলো যখন নাজমা নিজে থেকে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছিল না। সে মূল-মূত্র ধারণ করতে অক্ষম হয়ে পড়লো, সেই সাথে নিদ্রাহীনতায় ভুগতে শুরু করলো। অবশেষে জানাশুনা সবার উপদেশে নাজমাকে কেয়ার হোমে রাখতে ইরফান বাধ্য হলো।

যেদিন ইরফান নাজমাকে কেয়ার হোমে রেখে আসলো ,সে দিনটির কথা সে কখনো ভুলতে পারবে না। দিনটি মেঘলা ছিল। ফ্লাট থেকে একটা সুটকেস হাতে নিয়ে নাজমাকে বললো, 'আমরা একটা সুন্দর হোটেলে যাচ্ছি। তুমি সেখানে খুব ভালো থাকবে।' গত পঁচিশ বছর ধরে একসাথে বাস করা ওই ফ্ল্যাটটিতে, কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ একসাথে শেয়ার করেছে। ছেলেমেয়েরা সেখানে বেড়ে উঠেছে। আজ কোথা থেকে কি হয়ে গেলো। ফ্লাট থেকে নাজমাকে বিদায় দেয়ার সময়টা ইরফানের কাছে মনে হচ্ছিলো কে যেন তার হৃদয়ের মাঝে এক তীক্ষ্ণ ছোরা ঢুকিয়ে দিলো। নাজমাকে কেয়ার হোমে রেখে আসার পর থেকে সে ক্রমশ শূন্যতার সাগরে ডুবে যেতে লাগলো। বন্ধু-বান্ধবরা যারা তাকে ভালোবাসে তাকে এই বলে সান্তনা দিলো, 'বয়সের সাথে মানুষের স্মরণশক্তি লোপ পায়, সুতরাং তুমি মন খারাপ করোনা।'

এক সময় ইরফান একাই ঢাকার শহরতলীতে বানানো ফার্ম হাউসে ঘুরে গেলো। কানাডায় ফিরে গিয়ে ফার্ম হাউসের ভালো মন্দ বিষয় নিয়ে সে নাজমার সাথে আলোচনা করলো। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নাজমা এ বিষয়ে কোনো গুরুত্ব দিলো না অথবা বুঝতেই পারছিল না ইরফান কি বলছে। শুধু বড়ো বড়ো চোখে 'হা' করে ইরফানের দিকে তাকিয়ে রইলো। নিরুপায় হয়ে ইরফান তাদের অতি যত্নের ফার্ম হাউসটি বিক্রি করে দিলো। যেখানে নাজমা নেই, সেখানে এই ফার্ম হাউস দিয়ে কী হবে!

ক্রমেই নাজমার কথা বলার শক্তি হারিয়ে যেতে লাগলো।সে সব সময় শিশুর মতো চারিদিকে কি যেন খুঁজে বেড়ায়। ইরফান নাজমার প্রিয় রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি তার কানের কাছে বাজায়, যদি সে গানগুলি শুনে কিছুক্ষণের জন্য হলেও হাসি খুশীতে মন ভরে রাখতে পারে। শেষবেলায় ইরফানের শুধু কামনা তার হাসি মুখটি দেখার-আর কিছু না।

নাজমা যখন মারা যায় তখন তার বয়স ছিল তেষট্টি। ইরফান এবং নাজমার বিবাহিত জীবন ছিল প্রায় চল্লিশ বছরের। ইরফানের বেঁচে থাকার আর কোনো আগ্রহ রইলো না। জীবনের প্রতি এক রকম বিতৃষ্ণা এসে গেলো। নাজমার মারা যাওয়ার এক বছরের মধ্যে কোনো রোগের উপসর্গ ছাড়াই ইরফান এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। সেই সাথে ভগবান তার খেলার সমাপ্তি টানলো।

নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের
সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায়
অভিনন্দন
Shah Nawaz MBA
President & CEO
Golden Age Home Care
NY Insurance Brokerage
Former President
Jackson Heights Business Association (JBBA)

জ্যামাইকার আল মদিনা

হালাল লাইভ পোল্ট্রিতে

বিশাল মূল্যছাড়!

Halal Live Chicken

যে কোন ধরনের

৫ টি চিকেন কিনলে ১ টি ফ্রি!
Any 5 Chicken Buy 1 Free

৮ টি চিকেন কিনলে ২ টি ফ্রি!
Any 8 Chicken Buy 2 Free

১৫ টি কিনলে ৩ টি ফ্রি!!
Buy 15 Chicken 3 Free

১৮ টি কিনলে ৪ টি ফ্রি!!!
Buy 18 Chicken 4 free

২০ টি কিনলে ৫ টি ফ্রি!!!
Buy 20 Chicken 5 Free

HALAL

এই অফারটি ১ মাস ধরে চলবে

জুন ১ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত

শর্ত: বিজ্ঞাপনটির ছবি বা পেপার কাটিং সঙ্গে আনতে হবে
Please bring Ad copy or Ad short screen picture.

151-24 Beaver Rd
Jamaica, NY 11433
(Near liberty & 157 St.)

WE DELIVER
MON-SAT (8am-6pm),
SUN (8am-4PM)
Tel: 718-526-3333

আবু জাফর মাহমুদকে সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান

Abu Zafar Mahmood recieves honorary Ph.D.

বিশ্বশান্তির দূত হিসেবে নতুন অভিযাত্রা

A New voyage of Ambassador for global peace

“আমি জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব করেছি। এই সম্মানসূচক স্বীকৃতি ও ডিগ্রির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করছি। আজ আমি গ্লোবাল ফাইটার। সারা পৃথিবীর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ও দুর্যোগ কবলিত জাতিগুলির জন্য মানবতার পক্ষে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর আদায় করছি।”

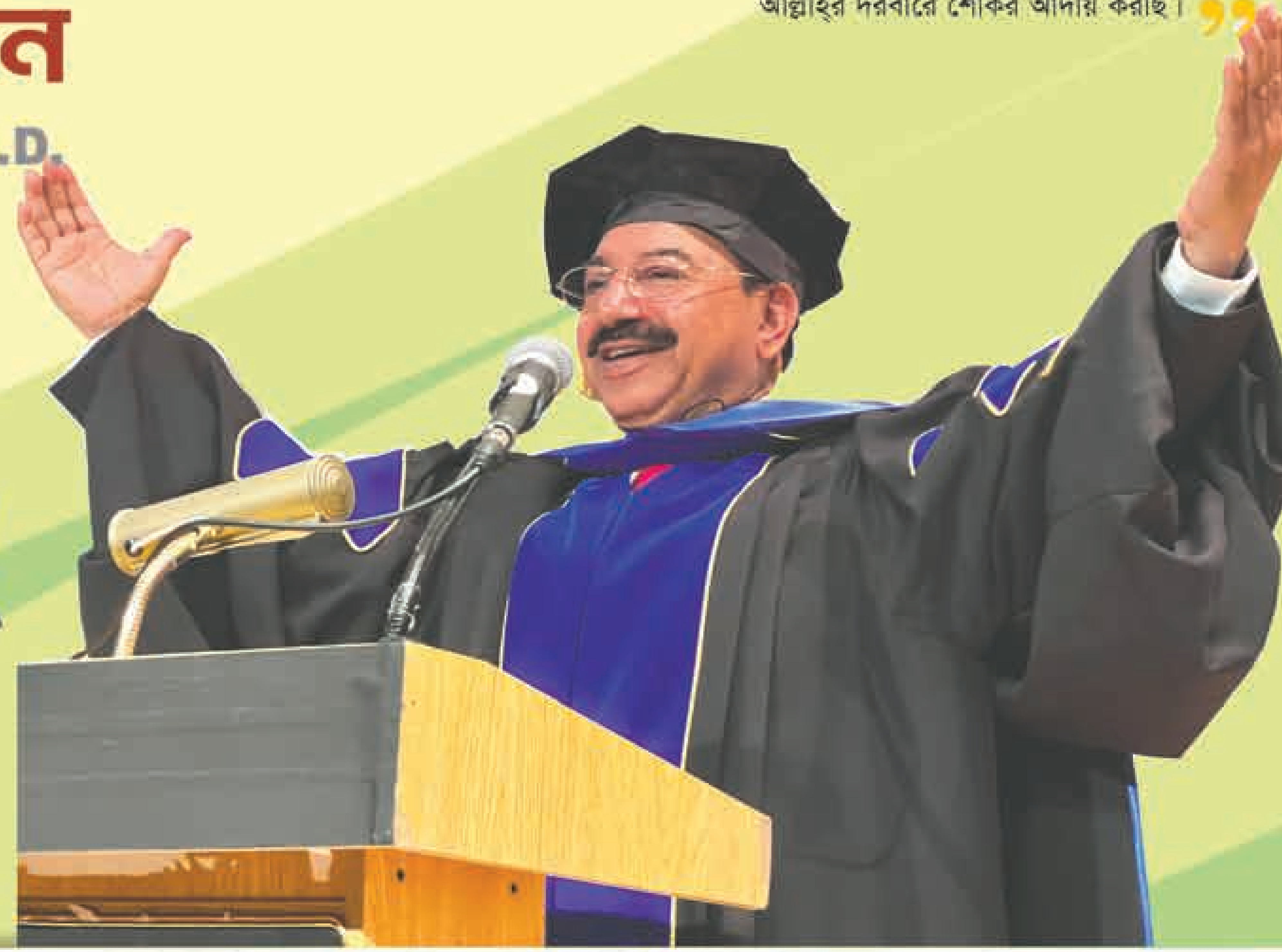

কুইন মাদারের সঙ্গে ড. আবু জাফর মাহমুদ

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS®
POLITICAL RIGHTS FOR ETHNIC COMMUNITIES

PEOPLE UNITED FOR PROGRESS
Political rights for Ethnic Communities

প্রথম আলো
Prothom Alo North America
22 June 2023, Thursday
২২ জুন ২০২৩, ৮ আষাঢ় ১৪৩০, ৪ জিলহজ ১৪৪৪, বৃহস্পতিবার

মেয়র অ্যাডামস

দেখা হোক গ্রীষ্মের উন্মুক্ত সড়কপথে

এইচ বি রিতা

এরিক অ্যাডামস

নিউ ইয়র্ক সিটিতে, আমাদের রাস্তাগুলি কেবল রাস্তা নয়। তারা যেখানে আমরা হাঁটছি, খাই, খেলি এবং এক শহরের মানুষ হিসাবে একসাথে থাকি। মেয়র হিসাবে আমি নিরাপদে উপভোগ করার জন্য আমাদের রাস্তাগুলি পুনরুদ্ধার করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গ্রীষ্মের সময়ে খোলা রাস্তাগুলি উপভোগ করার জন্য নিউ ইয়র্কবাসীদের ইউরোপে ভ্রমণ করতে হবে না। এই গ্রীষ্মে সিটির পাঁচ বরোর

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

বহু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র

রাজুব ভৌমিক

কথায় আছে—লেখা পড়া করে যেই। গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই। কবির এই কথা কেন জানি আমেরিকায় আর মিলছে না। এ প্রজন্মের মধ্যে লেখা পড়ার আগ্রহ খুব কম মনে হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান বিভাগের তথ্যানুযায়ী ২০২২ সালে মোট ৩০ লক্ষ উচ্চ বিদ্যালয় পাশকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ১৯ লক্ষ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ২০২২ সালে কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি উচ্চ বিদ্যালয় পাশকারী শিক্ষার্থীর হার ছিল ৬২ শতাংশ এবং যেটা ২০২১ সালে ছিল ৬১.৮ শতাংশ।

গত ২০১০ সালের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি অলাভজনক কলেজের মধ্যে একটি বাড়তি হার লক্ষ করা হয়। বন্ধের বাড়তি হারের এই প্রবণতা সারা দেশে কয়েক হাজার কলেজ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রভাবিত করেছে। সিএনবিসির এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে ২০১৬ সাল থেকে মোট ৯১টি প্রাইভেট কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে।

যার বেশিরভাগ ২০২০ সালে কোভিড মহামারী শুরু হওয়ার পরে বন্ধ

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ১

টক অব দ্য উইক

আইন শৃংখলার উন্নয়ন করে জনজীবনে স্বস্তি আনার চেষ্টা করবো

রুবাইয়া রহমান

সোহানা নাজনীন

আমাদের কমিউনিটির মানুষ যাতে নিরাপদ থাকতে পারে, আমি নিরলস সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। তাছাড়া বিশাল চাহিদা সম্পন্ন গণপরিবহনের ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন আনার ইচ্ছা আছে আমার। সাবওয়ে সিস্টেম ডিসট্রিক্ট ২৩ থেকে অনেক দূরে, বাস ছাড়া অন্য কোন গণপরিবহন নেই। তাই কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাসের সংখ্যা ও সময়সূচী নিয়মিত হওয়া দরকার।

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

উ দ্যো গ

সেবার সাথে কর্মসংস্থান তৈরি করছে এসেনশিয়াল হোম কেয়ার

এলএফআই মনোনীত

উত্তর আমেরিকা অফিস

হোসেন ইশতিয়াক

এসেনশিয়াল হোম কেয়ার যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিদের কাছে একটি পরিচিত নাম। বিশেষ করে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটিতে অসুস্থ, শারীরিকভাবে চলাফেরায় অক্ষম এবং প্রবীণদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে সেবা দিয়ে আসছে। সেই সাথে ঘরে বসে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে এসেনসিয়াল হোম কেয়ার। বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষদের কর্মসংস্থানে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি এবং চেয়ারম্যান মো. হোসেন ইশতিয়াক। এবার তার কোম্পানী এসেনসিয়াল হোমকেয়ার নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ কর্তৃক "এলএফআই" হিসেবে মনোনীত হয়েছে।

জানা গেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েরে এক সময়কার মেধাবী শিক্ষার্থী মো. হোসেন ইশতিয়াক ২০০৩ সালের দিকে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে। যেখানেও শুরু করেন পড়াশোনা। এর পর দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নিউইয়র্কে গড়ে তুলেন এসেনশিয়াল হোম কেয়ারসহ আরও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। তার প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সেবা নয়, বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষদের যাতে কর্মসংস্থান হয় সেদিকে ও নজর রেখেছে সব সময়।

মূলত প্রবাসজীবনে বয়স্কদের উন্নত সেবা ও পরিচর্চার জন্য হোমকেয়ার সার্ভিসের যাত্রা শুরু হয়। নিউইয়র্ক সিটি ডিওএইচের সঙ্গে শুরু হওয়া এই হোমকেয়ার ব্যবসা ধীরে ধীরে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠানটির এখন তিনটি শাখা রয়েছে। জ্যামাইকায় অবস্থিত প্রধান আফিস ছাড়া ব্রস্কস এবং জ্যাকসন হাইটসে রয়েছে আরও দুইটি শাখা। প্রতিষ্ঠানটির তিনটি শাখাই অত্যন্ত যত্ন সহকারে ক্লায়েন্টদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

এসেনসিয়াল হোম কেয়ারের চেয়ারম্যান মো. হোসেন ইশতিয়াক বলেন, আপনজনের সেবা করে ঘরে

এরপর পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৫

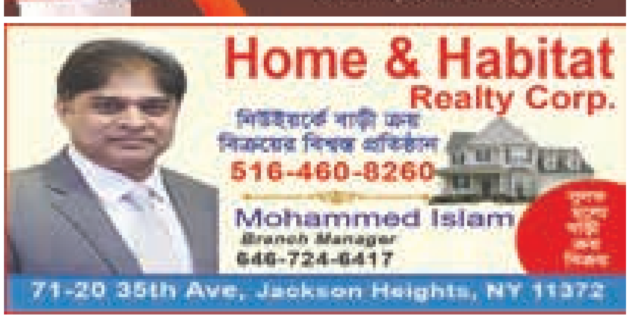

সম্পাদক: ইব্রাহীম চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত ও পরিবেশিত: ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, স্যুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক ১১৩৭২, **ফোন:** ৭১৮- ৩০৮ - ৫০২০, **ই-মেইল: নিউজ:** news@prothomalony.com, **বিজ্ঞাপন:** cm@prothomalony.com